ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস।

উপক্রমণিকা।

ভূসংস্থান।

ভারতবর্ষের উত্তর হিমালয় পর্ব্বত ;—পূর্ব্ব মণিপুর পাহাড় ও বঙ্গসাগর ;—দক্ষিণ ভারতমহাসাগর ;—পশ্চিম আরবসাগর ও সিন্ধুনদ। এই দেশ উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৮০০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৬৫০ ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার পরিমাণফল প্রায় ৩,৭৫,০০০ তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বর্গক্রোশ এবং বর্ত্তমান অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২২,০০,০০,০০০ বাইশ কোটি। পৌরাণিক মতে রাজা ঋষভদেব লবণসমুদ্রবেষ্টিত জম্বুদ্বীপকে ৯ বর্ষ বা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া উহার সর্ব্বদক্ষিণ বর্ষ ভরত নামক পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ ভরতের নামানুসারেই ইহার নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। ইংরেজেরা ইহাকে ইণ্ডিয়া ও হিন্দুস্থান কহেন।

ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ বিন্ধ্য নামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের উত্তরভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণভাগকে দাক্ষিণাত্য কহে। আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে কাশ্মীর, সর্হিন্দ, গড়োয়াল, কমায়ুন, নেপাল, ভোট, লাহোর, দিল্লী, অযোধ্যা, বিহার, বাঙ্গালা, মূলতান, রাজপুতানা, আগ্রা, আলাহাবাদ, সিন্ধু,

কচ্ছ, গুজরাট, মালব ও আসাম এই ২০টী এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যে খান্দেস, গন্দোয়ানা, উড়িষ্যা, বরার, আরঙ্গাবাদ, বিদর, হায়দরাবাদ, উত্তরসরকার, বিজয়পুর, বালাঘাট, কর্ণাট, তুলব, মহীশূর, কানাড়া, মলবার, কাঞ্চী, দ্রাবিড় ও ত্রিবাঙ্কোড় এই ১৮টী ছোট বড় দেশ আছে। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি, মধ্যদেশ, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল, সিন্ধু, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, উৎকল, অবন্তি, কেরল, কলিঙ্গ, কনখল ইত্যাদি নামে এই দেশের প্রদেশ ভাগ ছিল। এক্ষণে সে সকল নাম প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে আরবালি, মধ্যে বিন্ধ্য এবং দক্ষিণে ত্রিকোণাকার দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ও পূর্ব্ব উপকূল ব্যাপিয়া ঘাট নামক পর্ব্বত আছে। এমন কি সমুদ্র বা পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন ব্যতিরেকে বিদেশীয় লোকের ভারতবর্ষে প্রবেশের উপায় প্রায় নাই। সিন্ধু ও দিল্লী প্রদেশে কয়েকটি মরুভূমি আছে এবং আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য উভয় দেশেরই মধ্যে মধ্যে বন জঙ্গল অনেক আছে। সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, নর্ম্মদা, গোদাবরী কৃষ্ণা ও কাবেরী এই কয়েকটীই ভারতবর্ষের প্রধান নদী; তদ্ভিন্ন সিন্ধুর পঞ্চশাখা, চর্ম্মণ্বতী (চম্বল), যমুনা, সরযূ, ঘর্ঘরা, শোণ, মহানদী, তাপ্তী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আরও অনেক নদী আছে। সুবিস্তীর্ণ হ্রদ ভারতবর্ষে প্রায় নাই।

ভারতবর্ষের জল বায়ু একরূপ নহে—কোন স্থলে অতি উৎকৃষ্ট ও কোন স্থলে অপকৃষ্ট। কাশ্মীরের জল বায়ু অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। পর্ব্বতসন্নিহিত স্থান ব্যতিরেকে এ দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাই প্রধান ঋতু—পার্ব্বত্যদেশে কেবল শীতই প্রধান।

ভারতবর্ষের ভূমি অতি উর্ব্বরা বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। তণ্ডুল, গোধূম, যব, জনার, বাজরা ও ভুট্টা প্রভৃতি শস্য সকল এদেশের লোকের প্রধান খাদ্য। এ দেশে শাল, সেগুণ, আবলুস, শিশু, চন্দন, আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, তেঁতুল, নারিকেল প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ জন্মে। তূলা, নীল, আফিঙ্গ, রেসম, লাক্ষা, সোরা ও চিনি এ দেশে অনেক উৎপন্ন হয়। গো, মেষ, মহিষ, ছাগ, বরাহ, গর্দ্দভ, কুক্কুর, উষ্ট্র প্রভৃতি এ দেশের গ্রাম্যজন্তু এবং সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লূক, গণ্ডার প্রভৃতি আরণ্য জন্তু। গোলকুণ্ডা, সম্বলপুর, বুন্দেলখণ্ড ও কৃষ্ণানদীর তীর প্রভৃতি অনেক স্থানে হীরকের খনি আছে। লৌহ, অভ্র, মৃদঙ্গার প্রভৃতি আরও খনিজ দ্রব্য স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

অধিবাসী।

এক্ষণে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানই প্রধান অধিবাসী। তন্মধ্যেও মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা ৩।৭ গুণ অধিক। সাঁওতাল, ভিল, রামুসী, গারো প্রভৃতি অনেক বন্যজাতিও পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে। এতদ্ভিন্ন ইঙ্গরেজ, ফরাসী, পোর্ত্তুগীজ, আমেরিক, চীন প্রভৃতি অনেক বিদেশীয় জাতি বাণিজ্যাদি বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে এদেশে অবস্থান করিয়া থাকে; ইহাদিগের এবং এতদ্দেশীয়দিগের সহযোগে ফিরিঙ্গী নামক আর এক নূতন-জাতি উৎপন্ন হইয়াছে—ইহারাও এক্ষণে দেশের অধিবাসীর মধ্যে পরিগণিত হয়।

ভাষা।

ভারতবর্ষে প্রদেশভেদে ভাষাভেদ। এক্ষণে আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে কাশ্মীরী, পঞ্জাবী, সৈন্ধবী, গুর্জ্জরী, হিন্দুস্থানী, হিন্দি, বাঙ্গালা ও আসামী এই কয়েকটী ভাষা প্রধান এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যে উড়িয়া, তৈলঙ্গী, দ্রাবিড়ী (তামিল), কর্ণাট ও মহারাষ্ট্রী এই সকল প্রধান ভাষা। সংস্কৃতকে এই সকল ভাষারই (বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্তীয় ভাষার) মূল বলিয়া বোধ হয়; তবে অল্প বা বহু পরিমাণে অপভ্রংশ শব্দ, পারসী বা আরবী শব্দ এবং অপরাপর প্রাদেশিক শব্দ সংশ্লিষ্ট হওয়াতে ঐ সকল ভাষার এরূপ রূপান্তর হইয়াছে যে, সহজে সে সকলকে এক-ভাষামূলক বলিয়া বোধ হয় না।

হিন্দু ও আর্য্যনাম।

'হিন্দু' এই নাম সংস্কৃতমূলক বলিয়া সকলে বোধ করেন না; যেহেতু প্রাচীন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে উহার উল্লেখ নাই। কামধেনুতন্ত্রে লিখিত আছে—

["হীনং দূষয়তে যস্মাৎ তস্মাৎ হিন্দুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"]*

কিন্তু কামধেনুতন্ত্রকে অনেকে আধুনিক বলিয়া বোধ করেন। কেহ কহেন গ্রীকেরা 'সিন্ধু' নদের অপভ্রংশ নাম হইতে উহা রচনা করিয়াছেন; কেহ বা কহেন 'হিন্দু' শব্দে পারস্যভাষায় কৃষ্ণ-বর্ণকে বুঝায়—ভারতবর্ষীয়েরা অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া মুসলমানেরা উহাদিগকে ঐ নাম দিয়াছেন। যাহাই হউক,

---

* যেহেতু হীন অর্থাৎ ম্লেচ্ছদিগকে দূষিত করে, এই জন্য ঐ জাতির নাম হিন্দু।

যখন হিন্দুশব্দ এক্ষণে অগৌরবের নহে, তখন উহা আমাদের ও ব্যবহার করায় দোষ নাই। এই হিন্দুদিগকে এদেশের আদিম-নিবাসী বলিয়া অনেকে বোধ করেন না। তাঁহারা কহেন এক্ষণকার সাঁওতাল ভিল প্রভৃতি বন্যজাতীয়েরাই এদেশের আদিমনিবাসী ছিল। হিন্দুরা ইরাণদেশ (পারস্য) হইতে আসিয়া এতদ্দেশীয়দিগকে পরাজিত ও দূরীভূত করিয়া আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্য (শ্রেষ্ঠ) বলিতেন, এই জন্য তঁহাদের প্রথমাধিষ্ঠিত স্থান সকল 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামে অভিহিত হয়—দাক্ষিণাত্য বহুকাল পরে আর্য্যদিগের বাস-ভূমি হইয়াছিল।

হিমালয় ও বিন্ধ্য এই পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ভারতবর্ষের সমস্ত ভূভাগকেই আর্য্যাবর্ত্ত * কহে। আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যেও ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি ও মধ্যদেশ ইহারা সমধিক প্রশস্ত বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে কীর্ত্তিত। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে খৃষ্টের জন্মগ্রহণ করিবার বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুকুশপর্ব্বতের উত্তরে অক্সস্ ও জাক্জার্টিস নদীর তীরভাগে আদিম আর্য্যজাতির বসতি ছিল। পারসীক, গ্রীক, রোমীয়, ফরাসী, ইঙ্গরেজ, জর্ম্মান,

---

* সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ।
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্ বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।
মনুসংহিতা ২য়।

ওলন্দাজ, রুষীয় প্রভৃতি জাতি সকল উক্ত আদিম আর্যাদিগেরই সন্তান। তন্মধ্যে পারসীক আর্য্যেরাই ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হয়েন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মাবর্ত্তাদি দেশ সকলেই বসতিগ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প, নৈপুণ্যাদির প্রকাশ করেন এবং স্বল্পকালমধ্যেই প্রবল ও পরাক্রান্ত হইয়া তত্তদ্দেশীয় অনার্য্যজাতিকে পরাজিত করিয়া ক্রমে ক্রমে দেশের সমুদয় ভাগেই আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কেহ কেহ আবার অনুমান করেন যে, আর্য্যদিগের স্বদেশমধ্যে দুইটী সম্প্রদায় হইয়া উঠিয়াছিল, তন্মধ্যে এক সম্প্রদায় সুরাসেবী এবং দেবপূজক এবং অপর সম্প্রদায় অসুরাসেবী এবং অসুর-পূজক। এই উভয় সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার, ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি অনেক বিষয়ে অত্যন্ত বিসম্বাদ ছিল—এজন্য উভয়দলে সর্ব্বদাই তুমুল সংগ্রাম ঘটিত। পরিশেষে অসুরাপায়ী অসুরপূজক দল জয়ী এবং সুরাপায়ী সুরসেবকগণ পরাজিত হয়েন এবং তাঁহারাই স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতবর্ষমধ্যে প্রবেশ করেন।

আর্য্যদিগের জাতি।

আর্য্যদিগের শাস্ত্রানুসারে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে শ্বেতবর্ণ ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়, উরু হইতে পীতবর্ণ বৈশ্য এবং চরণ হইতে কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র উৎপন্ন হয়েন। এই ৪ বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, চতুর্ব্বর্ণের গুরু এবং দেববৎ পূজনীয়। ইহাঁ-দেরই হস্তে ধর্ম্মকার্য্যের সমুদয় ভার ন্যস্ত থাকায় ইঙ্গরেজেরা এই ধর্ম্মকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কহেন। ধর্ম্মকার্য্য ভিন্ন শাস্ত্রালোচনা, ব্যবস্থা-প্রদান প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক পরিশীলনের কার্য্য ব্রাহ্মণ-

দিগেরই হস্তে অর্পিত। সন্ধি, বিগ্রহ, রাজ্যশাসন প্রভৃতি কার্য্য ক্ষত্রিয়দিগের এবং কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্য সকল বৈশ্যদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। উক্ত বর্ণত্রয়ের সেবা ভিন্ন শূদ্রের অপর কোন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল না। প্রথম তিনবর্ণ দ্বিজনামে অভিহিত এবং উপবীতধারী;—শূদ্র নিরুপবীত। এক্ষণে প্রকৃত বৈশ্য ও শূদ্র এদেশে দেখা যায় না, কিন্তু অনুলোম ও বিলোমে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণীয় স্ত্রীপুরুষের সহযোগজাত অম্বষ্ঠ, করণ, বণিক্, গোপ, কৈবর্ত্ত, চণ্ডাল প্রভৃতি নানাবিধ যে সকল জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই শূদ্রনামে উক্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহারা শূদ্র নহে—বর্ণসঙ্কর। শাস্ত্রে উক্ত আছে -বেণ রাজার সময়ে এই বর্ণসঙ্করের প্রথম সৃষ্টি হয়। কোন্ কোন্ স্ত্রীপুরুষের সহযোগে কোন্ কোন্ জাতির উৎপত্তি হয় তাহা, এবং সেই সেই জাতির অবলম্বনীয় ব্যবসায়ও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। এস্থলে কেহ কেহ কহেন আর্য্যেরা এদেশের যে আদিমবাসীদিগকে বশ্যতাস্বীকার করাইতে পারেন নাই, তাহারা পর্ব্বত এবং অরণ্য আশ্রয় করে এবং যাহারা বশ্যতাস্বীকার করে, তাহারাই শূদ্রনামে তাঁহাদের অনুগত হইয়া থাকে। যাহা হউক, হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিভেদ অনেক হইয়াছে; তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতিরা নিকৃষ্টজাতির অন্ন গ্রহণ করেন না।

ধৰ্ম্ম।

নিরাকার অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনাই আর্য্য বা হিন্দুধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই ব্রহ্মের অংশবোধে বহুল সাকার দেব-দেবীর উপাসনা হইয়া থাকে। হিন্দুধর্ম্মের আদিম ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ।

উহা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই ৪ ভাগে বিভক্ত। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন বেদের বিধানানুসারে ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। সকল বেদেরই এক অংশে সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্রাদি দেবতা ও পরমেশ্বরের স্তব; অপর অংশে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের বিধান; এবং অন্য অংশে তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ক উপদেশ থাকে। এই শেষোক্ত অংশ সকলকে উপনিষদ্ কহে। বেদ বা শ্রুতিরই অর্থ লইয়া মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি মহাজনেরা আর এক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, উহাদের নাম সংহিতা, স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র। মনুসংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়। শ্রুতি ও স্মৃতি ভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্র নামে আরও দুই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত আছে। রামায়ণ ভিন্ন প্রায় সমস্ত পুরাণই ভগবানের অবতারস্বরূপ মহর্ষিবেদব্যাস-প্রণীত বলিয়া প্রথিত; পুরাণে ধর্ম্ম কথাসম্পর্কে অনেক ইতিহাস বর্ণিত আছে। তন্ত্রশাস্ত্র হরপার্ব্বতীর কথোপকথন বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্ত্রের মতানুসারেই এক্ষণে দীক্ষা নামক সংস্কার সম্পন্ন হয়। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের মত সকল অত্যন্ত বিভিন্নরূপ হওয়ায় এবং উহাদের টীকাকার ও সংগ্রহকারেরা আপন আপন মত প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাওয়ায়, এক্ষণে হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে অসংখ্য সম্প্রদায় জন্মিয়াছে।

ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম ভিন্ন বৌদ্ধধর্ম্মও কম প্রবল নহে; কিন্তু উহাকে হিন্দুধর্ম্মেরই এক অবান্তর ভেদ বলিয়া থাকে। অযোধ্যার উত্তরে কপিলবস্তু নাম্নী নগরীতে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তয়িতা বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। বংশীয় নামানুসারে লোকে তাঁহাকে শাক্যসিংহ ও গৌতম, পিতৃনামানুসারে শৌদ্ধোদনি ও মাতৃ-নামানুসারে মায়াদেবী সুত কহে। অলৌকিক জ্ঞানলাভ জন্য

তিনি বুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। বুদ্ধদেব মনুষ্যের রোগ, জরা ও মৃত্যু দর্শনে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া চিন্তামগ্ন হইতেন এবং সেই চিন্তা ক্রমাগতই প্রবল হওয়ায় তিনি পৈতৃক রাজ্য, পত্নী প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হয়েন। বুদ্ধদেব নানাদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রগাঢ় জ্ঞানোপার্জ্জন করেন এবং স্বোদ্‌ভাবিত ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া অসঙ্খ্য শিষ্য সংগ্রহ করেন। কেহ কেহ কহেন, বুদ্ধমতে ——

অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ পাপমাত্মপ্রপীড়নম্।
অপরাধীনতা মুক্তিঃ স্বর্গোঽভিলবিতাশনম্॥

বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ ও জাতিভেদ বুদ্ধমতে নিষ্ফল। জিতেন্দ্রিয়তা, সত্যবাদিতা ও সর্ব্বভূতে দয়া প্রভৃতিই সার ধর্ম্ম এবং সমাধি বলে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভই পরম পুরুষার্থ। জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই অবান্তর ভেদ।

হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে ভগবানের দশাবতারের* এক অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

মুসলমান ধর্ম্ম পশ্চাৎ বিবৃত হইবে।

বিদ্যা।

বিদ্যাবিষয়ে হিন্দুজাতি অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ। ইহাঁদের মূলভাষা সংস্কৃত "দেববাণী" বলিয়া আদৃত। পূর্ব্বোক্ত বেদাদি ভিন্ন এই মধুর ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে ন্যায়, বৈশেষিক, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল বেদান্ত ও মীমাংসা এই

---

*মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী দশ স্মৃতাঃ॥

ছয় প্রকার শাস্ত্র ষড়্‌দর্শন নামে প্রসিদ্ধ। মহর্ষি গৌতম ন্যায়-শাস্ত্রের সূত্রকার;—ন্যায় মতে প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের জ্ঞানলাভ হইলে মুক্তি হয়। বৈশেষিক শাস্ত্র কণাদ মহর্ষির বিরচিত। 'বিশেষ' নামক পদার্থ এই মতে স্বীকৃত হয়, এই জন্য ইহাকে বৈশেষিক কহে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে অনেক ঐক্য আছে। ভগবান্ কপিলদেব সাঙ্খ্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতা; প্রকৃতি ও পুরুষের যোগে জগতের সৃষ্টি এবং উহাদের প্রকৃতরূপে ভিন্নতা বোধ হইলেই মুক্তি হয়। প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা সুতরাং জড় পদার্থ; পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। মহর্ষি পতঞ্জলি-প্রণীত পাতঞ্জল শাস্ত্রও অনেকাংশে এইরূপ, তবে কপিলদর্শনে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন ঈশ্বর নাই, পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর আছেন এই জন্য প্রথমকে নিরীশ্বর সাঙ্খ্য ও দ্বিতীয়কে সেশ্বর সাঙ্খ্য কহে। ভগবান্ বেদব্যাস বেদান্ত শাস্ত্রের সূত্রকার। ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ জগতের সৃষ্টি হয—সৃষ্ট পদার্থমাত্রেই মায়াময়; মায়ামুক্ত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে সমুদয় বিশ্বই ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়। জৈমিনি-প্রণীত মীমাংসা দর্শনে যাগযজ্ঞ, অদৃষ্ট প্রভৃতির অনেক বিচার ও সিদ্ধান্ত আছে। এই সকল দর্শন ভিন্ন এই সংস্কৃত—ভাষায় পাণিনি, কাত্যায়ন, বোপদেব প্রভৃতি বৈয়াকরণবর্গ; অমর, হেমচন্দ্র, হলায়ুধ প্রভৃতি কোষকারসমূহ; কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, ভারবি, মাঘ, বাণভট্ট প্রভৃতি কাব্য ও নাটকরচয়িতা কবিগণ; ভরত, দণ্ডী, মম্মট প্রভৃতি আলঙ্কারিকবর্গ এবং আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতিবিকসমূহ অতিশয় বিখ্যাত ও সর্ব্বদেশে সম্মানিত।

কাল।

প্রাচীন হিন্দুরা এই প্রবহণশীল কালকে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ অর্থাৎ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সত্যযুগে মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম চতুস্পাদ, প্রাণ মজ্জাগত, দেহ ২১ হস্ত এবং পরমায়ুঃ লক্ষ বর্ষ; মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ, নারায়ণের এই ৪ অবতার;—ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম ত্রিপাদ, প্রাণ অস্থিগত, দেহ ১৪ হস্ত এবং পরমায়ুঃ ১০,০০০ বর্ষ; বামন, পরশুরাম ও রামচন্দ্র এই ৩ অবতার;—দ্বাপরযুগে ধর্ম্ম দ্বিপাদ, প্রাণ রক্তগত, দেহ ৭ হস্ত এবং পরমায়ুঃ ১০০০ বৎসর; কৃষ্ণ ও বুদ্ধ এই দুই অবতার;—কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদ, প্রাণ অন্নগত, দেহ ৩৷৷০ হস্ত এবং পরমায়ুঃ ১০০ বৎসর; এক মাত্র কল্কী এই যুগের ভবিষ্য অবতার। এক্ষণে সত্যাদি ৩ যুগ অতীত হইয়াছে—কলিযুগ বর্ত্তমান; তাহারও প্রায় ৫০০০ বৎসর গত হইল। হিন্দুশাস্ত্রমতে কলিযুগের অবসানে আবার সত্যাদি যুগ আবির্ভূত হইবে।

ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হিন্দু-রাজত্ব।

শাসনসম্বন্ধে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনকাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অতিপ্রাচীন সময় হইতে খ্রীষ্টীয় প্রায় ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের; ১০০০র পর প্রায় ১৭৫৬ খৃষ্টীয় অব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের, ও তৎপরে অদ্য পর্য্যন্ত ইঙ্গরেজদিগের রাজ্যাধিকার কাল। হিন্দুদিগের সময়ের বিবরণ অতি দুর্জ্ঞেয়; এক 'কাশ্মীররাজতরঙ্গিণী' ভিন্ন ইহাঁদের প্রকৃত ইতিহাসগ্রন্থ নাই, অথবা ছিল—নানা উপদ্রবে নষ্ট হইয়াছে, বলা যায় না। পুরাণাদিতে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা নানা অলৌকিক বৃত্তান্তপূর্ণ বলিয়া প্রকৃত ইতিহাসমধ্যে গণিত হয় না। যাহা হউক ইহা স্পষ্ট বোধ হয় যে, হিন্দুদিগের সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে এক-জনের আধিপত্য ছিল না। ইহাতে স্ব স্ব প্রধান রাজার অধীন অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। তবে কোন কোন রাজা অধিক পরা-ক্রান্ত হইয়া অপর রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া আপনাকে 'চক্রবর্ত্তী' 'সার্ব্বভৌম' 'মণ্ডলেশ্বর' 'সম্রাট্' ইত্যাদি নামে কীর্ত্তিত করাইতেন।

উৎসর্গ পত্র।

পরমার্চ্চনীয়

দিগম্বর ন্যায়বাগীশ

পিতৃব্য ঠাকুর মহাশয় চরণেষু—

পিতৃব্যদেব!

তুমি আমাকে এত ভাল বাসিতে যে, আমার কোন পীড়া উপস্থিত হইলে, তুমি নিজেই যেন সেই পীড়ার ক্লেশভোগ করিতে! তোমার সেই অনুপম স্নেহের অনুরূপ কার্য্য আমি কিছুই করিতে পারি নাই। তুমি অল্পকালেই ত্যাগ করিয়া গিয়াছ, এজন্য মনের সাধে তোমার সেবা শুশ্রূষাও করিতে না পাইয়া বরাবরই সাতিশয় ক্ষুব্ধ আছি। এক্ষণে সেই ক্ষোভের কথঞ্চিৎ নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে আমার বহুযত্নসঙ্কলিত এই 'ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস' খানি তোমার চরণোপান্তে সমর্পণ করিলাম।

ত্বদীয় বৎসল ভ্রাতৃপুত্র

শ্রীরামগতি শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

কিছু স্বল্লায়াসে ছাত্রেরা পরীক্ষাপ্রদানোপযোগী জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে, এই উদ্দেশে এই ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থাৎ সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস খানি সঙ্কলিত হইল। ইহাতে হিন্দু রাজ-গণের অধিকাব হইতে গবর্ণর জেনেরেল লর্ড নর্থব্রুকের আগমন পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ের স্থূল স্থূল বিবরণ সকল সঙ্ক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে। ইঙ্গরেজি ও বাঙ্গালা ভাষায় যে কয়েক খানি ভারতবর্ষের ইতিহাস অধুনা বিশেষরূপে প্রচলিত আছে, তাহার অনেক গুলি এবং আমার কোন আত্মীয়ের বাচনিক উপদেশ ও তাঁহার হস্তলিখিত একখানি ইতিহাস এই সকলগুলি এ পুস্তকের অবলম্বন। ইহা কোন পুস্তকের অবিকল অনুবাদ বা অনুকরণ নহে।

ইতিহাসপাঠ ভূগোল জ্ঞানের নিতান্ত সাপেক্ষ; এই জন্য ইহার প্রথমে এবং শেষস্থ ১ম পরিশিষ্টে ভারতবর্ষীয়-ভূগোল-সংক্রান্ত কতকগুলি স্থূল স্থূল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং এই পুস্তকের মধ্যে উল্লিখিত গ্রাম ও নগর গুলির স্থানসন্নিবেশ সকল ভূচিত্রে সহজে প্রদর্শিত হইতে পারিবে, এই উদ্দেশে, ২য় পরিশিষ্টে উহাদিগকে অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত করিয়া তৎপার্শ্বে অক্ষান্তর ও দ্রাঘিমান্তর লিখিয়া দেওয়া গিয়াছে এবং পুস্তকের প্রথমে ভারতবর্ষের একখানি ভূচিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। ঘটনা ও ঘটনাকাল সকল ছাত্রেরা আরও সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে সর্ব্বশেষে সময়সম্বলিত একটী দীর্ঘ সূচীপত্র বিনিবেশিত হইয়াছে। পরমমাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক এই পুস্তকের

আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায়, তাঁহার স্বলিখিত ইঙ্গরেজি প্রিফেস্ পাঠ করিলেই জানা যাইবে কিমধিকমিতি।

বহরমপুর কলেজ
৭ই পৌষ সংবৎ ১৯৩০ } শ্রীরামগতি শর্ম্মা।

দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এবারে হিন্দুরাজত্ব কালের বিবরণ বহুলরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং আর্‌ল অব ডফ্‌রিনের সম্পূর্ণ অধিকারকালের বিবরণ এবং লর্ড লান্স্‌ডাউনের অধিকারের উল্লেখমাত্র নূতন সংযোজিত হইয়াছে।

হুগলী নর্ম্মাল স্কুল
১১ই বৈশাখ সংবৎ ১৯৪৭ } শ্রীরামগতি শর্ম্মা।

PREFACE.

Agreeably to the request of my very valued friend, the author, I went over the whole of this "Abstract of the History of India" page after page, as he was writing it, and I think that the book, condensing as it does much information within small compass, will prove acceptable to the students of our Schools, who have to make up for the Examinations in Indian History and Geography.

BERHAMPUR
29th November 1874. } BHOODEB MOOKERJEE.

অতি প্রাচীনকাল হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের বিবরণ পাওয়া যায়। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশের এবং তাঁহার কন্যা ইলা হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হয়। সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র অতি প্রসিদ্ধ। আদি কবি বাল্মীকি স্বপ্রণীত রামায়ণ গ্রন্থে অতি সুললিত ভাষায় ইহাঁর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই বিবরণের সংক্ষেপ এই—রাজা দশরথের ঔরসে কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার এক বিমাতা কৈকেয়ীর গর্ভে ভরতের এবং অপর বিমাতা সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। লক্ষ্মণ রামের চিরানুচর ছিলেন। বাল্যকালেই বিশ্বামিত্র ঋষির সহযোগ হওয়ায় রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার নিকট হইতে অনেক অস্ত্রবিদ্যা লাভ করেন এবং তদ্দ্বারা পুষ্টবল হইয়া বহুল রাক্ষসের বধসাধন করেন। অনন্তর মিথিলাধিপতি জনকবংশীয় রাজদ্বয়ের সীতা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী শ্রুতকীর্ত্তি নাম্নী চারি কন্যার সহিত রামলক্ষ্মণাদি চারি ভ্রাতার বিবাহ হয়। রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে সর্ব্বগুণে বিভূষিত দেখিয়া যৌবরাজ্য প্রদানের অভিলাষ করিলেন, কিন্তু মন্থরা-নাম্নী কোন কুটিলাশয়া দাসীর কুমন্ত্রণায় বিমঢ়চিত্তা কৈকেয়ী রাজাকে সত্যবদ্ধ করিয়া রামের চতুর্দ্দশবর্ষ অরণ্যবিবাসন ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি প্রার্থনা করিলেন; তদনুসারে রাম অবিকৃত চিত্তে রাজবেশ পরিত্যাগ ও জটাবল্কল ধারণ করিয়া অরণ্যযাত্রা করিলেন; সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার সঙ্গে যাইলেন। তাঁহারা তিন জনে কয়েক বৎসর দণ্ডকারণ্যের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ও অনেক রাক্ষসবধ করিয়া দণ্ডকামধ্যস্থ পঞ্চবটী নামক স্থানে বাসগ্রহণ করিলে, লঙ্কাদ্বীপের রাজা রাক্ষসবংশীয় রাবণ প্রতারণা

দ্বারা রামলক্ষ্মণকে বিমোহিত করিয়া সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। রাম সীতাশোকে সাতিশয় কাতর হইয়াও সুগ্রীব, মারুতি, অঙ্গদ, নল, নীল, জাম্ববান্ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের সহায়তায় সাগরে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইয়া তুমুল সংগ্রামে দুর্ব্বৃত্ত দশাননের বংশ ধ্বংসপূর্ব্বক সীতাকে উদ্ধার করিলেন এবং চতুর্দ্দশবর্ষান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মৃত পিতার সিংহাসনে অধিরোহণপূর্ব্বক বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অতি সুবিচারপূর্ব্বক রাজ্যপালন করিলেন। রাম স্বয়ংই নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র কুশকে কুশাবতী (বিন্ধ্যগিরি সমীপে—এক্ষণে দ্বারকা বলিয়া প্রসিদ্ধ), কনিষ্ঠ লবকে শরাবতী (ফৈজাবাদ), লক্ষ্মণপুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে কারাপথ (পঞ্জাবের মধ্যে) নামক দেশ, ভরতপুত্র তক্ষকে তক্ষশিলা (পঞ্জাবে—তক্‌শিলা) ও পুষ্কলকে পুষ্কলাবতী (পঞ্জাবে—আটক) এবং শত্রুঘ্নপুত্র সুবাহুকে মথুরা ও বহুশ্রুতকে বিদিশাদেশ (মালবে—ভিলসা) সমর্পণ করেন। কুশ কিছুদিন কুশাবতীতে রাজত্ব করিয়া পরে আবার অযোধ্যাতেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক রামায়ণপাঠে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ উপকূল লঙ্কার অধীন ছিল, এবং রামচন্দ্র হইতে ঐ দেশে আর্য্যবাসের বহুলতা হয়। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর তদ্বংশীয় ৬০ জন রাজা তদীয় সিংহাসনে রাজত্ব করেন তৎপরে অযোধ্যায় সূর্য্যবংশের লোপ হয়, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে তদ্বংশীয়েরা রাজ্য করিতে থাকেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এই ব্যাপার ত্রেতাযুগে সঙ্ঘটিত হয়।

রামায়ণের পর মহাভারতবর্ণিত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ভারতবর্ষের প্রধান ঘটনা। বেদসংগ্রাহক ব্যাসদেব এই মহাভারতের প্রণেতা।

ইহা এত বিস্তৃত যে, সঙ্ক্ষেপে হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে এবং ইহারও বিষয় সকল দেশমধ্যে বহুলরূপে প্রসিদ্ধ। এস্থলে এই গ্রন্থের কয়েকটী স্থূল কথামাত্র লিখিত হইল। চন্দ্রবংশীয় রাজা কুরুর বংশে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ১০০ পুত্র এবং পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব নামে ৫ পুত্র জন্মে। পাণ্ডবেরা মাতৃ-নিদেশে পঞ্চভ্রাতায় মিলিয়া দ্রুপদরাজের কন্যা কৃষ্ণাকে বিবাহ করেন। ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত হইলে দুর্য্যোধন হস্তিনামক কুরুবংশীয় রাজকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হস্তিনাপুরে এবং যুধিষ্ঠির তাহার ৩০ ক্রোশ পশ্চিমে ইন্দ্রপ্রস্থ (এক্ষণে দিল্লী) নগরে রাজধানী করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করেন। অনন্তর খলস্বভাব দুর্য্যোধন অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া ১২ বৎসর বনবাস ও ১ বৎসর অজ্ঞাতবাস করান। হৃতসর্ব্বস্ব পরম-ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদিগের সহিত তাহা সম্পাদন করিয়া আসিলেও শঠ দুর্য্যোধন রাজ্যপ্রদানে সম্মত না হওয়ায় কুরুক্ষেত্র নামক প্রান্তরে (থানেশ্বরের নিকট) কৌরব নামে খ্যাত দুর্য্যোধনাদির সহিত পাণ্ডবদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হয় এবং ১৮ দিন যুদ্ধের পর দুর্য্যোধন হত হইলে পাণ্ডবেরা জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের রাজারাই নিম-ন্ত্রিত হইয়া ব্রতী ও নিহত হইয়াছিলেন। এই অসংখ্য সৈন্যমধ্যে যুদ্ধশেষে উভয়পক্ষে কেবল ১০ জন জীবিত ছিলেন। কুরুবংশোৎ-পন্ন যদুর বংশে বলরাম ও কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরাবতার বলিয়া মানিত কৃষ্ণের সহিত পৈতৃষ্বস্রেয় পাণ্ডবদিগের অত্যন্ত প্রণয় ছিল, এবং তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে পাণ্ডবেরা জয়ী হইয়া-

ছিলেন। কৃষ্ণ প্রথমে নিজ মাতুল কংসকে বধ করিয়া মথুরায় রাজ্য করেন, পরে কংসশ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হওয়ায় গুজরাটের প্রান্তস্থিত দ্বারকা নগরীতে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পরমধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের মনে জ্ঞাতিবধ ও অসংখ্য প্রাণিবধকরণ জন্য অত্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি রাজ্য করিতে অসম্মত হইলেন; কৃষ্ণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া কিছুকাল ক্ষান্ত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু পরে কৃষ্ণের লোকান্তর গমনের সংবাদ পাইয়া আর তিনি থাকিতে পারিলেন না—অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের উপর রাজ্যভার দিয়া দ্রৌপদী ও পঞ্চভ্রাতার সহিত হিমালয়ের প্রদেশবিশেষে 'মহাপ্রস্থান' করিলেন। মহাভারতমধ্যে সুরাষ্ট্র, অবন্তি, দ্রাবিড়, ওড্র, কেরল কলিঙ্গ প্রভৃতি অনেক দাক্ষিণাত্য দেশের ও তদ্দেশীয় রাজাদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়; ইহাতে বোধ হয় রামায়ণকাল অপেক্ষা মহাভারতকালে দাক্ষিণাত্যে অনেক আর্য্যজাতির বসতি হইয়াছিল। ইউরোপীয়েরা কহেন, খৃষ্টীয় অব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়—হিন্দুদিগের মতে ইহা দ্বাপর ও কলির সন্ধিকালে।

যৎকালে পরীক্ষিৎসন্তানেরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন, সেই কালে জরাসন্ধ-সন্তানেরা মগধ (বিহার) রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ বংশীয় রাজা অজাতশত্রুর রাজত্বকালেরই কিছুকাল পূর্ব্বে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করেন। হিন্দুরা ঐ বেদবিরোধী ধর্ম্মের প্রতি বহুল অত্যাচার করিলেও উহার যুক্তিগুণে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু হইতে ৫ জন রাজার পর

নাগবংশ-সম্ভূত শূদ্রজাতীয় নন্দ নামক প্রবল পরাক্রান্ত কোন রাজা মগধসিংহাসনে আরূঢ় হয়েন।

ভিন্ন জাতির আক্রমণ।

জরাসন্ধবংশীয়দিগের রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃষ্টের ৫২১ বৎসর পূর্ব্বে পারস্য-রাজ দারা বা ডেরায়স্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া বহুল ধনসম্পত্তি লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ও তদ্বংশীয়দিগের প্রভুত্ব কোন কোন্ প্রদেশে ও কতকাল ছিল, তাহা নির্ণয় হয় না। ডেরায়সের আক্রমণের প্রায় ২০০ বৎসর পরে (পূর্ব্ব ৩৩১ খৃষ্ট অব্দ) অর্থাৎ মগধে শূদ্রজাতীয় নন্দবংশোদ্ভব মহানন্দভূপতির রাজত্বকালে, গ্রীসদেশান্তর্গত মাসিডনের সুপ্রসিদ্ধ বীর আলেগ্‌জাণ্ডার বহুসংখ্যক সৈন্যসহ আসিয়া পারস্যদেশ জয় করেন, এবং ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ দেশমধ্যে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট হয়েন; কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা নিতান্ত রণক্লান্ত হইয়া কোন মতেই অগ্রসর না হওয়ায় আলেগ্‌জাণ্ডারকে অগত্যা সিন্ধুনদের উভয়তীরস্থ রাজ্যগুলিমাত্র অধিকার করিয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত মহানন্দের ৮ পুত্রমধ্যে নাপিতীর গর্ভ-সম্ভূত চন্দ্রগুপ্ত অতি প্রবল হইয়া পাটলিপুত্রে (পাটনায়) রাজ্য করেন। ঐ নাপিতীর নাম মুরা, এজন্য চন্দ্রগুপ্তের বংশকে মৌর্য্যবংশ কহে। নীতিশাস্ত্রবিশারদ চাণক্য চন্দ্রগুপ্তেরই মন্ত্রী ছিলেন। ইহাঁর বুদ্ধিকৌশলে চন্দ্রগুপ্তের অপর ৭ ভ্রাতা নিহত ও গ্রীকগৃহীত প্রদেশ সকল পুনরধিকৃত হয়। চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যসম্বন্ধ বিবরণ সকল

বিচিত্র উপাখ্যান সহকারে কবিবর বিশাখদত্ত 'মুদ্রারাক্ষস' নামক নাটকে প্রকাশিত করিয়াছেন।

আলেগজাণ্ডারের লোকান্তর গমনের পর তাঁহার সেলুকস-নামা সেনাপতি পারস্যরাজ্য অধিকার করেন। তিনি কয়েক বার ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে উভয়ের সন্ধিস্থাপন এবং সেলুকসের এক কন্যার সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হয়। এই সৌহার্দ্দবন্ধন বশতঃ সেলুকস্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিস্ নামক একজন গ্রীককে দূতস্বরূপে রাখিয়া গিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ হইতে ভারতবর্ষের ঐ সময়ের অনেক বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়। মেগাস্থিনিস্ লেখেন যে, তৎকালে সমাজে সাত শ্রেণীর লোক ছিল, যথা—পণ্ডিত, কৃষক, পশুপাল, শিল্পিক, যোদ্ধা, তত্ত্বাবধায়ক ও রাজমন্ত্রী। তৎকালে দাসত্ব ছিল না, পুরুষেরা বীর্য্যবান্ ও নারীরা সাধ্বী। যোদ্ধারা যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ; সকলেই সত্যবাদী, অতস্কর, শান্ত, শ্রমশীল ও ন্যায়পথাবলম্বী। দেশমধ্যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১১৮টী রাজ্য ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র রাজা অশোক (বা প্রিয়দর্শী) অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজ্য মগধের অধীন করেন, এবং কিয়ৎকাল পরে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পুরোহিত বা প্রচারক প্রেরণদ্বারা তিব্বত, তাতার, চীন, লঙ্কা প্রভৃতি অনেক দেশের লোককে ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই অশোকের সহিত সেলুকসের পৌত্র এণ্টিওকস্ ২৫৬ পূঃ খ্রীঃ অব্দে সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার পর শতাবধি বৎসর পর্য্যন্ত হিমালয়ের উত্তর পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী বাকট্রিয়া প্রদেশের গ্রীক্

অধিপতিগণ অনেকবার পঞ্জাব, মথুরা, সিন্ধু প্রভৃতি দেশ সকল আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই রাজ্যস্থাপন করিতে পারেন নাই। এই গ্রীক্‌দিগের হইতেই ভারতবর্ষে জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও ভাস্করবিদ্যার অনেক সুসংস্করণ হইয়াছিল। অশোকের পর অনেক কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিবরণ অতিশয় অস্পষ্ট ও নানা অলৌকিক উপাখ্যানে সম্বদ্ধ। কিন্তু ইহা স্পষ্টবোধ হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকালে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নানাপ্রদেশীয় রাজাদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের ঘোরতর সংগ্রাম চলিয়াছিল এবং সেই সময়ে বৌদ্ধদিগের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ উদিত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, কল্কিপুরাণ ঐ সময়েই প্রকাশিত। যাহাহউক, ঐ সকল রাজার মধ্যে খৃষ্টের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে উজ্জয়িনীনগরে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব মহাবল পরাক্রান্ত পরম বিদ্যোৎসাহী মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার সভায় নবরত্ন * নামে কালিদাস প্রভৃতি ৯ জন অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য-প্রবর্ত্তিত শকের নাম সংবৎ। বিক্রমাদিত্যের ১৩৪ বৎসর পরে শালিবাহন উজ্জয়িনীতে প্রচুর পরাক্রমের সহিত বহুকাল রাজত্ব করেন। বহুকাল হইতে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত বহুসংখ্যক লোক মধ্য-আসিয়া হইতে ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইতে আরম্ভ করে। তাহারা সাধারণ্যে 'শক' নামে খ্যাত। কেহ কেহ কহেন, বুদ্ধদেব উহাদিগেরই বংশীয় বলিয়া শাক্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য ঐ

---

* ধন্বন্তরি-ক্ষপণকাঽমরসিংহ-শঙ্কু বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য।

শকদিগের সহিত বহুল সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করায় 'শকারি' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শালিবাহনও সেইরূপ করায় শকাদিত্য নামে খ্যাত হয়েন। তিনিও এক শক প্রচলিত করিয়াছিলেন—উহাকে শকাব্দ কহে। এই সময়ের পর মুসলমানদিগের আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের পশ্চিমভাগে উজ্জয়িনীস্থ রাজাদিগেরই প্রাদুর্ভাব ছিল।

এ দিকে মগধে চন্দ্রগুপ্তবংশীয়েরা খৃষ্টের ২০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলে, অন্ধ্র-বংশোৎপন্ন কর্ণ নামক রাজারা উহা গ্রহণ করেন। ঐ রাজাদিগের মধ্যে ১৯১ খ্রীঃ অব্দে উৎপন্ন 'শূদ্রক' অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। বোধ হয় "মৃচ্ছকটিক" নাটক তাঁহারই রচিত। এই বংশে পুলোমা নামে এক রাজা উৎপন্ন হয়েন; চীনেরা তাঁহাকে জানিতেন এবং তাঁহারই নামানুসারে এ দেশকে 'পুলোমন্' কহিয়া থাকেন—অন্ধ্র-বংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব তদীয় ভৃত্যেরা অধিকার করিয়াছিল। সেই সময় হইতে ভারতবর্ষের দেশ সকল বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়। মুসলমানদিগের আক্রমণের পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল।

(১) কাশ্মীর—১০১৫ খ্রীঃ অব্দে মহম্মদ গজনবী এই দেশ আক্রমণ করেন। (২) লাহোর—দিল্লী রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। (৩) দিল্লী—পাণ্ডববংশসম্ভূত তুয়ারবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে ইন্দ্রপ্রস্থের পরিবর্ত্তে এই নগরের নাম দিল্লী হয়। উক্ত বংশের ধ্বংসের পর আজমীরের রাজা চৌহানবংশীয় পৃথীরায় ইহাতে রাজত্ব করেন। (৪) কান্যকুব্জ—এই সমৃদ্ধ নগরীতে সূর্য্যবংশসম্ভূত রাঠোরবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। (৫)

কাশী—কাশীনামক রাজা কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হওয়ার প্রসিদ্ধি আছে। (৬) কলিঞ্জর বা বন্দেলখণ্ড—সূর্য্যবংশীয় রাজারা ইহাতে রাজত্ব করিতেন। (৭) মেওয়ার—চিতোর নগর মেওয়ারের রাজধানী ছিল; ইহার রাজারা সূর্য্যবংশীয় এবং রাণা উপাধিবিশিষ্ট। (৮) আজমীর—পৃথ্বীরায়ের সময়ে দিল্লী ও আজমীর রাজ্য সংযোজিত ছিল। (৯) যশল্মীর—যদুবংশীয় ভট্টি নামক জাতিরা ইহাতে বাস করেন। (১০) জয়পুর—ইহা ঢুণ্ডার রাজ্যের রাজধানী। সূর্য্যবংশীয়েরা ইহার অধিপতি। (১১) গুর্জ্জর বা গুজরাট—যদুবংশীয়দিগের পর সূর্য্যবংশীয়েরা এই দেশের অন্তর্গত বলভি নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে রাজপুত রাজারা এই দেশের অধিপতি হয়েন। (১২) সিন্ধু—সিন্ধুনদের উভয় তীরস্থ ভূমিই সিন্ধুদেশ নামে খ্যাত। (১৩) মালব বা উজ্জয়িনী—বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের বহুকাল পরে খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে ভোজরাজ এই দেশে প্রাদুর্ভূত হয়েন। ধারনগর তাঁহার রাজধানী ছিল। ইহাঁর বিষয়ে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান শুনা যায়। (১৪) গৌড়, বঙ্গ, বা বাঙ্গালা—এই দেশ এক সময়ে মগধরাজ্যের অন্তর্ভূত এবং অন্ধ্রবংশীয় রাজাদিগের শাসিত ছিল। তৎপরে পালবংশীয়েরা ও তদনন্তর সেন বংশীয়েরা এদেশে রাজত্ব করেন। ১২০৩ খ্রীঃ অব্দে যখন মুসলমানেরা এ দেশ জয় করেন, তখন গৌড়নগর ইহার রাজধানী ছিল, কিন্তু তাৎকালিক রাজা লক্ষ্মণ্যসেন সচরাচর নবদ্বীপেই থাকিতেন। ১২৯৩ অব্দে সুবর্ণগ্রামও বাঙ্গালার রাজধানী হইয়াছিল। ১৩৪৩ অব্দে নবাব সমসুদ্দীন সুবর্ণগ্রাম হইতে (গৌড়ের সমীপস্থ) পাণ্ডুয়ায় রাজধানী করেন। অনন্তর

১৫৮৯ অব্দে রাজা মানসিংহ রাজমহলে এবং ১৬০৮ অব্দে সেখ ইস্লেম খাঁ ঢাকাতে রাজধানী করেন। ইহার পর সুলতান সুজার সময়ে ১৬৩৯ অব্দে পুনর্ব্বার রাজমহলে, কিছুকাল পরে মীরজুম্লার সময়ে পুনর্ব্বার ঢাকায় এবং অনন্তর ১৭১৮ অব্দে মুরশিদকুলি খাঁর সময়ে মুরশিদাবাদে বাঙ্গালার রাজধানী হয়।

দাক্ষিণাত্য।

আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বিবরণ আরও অস্পষ্ট। রামায়ণসময়ে উহাতে আর্য্যজাতির বসতি প্রায় ছিল না। রামচন্দ্র যে সকল ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষস লইয়া যুদ্ধ করেন অনেকের মতে তাহারাই ঐ দেশের আদিম নিবাসী। মহাভারতসময়েও বহুল পরিমাণে উহাতে আর্য্যজাতির বসতি হয় নাই, সুতরাং উহাদের আদিম বিবরণ পাওয়া দুর্ঘট; এই জন্য মুসলমানদিগের আক্রমণের পূর্ব্বে ঐ দেশে যে কয়েকটী প্রধান রাজ্য ছিল, তাহাদেরই সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র লিখিত হইতেছে।

(১) পাণ্ড্য ও চোলরাজ্য—এই দুই দেশ দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বদক্ষিণভাগে দ্রাবিড় দেশের মধ্যে অবস্থিত। এই দুই রাজ্য কখন একীভূত কখন বা পৃথক্ হইত। পাণ্ড্যের মথুরা এবং চোলের কাঞ্চী রাজধানী ছিল। চোলের নাম এক্ষণে তাঞ্জোর হইয়াছে। (২) চেররাজ্য—পাণ্ড্যের পশ্চিম কোইম্বাটুর, ত্রিবাঙ্কোড় ও মলবারের কিয়দংশ লইয়া সঙ্ঘটিত ছিল। (৩) কেরল রাজ্য—মলবার ও কানাড়া দেশকেই কহিত। প্রসিদ্ধি

আছে, পরশুরাম আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া এই দেশে বাস করান। (৪) কর্ণাট—১৩১১ অব্দে এই দেশ মুসলমানেরা অধিকৃত করেন। (৫) কলিঙ্গ—তৈলঙ্গের পূর্ব্বভাগকে কলিঙ্গ কহিত। চালুক্যবংশীয়রাজপুতেরা ইহাতে আধিপত্য করিতেন। (৬) অন্ধ্র—তৈলঙ্গেরই কিয়দ্ভাগ অন্ধ্র নামে খ্যাত ছিল; বরঙ্গুল নগর ইহার রাজধানী ছিল, গণপতিবংশীয় রাজারা ইহাতে রাজত্ব করিতেন। (৭) মহারাষ্ট্র—বোম্বের সন্নিহিত কল্যাণ ও দেবগিরি নগর ইহার রাজধানী; ইহাও চালুক্যবংশীয় রাজপুতদিগের অধিকৃত ছিল। (৮) উড়িষ্যা- ইহাতে প্রথমতঃ গঙ্গাবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন; তাঁহাদের অধিকারকালেই ১১২৭ খ্রীঃ অব্দে জগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। তৎপরে রাজপুত-বংশীয় রাজারা ঐ দেশ অধিকার করেন; প্রসিদ্ধ মুকুন্দদেব উহাঁদেরই বংশধর ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মুসলমানদিগের রাজত্ব।

খ্রীষ্টীয় ৫৬৯ অব্দে আরব দেশের মক্কানগরে মুসলমানধর্ম্মের সংস্থাপয়িতা মহম্মদের জন্ম হয়। মহম্মদ, আপনার ত্রিকালজ্ঞতা খ্যাপন করিয়া, তৎকাল-প্রচলিত ধর্ম্মসকল ভ্রমসঙ্কুল—অতএব

তাহা ত্যাগ করিয়া অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য, এই মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে, দেশীয় লোকেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত উপদ্রব করে। সুতরাং মহম্মদকে মক্কা হইতে মদিনায় পলাইয়া যাইতে হয়—কিন্তু তথাকার লোকেরা তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাঁহাকে রাজা করে, এবং তাঁহার মক্কা হইতে মদিনা পলায়নের দিন অবধি হিজিরা নামক শকের গণনা করে। মহম্মদ তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থের নাম 'কোরাণ' রাখিলেন এবং ধর্ম্মাবলম্বীদিগের 'মসলমান' অর্থাৎ ধার্ম্মিক এবং তদিতর লোকদিগের 'কাফের' অর্থাৎ বিধর্ম্মী এই নাম দিলেন।

বলপ্রয়োগ করিয়া কাফেরদিগকে মুসলমানধর্ম্মে আনিতে পারিলে পরকালে স্বর্গসুখলাভ হয়, কোরাণের এই মত অবলম্বন করিয়া পরাক্রান্ত মুসলমানেরা চারিদিকে সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল, এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই নানাদেশ জয় করিয়া মনোরথ সিদ্ধ করিতে লাগিল। পরে খলিফা নামক মহম্মদের উত্তরাধিকারীরা ভারতবর্ষেও কয়েকবার সামান্যরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে বোগদাদ নগরীস্থ খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে খৃঃ ৭০৫ হইতে ৭১৫ অব্দ মধ্যে সিন্ধুদেশের অন্তর্গত দেবল নামক স্থানে এক আরবীয় জাহাজ লুণ্ঠিত হয়, এই সূত্রে মুসলমানদিগের সহিত তদ্দেশীয় রাজা ধীর বা দাহরের যুদ্ধারম্ভ হইল। মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ কাসিম সৈন্যসহ সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়া জয় করিলেন। দাহর সমরে হত হইলেন। কাসিম সিন্ধুদেশ জয় করিয়া অন্যান্য প্রদেশও আক্রমণ করিলেন কিন্তু চিতোরের রাজা বাপ্পারাও কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলেন। অনন্তর কাসিম স্বীয় প্রভুকর্ত্তৃক হত হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত

আর কোন মুসলমান এদেশ আক্রমণ করেন নাই। বিজিত সিন্ধু ও তৎসন্নিহিত প্রদেশসকল কিছুকাল মুসলমানদিগের অধিকৃত ছিল ; তৎপরে হিন্দুরা তাহা অধিকার করিয়া লয়েন।

মহম্মদ গজনবী।

খলিফারা পরাক্রমে হীনবল হইলে পারস্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সামানি রাজ্যের অন্তর্গত খোরাসানের অধিপতি আলেপ্তাজীন খৃঃ ৯৬২ অব্দে সিন্ধুনদের পশ্চিম গজনীনগরে রাজধানী স্থাপন করেন। তাহার জামাতা সবক্তাজীন লাহোরাধিপতি জয়-পালের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহাঁরই পুত্র সুলতান মহম্মদ অতিশয় পরাক্রান্ত এবং 'মহম্মদ গজনবী' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি অনেকবার ভারত-বর্ষ আক্রমণ করেন। তন্মধ্যে ১২ বার বিখ্যাত।

১ম বারে খৃঃ ১০০১ অব্দে লাহোররাজ জয়পালের সহ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জয়পাল অত্যন্ত অবমানিত হইয়া অগ্নিকুণ্ডে দেহপাত করেন ;—তৎপুত্র অনঙ্গপাল কখন মহম্মদের বশ্যতা, কখন বা বিপক্ষতা করিয়াছিলেন। ২য় বারে (১০০৭) মুল-তানের অন্তর্গত ভাতিয়া রাজ্য আক্রান্ত হয়।—৩য় বারে ভাতিয়ারাজ বাজীরাওয়ের সাহায্যকারী এক পাঠানের দণ্ড-বিধানার্থ মুলতান দেশকে অবরুদ্ধ এবং পথিমধ্যে পেসোয়ারে অনঙ্গপালকে পরাজিত করা হয়।—৪র্থ বারে (১০০৮।৯) উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কলিঞ্জর, কান্যকুব্জ, দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি রাজগণের সহযোগে অনঙ্গপাল উপচিতবল হইলেও মহম্মদ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন, এবং নগরকূটের মন্দির

লুণ্ঠনদ্বারা বিস্তর ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করেন।—৫ম বারে (১০১০) মূলতান আক্রমণ ও তদধ্যক্ষ আবুলফতে লোদীকে বন্দী করেন। —৬ষ্ঠ বারে (১০১৪) থানেশ্বরের মন্দির লুণ্ঠনদ্বারা বিস্তর ধন লাভ করেন, অনেক দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করেন, এবং প্রায় ২ লক্ষ হিন্দুকে বন্দী করিয়া গজনীতে প্রেরণ করেন।—৭ম বারে (১০১৫) কাশ্মীরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করা হয়।—৮ম বারে (১০১৮। ১৯) ১ লক্ষ অশ্ব ও ২০ সহস্র পদাতি সহ মথুরা লুণ্ঠন ও কান্যকুব্জ আক্রমণ করা হয়, এবং মহম্মদের নিকট কান্য-কুব্জরাজ অধীনতা স্বীকার করেন।—৯ম বারে (১০২২) মহম্মদের অধীনতা স্বীকার জন্য কান্যকুব্জরাজের প্রতি কলিঞ্জরের রাজা কুপিত হইয়া অনঙ্গপালের পুত্র ২য় জয়পালের সহিত যোগ দিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন; এইজন্য মহম্মদ কলিঞ্জর আক্রমণ করেন, এবং লাহোর প্রদেশকে গজনিরাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রা-জ্যের সূত্রপাত করেন।—১০ম বারে (১০২৩) পুনর্ব্বার কাশ্মীরে প্রবেশার্থ বিফল চেষ্টা করা হয়।—১১শ বারে (১০২৪) গোয়ালিয়র ও কলিঞ্জর রাজ্যকে বশে স্থাপন করিয়া বিস্তর ধন-সম্পত্তি এবং কলিঞ্জর হইতে বহুসংখ্যক হস্তী লাভ করা হয়।—১২শ বারে (১০২৬। ২৭) মহম্মদ গুজরাটের অন্তর্গত সুবিখ্যাত সোমনাথদেবের মন্দির আক্রমণ করেন; ঐ দেশের লোক দিগের ও নানাস্থান হইতে মন্দির রক্ষার্থ আগত রাজপুতসেনা-দিগের সহিত ৩ দিন যুদ্ধ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন; সোমনাথের বিগ্রহ খণ্ড খণ্ড করিয়া মক্কা মদিনা গজনী প্রভৃতি দেশে প্রেরণ করেন, এবং মণি মুক্তা প্রবাল স্বর্ণ রজত প্রভৃতি

রাশি রাশি ধন লাভ করিয়া পথিমধ্যে নানাবিধ ক্লেশ ভোগের পর স্বদেশে প্রতিগমন করেন।

মহম্মদ ঘোরী।

১০৩০ খৃঃ অব্দে মহম্মদ গজনবীর মৃত্যু হয়। ইহার কিছু-কাল পর হইতে হিন্দুরা প্রবল হইয়া মুসলমানদিগকে এদেশ হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন, কেবল লাহোররাজ্য বহুকাল পর্য্যন্ত গজনীর অধীন ছিল। গজনীর রাজারা প্রায় ১৫০ বৎসর রাজ্য করিয়া ক্রমে হীনবল হইলে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের সন্নিহিত ঘোর নামক প্রদেশের অধিপতিরা ঐ রাজ্য অধিকার করেন।

ঐ বংশীয় রাজা গয়েস্‌উদ্দীনের ভ্রাতা সবাবউদ্দীন বা মহম্মদ ঘোরী ১১৭৩ অব্দে জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে গজনীর অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অনেকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময়ে এই দেশ প্রকৃতরূপে মুসলমানদিগের অধিকৃত হইতে আরম্ভ হয়।

মহম্মদ ঘোরী সর্ব্বপ্রথমে লাহোর আক্রমণ করিয়া ঐ দেশের তাৎকালিক রাজা গজনীরাজবংশীয় খসরুকে কারাবদ্ধ করেন। এই সময়ে দিল্লী, আজমীর ও কনোজের পরস্পর নিকটসম্পৃক্ত রাজারা উত্তরাধিকার লইয়া যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিলেন; মহম্মদ এই সুবিধার সময়ে দিল্লী আক্রমণ করিলেও ১১৯১ অব্দের যুদ্ধে দিল্লী-রাজ পৃথীরায় কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন, কিন্তু ১১৯৩ অব্দের যুদ্ধে জয়ী হইয়া পৃথ্বীরায়কে বন্দীকৃত ও নিহত করেন, এবং আজ-মীর ও দিল্লী অধিকৃত করিয়া নিজ রাজত্ব বদ্ধমূল করেন। ইহার পরবৎসর কনোজ ও বারাণসী জয় করিয়া ৪০০০ উষ্ট্রের বাহ্য ধন

সম্পত্তি লইয়া গজনীতে প্রস্থান করেন। কনোজের রাঠোর নামক রাজপুতেরা এই সময়ে (১১৯৪) যোধপুরে আসিয়া যে রাজ্য স্থাপন করেন, উহা অদ্যাপি তাঁহাদের অধিকৃত আছে।

মহম্মদ ঘোরী স্বদেশগমন সময়ে আপন সেনাপতি কুতব-উদ্দীনের উপর এদেশের কর্তৃত্ব রাখিয়াছিলেন। কুতব দিল্লীতে অবস্থিতি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে গোয়ালিয়র, গুজরাট, অযোধ্যা ও বিহার প্রদেশ জয় করিলেন, এবং তাঁহার সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজী ১২০৩ খৃঃ অব্দে ১৭ জন মাত্র সৈনিক সহ ছলপূর্ব্বক বাঙ্গালাদেশের রাজধানী নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করেন, এবং অশীতি বর্ষ বয়স্ক রাজা লক্ষ্মণ্য সেন, মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণের পরামর্শে কোন বাধা না দিয়া পলায়নপর হইলে, অনায়াসে ঐ স্থান অধিকার করিয়া লয়েন। এই লক্ষ্মণ্য সেনেরই পূর্ব্বপুরুষ আদিশূর খৃঃ ১০ম শতাব্দীর শেষে এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে বেদানভিজ্ঞ দেখিয়া কান্যকুব্জ দেশ হইতে শাস্ত্রবিশারদ ১ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, ২ কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ, ৩ ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষ, ৪ সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভ ও ৫ বাৎস্যগোত্রীয় ছান্দড় এই ৫ জন ব্রাহ্মণকে ১ মকরন্দঘোষ, ২ কালিদাস মিত্র, ৩ দশরথ গুহ, ৪ দাশরথি বসু, ও ৫ পুরুষোত্তম দত্ত নামক পাঁচজন কায়স্থ অনুচরের সহিত এদেশে আনাইয়া বাস করান। তাঁহারই অধস্তন ৫ম ভূপতি বল্লালসেন ঐ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

মহম্মদ ঘোরী ৯ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া মালব ও রাজপুতানা ভিন্ন আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমুদয় দেশ উৎসন্ন করিয়াছিলেন। ১২০৫ খৃঃ অব্দে তিনি গজনী প্রতিগমন কালে সিন্ধু-

নদতটে শিবির মধ্যে গোক্ষুর নামক পার্ব্বত্যদিগের কর্ত্তৃক নিহত হয়েন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠানদিগের অধিকার।

মহম্মদের মৃত্যু হইলে কুতবউদ্দীন গজনীর অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে দিল্লীতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, সুতরাং তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান সম্রাট। তাঁহার রাজত্ব কাল হইতে এব্রাহিম সেকন্দরের অধিকার পর্য্যন্ত সময়কে পাঠানদিগের অধিকারকাল বলা যায়। পাঠান রাজাদিগের নাম ও রাজ্যপ্রাপ্তির খৃষ্টাব্দ নিম্নে লিখিত হইল।

১ কুতবউদ্দীন ১২০৬।
২ আরাম সা ১২১০।
৩ আল্তমাস ১২১০।
৪ রুকনউদ্দীন ১২৩৫।
৫ সুলতান রেজিয়া ১২৩৬।
৬ বহরম সা ১২৩৯।
৭ মসুদ সা ১২৪১।
৮ নাজীরউদ্দীন ১২৪৬।
৯ বুলবন ১২৬৫।
১০ কৈকোবাদ ১২৮৯।
১১ জেলালউদ্দীন ১২৯০।
১২ রুকনউদ্দীন ১২৯০।
১৩ আলাউদ্দীন ১২৯৫।
১৪ সাহেবউদ্দীন ১৩১৫।

১৫ কুতব ১৩১৬।
১৬ নাজীরউদ্দীন খসরু ১৩২০।

---

১৭ গয়স উদ্দীন ১৩২০।
১৮ মহম্মদ বিন ১৩২৫।
১৯ ফেরাজসা ৩য়, ১৩৫১।
২০ গয়সউদ্দীন তোগলক ১৩৮৮
২১ আবুবোকর ১৩৮৯।
২২ নাজীরউদ্দীন মহম্মদ ১৩৮৯
২৩ সেকেন্দর সা ১৩৯২।
২৪ মহম্মদ সা ১৩৯২।
২৫ নসরত সা ১৩৯৫।
২৬ দৌলত খাঁ লোদী ১৪১২।
২৭ খিজার খাঁ ১৪১৪।
২৮ মুয়জউদ্দীন ১৪২১।
২৯ ফেরিদ সা ১৪৩৩।
৩০ আলম সা ১৪৪৩।

---

৩১ বিলোলিলোদী ১৪৫০।
৩২ সেকন্দরলোদী ১৪৮৮।
৩৩ এব্রাহিম ১৫১৭।

দাস রাজগণ।

কুতবউদ্দীন প্রথমাবস্থায় দাস ছিলেন, এজন্য তাঁহা হইতে তৎসম্পৃক্ত কৈকোবাদ পর্য্যন্ত ১০ জন দাস রাজা বলিয়া অভিহিত। ইহাঁরা ১২০৬ হইতে ১২৮৯ অব্দ পর্য্যন্ত ৮১ বৎসর রাজত্ব করেন। কুতবের সময়ে নাজীরউদ্দীন মূলতান ও সিন্ধুদেশের এবং বক্তিয়ারখিলিজি বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আল্‌তমাস নামক কুতবের এক দাস ক্রমে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া জামাতা হইয়াছিলেন। কুতবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র আরাম সিংহাসনারূঢ় হইলে গয়স্‌উদ্দীন আল্‌তমাস সত্বরেই তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হয়েন। ইহাঁর সময়েই তাতারদেশে সুপ্রসিদ্ধ জঙ্গীস খাঁ প্রাদুর্ভূত হয়েন। জঙ্গীস্ আসিয়ার অনেক দেশকে একবারে উৎসন্ন করেন। ইহাঁ হইতেই মোগলদিগের উন্নতির সূত্রপাত। আল্‌তমাসের

ভাগ্যবলে ভারতবর্ষকে জঙ্গীসের উপদ্রব সহ্য করিতে হয় নাই। আল্‌তমাস মালবদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, এবং রাজপুতানা ভিন্ন আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমুদয় প্রদেশেই দিল্লীর প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

আল্‌তমাসের মৃত্যুর পর প্রথমে তৎপুত্র রুকন্‌উদ্দীন্, (ফেরোজ সা ১ম) পরে তৎকন্যা রেজিয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। এক জন ক্রীতদাসের প্রতি রেজিয়ার অতিশয় কৃপাদর্শনে প্রধান লোকেরা সন্দিহান হইয়া ৩ বৎসর পরে তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। রেজিয়া ভিন্ন ভারতবর্ষের মুসলমান-সিংহাসনে আর কোন স্ত্রীলোক কখন আরোহণ করেন নাই। রেজিয়ার পর তদ্‌ভ্রাতা বহরম, অনন্তর রুকনের পুত্র মসুদ, ও পরে আল্‌তমাসের ২য় পুত্র নাজীরউদ্দীন, রাজত্ব করেন। ইহাঁদের রাজত্ব কালে মোগলেরা কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। নাজির ২০ বৎসর রাজ্য করিয়া মৃত হইলে তাহার পরাক্রান্ত উজীর (পূর্ব্বোক্ত আল্‌তমাসের জামাতা) গয়স্‌উদ্দীন্ বুলবন্ সিংহাসনলাভ করিয়া অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময়ে বাঙ্গালার নবাব তোগ্‌রাল বিদ্রোহী হইলে, বুলবন্ স্বয়ং আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিহত করিয়া আপন পুত্র বখরখাঁকে তৎপদে নিযুক্ত করিয়া গেলেন। প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে বুলবনের মৃত্যু হইলে বখরের পুত্র কৈকোবাদ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত ব্যসনাসক্ত ও অত্যন্ত ভগ্নশরীর হইলেন। পরে, তাঁহার দুষ্ট মন্ত্রীই তাঁহার সকল কুক্রিয়াসক্তির মূল, ইহা জানিয়া তাঁহাকে নিহত করিলেন, কিন্তু স্বয়ং রাজ্যরক্ষা করিতে পারিলেন না—অমাত্যগণের মধ্যে পরাক্রান্ত খিলিজিবংশীয়েরা

তাঁহাকে নিহত করিয়া জেলালউদ্দীনকে সিংহাসন প্রদান করিলেন।

খিলিজি রাজগণ।

জেলালউদ্দীন হইতে নাজীরউদ্দীন খসরু পর্য্যন্ত ৮ জন সম্রাট্, খিলিজীবংশীয় বলিয়া খ্যাত। তন্মধ্যে ৩ জনের রাজ্যকাল এত অল্প যে, তাঁহাদিগকে না ধরিলেও চলে। খিলিজিরা ১২৯০ হইতে ১৩২০ অব্দ পর্য্যন্ত ৩১ বৎসর সাম্রাজ্য করেন। ইহাঁরাও পাঠানজাতীয়। জেলালউদ্দীন, সম্রাট্ হওয়ার ৫ বৎসর পরে, স্বকীয় প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্র আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। জেলাল কয়েক বৎসর অত্যন্ত দযার সহিত রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময়েও মোগলেরা একবার এদেশ আক্রমণ করেন। আলাউদ্দীন করার শাসনকর্ত্তৃত্বে ও বুন্দেলখণ্ডের বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত ছিলেন। তথা হইতে পিতৃব্যের অজ্ঞাতসারে ১২৯৪ অব্দে মহারাষ্ট্রদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক তথাকার রাজধানী দেবগিরি (দৌলতাবাদ) অধিকার করিয়া বিস্তর ধনসম্পত্তি লইয়া করায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। জেলাল, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে পুলকিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে উপযুক্ত ভাইপো তাঁহাকে নষ্ট করিয়া সিংহাসন লাভ করিলেন।

আলাউদ্দীন ২০ বৎসরেরও অধিককাল রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যমধ্যে শান্তি ও সৌভাগ্য বিরাজ করিয়াছিল। তিনি গুর্জ্জরদেশ (গুজরাট) ও রাজপুতানার অন্তর্গত চিতোর-নগর অধিকৃত করেন। ঐ সময়ে মোগলেরা বারংবার এদেশ

আক্রমণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কাফুর নামে আলার একজন দাস সেনাপতি ছিলেন, তাঁহারই বাহুবলে আলা, তৈলঙ্গ, কর্ণাট, মলবার, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের অনেক দেশ জয় করেন। ঐ সকল জয়ে কৃতকার্য্য হওয়ায় তাঁহার মনে এরূপ গর্ব্ব জন্মিয়াছিল যে, তিনি কখন আপনাকে 'পাইগাম্বর' বলিয়া প্রচার করিতেন, কখন বা দ্বিতীয় 'আলেক্‌জাণ্ডার' এই উপাধিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন। ১৩১৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। অনন্তর কাফুর কিয়ৎকাল নানাবিধ কর্ত্তৃত্ব ও নিষ্ঠুরত্ব করিয়া হত হইলে আলার ৩য় পুত্র মোবারক (কুতব) সিংহাসনে আরোহিত হইলেন।

মোবারক অতি অযোগ্য রাজা ছিলেন। খসরু নামক তাঁহার অমাত্য তাঁহাকে নিহত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হয়েন, কিন্তু তাঁহাকেও পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা গয়স্‌উদ্দীন তোগলক ১৩২০ অব্দে বিনষ্ট করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

তোগলক্ রাজগণ।

গয়স্‌উদ্দীন হইতে দৌলতখাঁ পর্য্যন্ত ১০ জন তোগলকবংশীয় রাজা ১৩২০ হইতে ১৪১২ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৯৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁদেরও মধ্যে ২। ৩ জন নামে মাত্র রাজত্ব করেন। গয়স্‌উদ্দীন সুবিচারপূর্ব্বক ৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ ৪র্থ বৎসরে তাঁহার পুত্র জুনা খাঁ বিদর ও বরঙ্গল নগরের বিশৃঙ্খলা নিবারিত করিয়া আইসেন; সম্রাট্ স্বয়ং বাঙ্গালায় আসিয়া বখরখাঁকে পূর্ব্বমত নবাবী পদে স্থায়ী রাখেন

এবং দিল্লীগমনের সময়ে ত্রিহুত জয় করিয়া যান, কিন্তু তথায় পৌছিয়াই পুত্র-নির্ম্মাপিত কাষ্ঠমণ্ডপ মস্তকে পতিত হওয়ায় প্রাণত্যাগ করেন।

গয়স্‌উদ্দীনের পর তৎপুত্র জুনা খাঁ 'মহম্মদবিন্' নামগ্রহণপূর্ব্বক ১৩২৫ অব্দে রাজ্যগ্রহণ করিয়া ১৩৫১ অব্দ পর্য্যন্ত ২৭ বৎসর সাম্রাজ্য করেন। এই বাদসাহ পাণ্ডিত্য, দাতৃত্ব, রণনৈপুণ্য প্রভৃতি বিবিধ গুণে ভূষিত হইয়াও দুরাকাঙ্ক্ষা, অবিবেকিতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি নানা গুরুতর দোষেরও আকর হওয়ায় প্রজাদিগের নিকটে অতিশয় হেয় হইয়াছিলেন। পারস্য জয় করিবেন! ও চীনদেশ লুণ্ঠন করিবেন! এই দুরাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হওয়ায় তৎসম্পাদনার্থ তিনি রাজ্যের বিস্তর ধন ও অসঙ্খ্য সেনা বৃথা নষ্ট করেন; শূন্য ধনাগার পূরণার্থ নোটের মত তাম্রখণ্ড প্রচালনের নিরর্থক চেষ্টা পান এবং ধনের জন্যই ভূমির উপর অসঙ্গত করবৃদ্ধি করেন। এই সকল উপদ্রবের জন্য দেশে দুর্ভিক্ষ ও নানা কষ্ট উপস্থিত হয়—সুতরাং নানাস্থানে রাজবিদ্রোহ হইতে থাকে। মালব ও পঞ্জাবের বিদ্রোহ নিবারিত হইল, কিন্তু ১৩৪০ অব্দে বাঙ্গালার সুবর্ণগ্রামস্থ নবাব ফকীরউদ্দীন সম্রাটকে হীনবল দেখিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ইতিপূর্ব্বে সম্রাট্ আলাউদ্দীনের সময় হইতে বাঙ্গালায় গৌড় ও সুবর্ণগ্রাম এই দুই স্থানে দুই জন নবাব থাকিতেন। ফকীরউদ্দীনের সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশ দিল্লী হইতে স্বাধীন হইয়া এক নবাবের অধীন ছিল। এই সময়েই দাক্ষিণাত্যে তৈলঙ্গ ও কর্ণাট দেশ স্বাধীনতাবলম্বন করিয়াছিল এবং কর্ণাটের রাজারা বিজয়নগরে

রাজধানী স্থাপন করিয়া তৎপরেও প্রায় ২০০ বৎসর স্বতন্ত্র ছিলেন। যখন এই সকল ব্যাপার ঘটে, তখন সম্রাট্ মহম্মদ, মহারাষ্ট্রান্তর্গত দেবগিরি নগর দর্শনে প্রীত হইয়া তাহার নাম দৌলতাবাদ রাখিয়া, তথায় রাজধানী স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। দিল্লীবাসীদিগকে প্রাণদণ্ডভয়ে সপরিবারে তথায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য যে কি কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে!

এই সময়েই বিজয়নগরের উত্তর ও নর্ম্মদার দক্ষিণ দাক্ষিণাত্যের অবশিষ্টভাগে বামনি নামক এক নূতন মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ রাজ্যের প্রথম রাজার নাম হাসন। তিনি কোন ব্রাহ্মণের নিকটে উপকৃত ছিলেন, এজন্য আপন বংশের নাম (ব্রাহ্মণী) বামণী বংশ রাখিয়াছিলেন। এই হাসন্ যখন বিদ্রোহী হইয়া দৌলতাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন গুজরাটেও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। মহম্মদ ঐ সকল দমনের জন্য দাক্ষিণাত্যে গিয়া ১৩৫১ অব্দে পরলোক গমন করিলেন।

মহম্মদের পর তদ্ভ্রাতৃপুত্র ফিরোজসা (৩য়) সম্রাট্ হয়েন। ইনি হীনবলতাবশতঃ বাঙ্গালা ও দাক্ষিণাত্যকে দিল্লীর অনধীন বলিয়া স্বীকার করেন। ইহার সময়ে সেতু, পান্থাবাস, মসজিদ্, চিকিৎসালয় প্রভৃতি সাধারণহিতকর অনেক কার্য্য হইয়াছিল, তন্মধ্যে যমুনা হইতে ঘর্ঘরা (গাগরা) নদী পর্য্যন্ত খালটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; উহাদ্বারা অদ্যাপি কৃষিকার্য্যের অনেক উপকার হইতেছে। ১৩৮৮ অব্দে ফিরোজ পরলোক গমন করিলে ৫ বৎসর মধ্যে তদ্বংশীয় ৫ জন সম্রাট্ হয়েন। শেষ সম্রাটের নামও মহম্মদ। ইহাঁর সময়ে গুজরাট, মালব

খান্দেস ও জৌনপুর এই ৪টী প্রদেশ স্বাধীন হয় এবং ইহাঁরই সময়ে ১৩৯৮ অব্দে তাতারদেশীয় প্রসিদ্ধ তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

তৈমুরলঙ্গ দলবলের সহিত দেশলুণ্ঠন ও নরহত্যা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া দিল্লীর সমীপস্থ হইলে মহম্মদ তোগলক গুজরাটে পলায়ন করিলেন, সুতরাং তৈমুর দিল্লীতে প্রবেশ-পূর্ব্বক প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া - ঘর জ্বালাইয়া—অসঙ্খ্য লোককে করবালমুখে নিক্ষেপ করিয়া এবং অসঙ্খ্য স্ত্রীপুরুষকে বন্দীভাবে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে মিরটে গমন করিলেন এবং সেখানেও ঐ দুষ্ট প্রবৃত্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়া হরিদ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন। তাহার গমনের পর মহম্মদ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া ১৪১২ খ্রীঃ অব্দে দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার সময়েই ১৩৯৫ অব্দে নসরৎসা কিয়ৎকালের জন্য ফিরোজাবাদে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মহম্মদের পর ১৪মাস-কাল দৌলতখাঁ দিল্লীতে রাজত্ব করেন, তৎপরে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা সৈয়দখিজির খাঁ তাঁহাকে পদচ্যুত করেন।

সৈয়দ বংশীয় রাজগণ।

খিজিরখাঁ, মবারিক (মুয়জউদ্দীন), মহম্মদ (ফরিদ্সা) ও আলাউদ্দীন (আলম সা) সৈয়দবংশীয় (ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদের বংশজাত) এই চারিজন সম্রাট্ ১৪১৪ হইতে ১৪৪৯ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসর রাজ্য করেন। ইহাঁদের সময়ে দিল্লীর প্রতাপ কিছুই ছিল না। শেষ রাজা আলাউদ্দীন, পঞ্জাবপতি বিলোলি লোদির হস্তে রাজ্য দিয়া বদাঊন নগরে প্রস্থান করেন।

লোদিবংশ।

বিলোলি, সেকন্দর ও ইব্রাহিম, লোদিবংশীয় এই ৩ জন সম্রাট্ ১৪৫০ হইতে ১৫২৬ অব্দ পর্য্যন্ত ৭৭ বৎসর সাম্রাজ্য করেন। বিলোদি লোদি রাজ্যের সীমা অনেক দূর বিস্তৃত করিয়া পরাক্রম ও নম্রতা সহকারে ৩৯ বৎসর রাজ্য করিয়া মৃত হইলে, তাঁহার পুত্র সেকন্দর লোদি সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। ইনিও অন্যান্য বিষয়ে মন্দ লোক ছিলেন না, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহাঁর সময়েও দিল্লীর অধিকার অনেক বিস্তৃত হয়। ১৫১৭ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হইলে, পুত্র ইব্রাহিম লোদি রাজ্যলাভ করেন। ইনি অতিগর্ব্ববশতঃ সকল লোককেই নিতান্ত অবজ্ঞা করিতেন—তজ্জন্য অনেক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তিনিও তাহার নিবারণ করেন। পরিশেষে পঞ্জাবাধ্যক্ষ দৌলতখাঁ লোদি স্থলতান বাবরকে আহ্বান করেন। বাবর ১৫২৬ অব্দে ইহাঁকে যুদ্ধে নিহত করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন। ইব্রাহিম হইতে পাঠান বংশীয় রাজাদিগের লোপ হয়। বাবর যদিও প্রকৃতরূপে তাতারজাতীয় ছিলেন না, এবং তাতারীয়েরাই মোগল, তথাপি তিনি এবং তাঁহার বংশীয়েরা মোগল বলিয়াই খ্যাত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—•—

মোগলদিগের অধিকার।

বাবর।—১৫২৬—৩০।

সুলতান বাবর পিতৃক্রমে তৈমুর খাঁর ও মাতৃক্রমে জঙ্গীস্‌-খাঁর বংশজাত। ইনি অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া ফর্গনা (কোকন) ও সমরকন্দ এই দুই রাজ্য লইয়া জ্ঞাতিবর্গের সহিত বার বার যুদ্ধ করেন; পরে অনেক কষ্টের পর তথা হইতে আসিয়া ১৫০৪ খৃঃ অব্দে কাবুলে রাজ্যস্থাপন করেন। যৎ-কালে দৌলতখাঁ ভারতবর্ষের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করেন, তখন তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর।

বাবর ভারতবর্ষে আসিয়া ১২ সহস্রমাত্র সেনা লইয়া ইব্রা-হিমের লক্ষ যোদ্ধা এবং ১০ হাজার হস্তীর সহিত পানীপথ নগরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে, ইনিই ভারতবর্ষে কামান বন্দুকের ব্যবহার প্রথম প্রচারিত করেন। পানীপথ যুদ্ধের পর দিল্লী ও আগরা এই দুই স্থান বাবরের বশীভূত হইয়াছিল। তদতিরিক্ত যে সকল স্থান, তাহা বহু-কষ্টে—এমন কি, গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ স্বদেশগমনোগ্যত নিজ সেনাদিগের সহিত বিবাদ করিয়া এবং যুবরাজ হুমায়ুনের সাহায্য লইয়া,—বশীকৃত করিতে হইয়াছিল। এইরূপে মুসল-মানেরা বশীভূত হইলে মেওয়ারের প্রতি পরাক্রান্ত রাজপুত রাজা সঙ্গের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হয়। আগরার

দক্ষিণ শিক্‌রীতে দ্বিতীয়বার যুদ্ধে বাবর জয়ী হইলেন, এবং সঙ্গ পরাজিত হইয়া বহুকষ্টে পলায়ন করিলেন। এই যুদ্ধের পর বাবর ৬ মাস কাল বিশৃঙ্খল রাজ্যসকলের শৃঙ্খলা করিয়া অযোধ্যাজয়ের নিমিত্ত সৈন্য পাঠাইলেন; এবং স্বয়ং বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চান্দরী নগরে গমন করিয়া সঙ্গরাণার মিত্র তত্রত্য রাজা মেদিনীকে পরাস্ত করিলেন। ইহার পরে তিনি অযোধ্যা হইতে বিদ্রোহীদিগকে বাঙ্গালায় তাড়াইয়া দেন, বিহার দেশ সম্যক্ আত্মসাৎ করেন, লোদিবংশীয় মহম্মদ বিহার আক্রমণ করিলে তাঁহাকে দূরীকৃত করেন, বাঙ্গালার নবাব নসরৎ সার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন ও সন্ধি করিয়া নিষ্কৃতি দেন এবং লক্ষ্ণৌ আক্রমণকারী পাঠানদিগকে অপসারিত করেন। এই সকল ব্যাপারের পর বাবর ও তৎপুত্র হুমায়ুন দুই জনেরই এককালে ভয়ঙ্কর পীড়া হয়। হুমায়ুন অতি কষ্টে আরোগ্যলাভ করিলেন, কিন্তু বাবর ১৫৩০ খৃঃ অব্দে ৫০ বৎসর বয়সে ৪ বৎসর মাত্র ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য করিয়া পরলোক গত হইলেন।

বাবরসা ভারতবর্ষের একজন উৎকৃষ্ট সম্রাট্ ছিলেন।—তিনি তৈমুরলঙ্গ ও জঙ্গীস্‌খাঁর ন্যায় পরাক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু তত নিষ্ঠুর ছিলেন না। তিনি প্রফুল্লচিত্ত, সদয়, সুকবি, বিলাসশূন্য ও কষ্টসহ রাজা ছিলেন—দোষের মধ্যে অতিশয় সুরাপান করিতেন।

হুমায়ুন।

১৫৩০—৫৬। *

বাবরের পর হুমায়ুন সিংহাসন পাইলেন। তাঁহার এক ভ্রাতা কামরান কাবুলে স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে লাগিলেন; অপর দুই ভ্রাতা হিণ্ডাল ও আস্করি ভারতবর্ষের দুইটী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন। রাজ্যপ্রাপ্তির পরই হুমায়ুনকে, পাঠানবংশীয় গুর্জ্জরাধিপতি বাহাদুর সার সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বাহাদুর তৎকালে অত্যন্ত প্রবল এবং তুরস্ক ও পোর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে গুলিগোলা ব্যবহারের অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। সেই গর্ব্বে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হুমায়ুনের অনিষ্টসাধনে রত হইলে, হুমায়ুন গুজরাটে গমনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন। বাহাদুর সা অবরুদ্ধ নগর হইতে পলায়ন করিলে তাঁহার সেনারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এই সময়ে বাদসাহ গুজরাটের সমপ্রদেশ সকল ও চম্পানীরের গিরিদুর্গ আয়ত্ত করিলেন। ইহার অনতিবিলম্বেই সেরখাঁর বিদ্রোহবার্ত্তা উপস্থিত হইলে, হুমায়ুন তাৎকালিক রাজধানী আগরায় যেমন যাত্রা করিলেন, অমনি বাহাদুর নিজরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া লইলেন।

সের খাঁ পাঠানজাতীয় এক আমীরের পুত্র; বিহারদেশ ইহাঁর জন্মভূমি এবং সাসিরাম ইহাঁর পিতার জায়গীর ছিল। সের, বাবরের সময় হইতে আপন ভাগ্যোন্নতির প্রয়াস পাইতেছিলেন, পরে নানা ঘটনার পর বিহারের অধিপতি হইয়া যখন

* এই সময়ের মধ্যে ১৫৪০ হইতে ১৫৫৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজ্যচ্যুত থাকেন।

বাঙ্গালাদেশ পরাজয় করিবার মানসে গৌড়নগরের দিকে যাত্রা করেন, তৎকালে হুমায়ুন তাঁহার প্রতিকূলে উপস্থিত হইলেন। সের চতুরতা করিয়া বারাণসীর সন্নিহিত (চুনার) চণ্ডালগড়ের দুর্গে বহুল সেনা প্রেরণ করিলে, হুমায়ুন যেমন সেই দুর্গ জয় করিতে গেলেন, অমনি সের বাঙ্গালা জয় করিয়া লইলেন। অনন্তর আপন পরিবার ও ধনসম্পত্তি সকল প্রতারণাধিকৃত রোটাস্ দুর্গে রাখিয়া বাঙ্গালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, হুমায়ুন আসিয়া গৌড় নগর অধিকার করিলেন। বর্ষাধিক্যবশতঃ অনেক দিন হুমায়ুনকে গৌড়ে বদ্ধ থাকিতে হয়। সের সেই সময়ের মধ্যে বিহার হইতে কনোজ পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগ অধিকার করিয়া লইলেন (১৫৩৮)।

অনন্তর হুমায়ুন আগরা প্রতিগমনমানসে বক্সরে উপস্থিত হইলে, সের রাত্রিযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। হুমায়ুন কোন উপায় করিতে না পারিয়া সন্তরণ দ্বারা গঙ্গা পার হইয়া আগরায় পৌঁহুছিলেন। তাঁহার সৈন্যসামন্ত প্রায় সমুদয় নষ্ট হইল; মহিষীও তখন সেরের হস্তে পতিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোনরূপ অসম্মান হয় নাই। যাহা হউক হুমায়ুন কামরানের সাহায্যে আবার সেনাসংগ্রহ করিয়া কনোজের সন্নিধানে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু দৈবপ্রতিকূলতায় তাহাতেও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন এবং পলায়নপূর্ব্বক কামরানের রাজ্য পঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ভ্রাতা কামরান ঐ দেশ সেরখাঁকে দিয়া তাঁহার সহ সন্ধিবন্ধনপূর্ব্বক কাবুলে গমন করিলেন। সুতরাং হুমায়ুন তথায় থাকিতে না পারিয়া কিয়ৎকাল সিন্ধুদেশে, পরে মাড়োয়ারের রাজা মল্লদেবের সন্নি-

ধানে, অবস্থান করিলেন; অনন্তর বহুক্লেশে সুদুর্গম মরুভূমি পার হইয়া অমরকোটস্থ রাণা প্রসাদের সমীপগত হইলেন। রাণা যথেষ্ট সম্মান করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। ঐ স্থানেই ১৫৪২ অব্দে হুমায়ুনের পুত্র আকবর ভূমিষ্ঠ হয়েন।

হুমায়ুন্‌ রাণা প্রসাদ ও অন্যান্য হিন্দু রাজাদের সহিত মিলিত হইয়া সিন্ধুদেশজয় করিবার উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিধিবিড়ম্বনায় সে উদ্যোগ বিফল হওয়ায় তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক কান্দাহারে যাত্রা করিলেন। ঐ নগরে ভ্রাতা কামরানের অধীনে আস্করি শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হুমায়ুন তাঁহার নিকটে শিশুপুত্রকে রাখিয়া স্বয়ং মক্কা গমন করিবেন, এইরূপ প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে শুনিলেন, আস্করি তাহাকে বন্দী করিবার জন্য সৈন্যসমেত আসিতেছেন। অতএব তিনি অতি ত্বরাবশতঃ মহিষীকে মাত্র সঙ্গে লইয়া পারসীকরাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় রহিলেন (১৫৪৮)। এ দিকে হুমায়ুন যে স্থান হইতে পলায়ন করেন, আস্করি তথায় যাইয়া ভ্রাতাকে দেখিতে না পাইয়া অনাথবৎ পতিত ভ্রাতৃপুত্রকে সস্নেহে গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

সের সাহ—সুরবংশ।

১৫৪০ অব্দে কনোজের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সের 'সেরসাহ' হইয়া ভারতবর্ষের সম্রাট হইলেন এবং দিল্লীসাম্রাজ্য ও পঞ্জাবদেশ অধিকার করিয়া তৎকালোপস্থিত বাঙ্গালার বিদ্রোহ নিবারণপূর্ব্বক হিন্দুরাজাদের জয়সাধনে চেষ্টাবান্‌ হইলেন। প্রথমে মালবদেশ আয়ত্ত করিলেন, পরে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক

রাইসিনের দুর্গ অধিকার করিলেন। অনন্তর মাড়োয়ার আক্রমণ-করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন এবং তৎপরে কলিঞ্জরের দুর্গ অধিকার করিবার সময়ে শত্রুপক্ষীয় জ্বলন্তগোলা নিজের বারুদখানায় পতিত হওয়ায় অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি বহুকালের চেষ্টার ফল ভারতসাম্রাজ্য ৫ বৎসর বৈ ভোগ করিতে পান নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা, অশ্বারোহী ডাকস্থাপন, দস্যুতস্করাদির শাসন, বাঙ্গালা হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত কূপ ও রাজকীয় পান্থাবাস-সমেত সুন্দর রাজপথনির্ম্মাণ প্রভৃতি অনেক হিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্, কার্য্যদক্ষ ও উৎকৃষ্ট সম্রাট্ সচরাচর দেখা যায় না—শত্রুরাজাদিগের সহিত বিশ্বাসবিহীন ব্যবহারই তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক। সাসিরামস্থ সরোবর-মধ্যবর্ত্তী প্রাসাদে তাঁহার শব সমাহিত হইয়াছে।

সেরসার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সেলিম ৯ বৎসর প্রায় নির্ব্বিবাদে রাজ্য করিয়া (১৫৫৩) গতাসু হইলে, সেরের ভ্রাতৃপুত্র মহম্মদ খাঁ সিংহাসনে উঠিলেন। এই ব্যক্তি মূর্খ ও ব্যসনাসক্ত। ইহাঁর অতিব্যয়ে রাজকোষ শূন্য হইলে অমাত্যগণের ভূসম্পত্তিহরণের চেষ্টা ও তন্নিবন্ধন রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং ইব্রাহিম সূর নামক তাঁহারই পরিবারস্থ একজন দিল্লী ও আগরা অধিকার করেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই সেকন্দরনামা আর একজন পঞ্জাব হইতে আসিয়া ইব্রাহিমকে দূর করিয়া দেন। এই সময়ে বাঙ্গালায় বিদ্রোহ ঘটিলে মহম্মদ খাঁর মন্ত্রী হিমু তন্নিবারণার্থ যাত্রা করিলেন; এদিকে হুমায়ুন সা পুনরাগত হইয়া দিল্লী ও আগরা অধিকার করিয়া লইলেন। (১৫৫৫)

হুমায়ুনের পুনরধিকার।

হুমায়ুন কান্দাহারের পথ হইতে পারস্যে পলায়ন করেন, একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যে সিয়া ও সুন্নিনামে দুই প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। ধর্ম্মসংস্থাপক মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার দায়াদ-সম্পর্ক-বিহীন তিনজন, 'খলিফা' অর্থাৎ তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়েন। তৎপরে তাঁহার জামাতা 'আলি' খলিফাপদ লাভ করেন। সুন্নিরা এই ৪ জনকেই খলিফা বলিয়া মান্য করেন, কিন্তু সিয়ারা প্রথমোক্ত ৩ জনকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অবজ্ঞা করেন। সিয়া ও সুন্নিদিগের প্রধানতঃ এই ভেদ। উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি বিলক্ষণ দ্বেষ আছে। হুমায়ুনসা সুন্নি ও পারস্যরাজ তমাস্প সিয়া ছিলেন। তিনি হুমায়ুনকে আপন কোষ্ঠে পাইয়া সিয়া করিবার জন্য নানাবিধ উৎপীড়ন ও অনেক অপমান করেন। সুতরাং হুমায়ুনকে অগত্যা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিয়া সিয়া মত গ্রহণ করিতে হয়। যাহা হউক, তিনি ঐ রাজার সাহায্যে সেনাসংগ্রহ করিয়া প্রথমে কান্দাহার ও পরে কাবুল অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা কামরানের বারংবার বিদ্রোহিতায় ১৫৫৩ অব্দের পূর্ব্বে তথায় দৃঢ় হইতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি, ভ্রাতার চক্ষুরুৎপাটনাদি ক্রূরকার্য্য সাধনের পর (১৫৫৫) পঞ্জাব জয় করেন, এবং সরহিন্দ প্রদেশে সেকন্দর সুরকে পরাভূত করিয়া দিল্লী ও আগরার পুনরধীশ্বর হয়েন। কিন্তু এই সৌভাগ্য তাঁহাকে অধিককাল ভোগ করিতে হয় নাই—ইহার ৬ মাস পরেই তিনি সোপানারোহণকালে পদস্খলনে পতিত হইয়া সেই আঘাতে দেহত্যাগ করেন।

হুমায়ুন সাহসী, রণনিপুণ, বদান্য ও সদাশয় লোক ছিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতাও করিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আকবর সাহ।

১৫৫৬—১৬০৫।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ১৩ বর্ষ বয়স্ক আকবর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পঞ্জাবদেশে রহিলেন। পৈতৃক বিশ্বস্ত মন্ত্রী বহরম তাঁহার অভিভাবক ও প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। এদিকে পূর্ব্বোল্লিখিত মহম্মদ খাঁর মন্ত্রী হিমু বাঙ্গালাদেশ জয় করিয়া আপন প্রভুকে পুনর্ব্বার সম্রাট পদে বসাইবার অভিলাষে যুদ্ধ করিয়া আগরা ও দিল্লী হইতে মোগলদিগকে দূর করিয়া দিলেন এবং আকবরকে দূরীভূত করিবার মানসে লাহোরাভিমখে যাত্রা করিলেন। বালক আকবর, মন্ত্রী বহরমের পরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে পানীপথের সমরে আকবর জয়ী এবং হিমু বন্দীকৃত ও নিহত হইলেন। সুতরাং পাঁঠানবংশীয় মহম্মদ খাঁর রাজত্ব শেষ হইল এবং তিনিও বঙ্গদেশে আসিয়া নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

বহরম অত্যন্ত প্রভুভক্ত ও কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুরতা, মাৎসর্য্য ও সর্ব্বকষ প্রভুতাখ্যাপন প্রভৃতি দ্বারা অমাত্যবর্গের বড়ই বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন। অকারণে কয়েকজন

প্রধান রাজপুরুষের প্রাণবধ করায় আকবরও তাঁহার প্রভুত্বে চটিয়া উঠিলেন এবং কৌশলক্রমে একদা (১৫৬০) তাঁহাকে দূরে পাঠাইয়া নগর মধ্যে এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, 'অদ্যাবধি আমি স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলাম, প্রজাগণকে অন্যের আজ্ঞা আর মানিতে হইবে না'। এই আজ্ঞায় রাজ্যের সমস্ত লোক বড়ই প্রীত হইল। বহরম লোকের নিকট ক্রমশঃ অবজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। তিনি আকবরকে পুনর্ব্বার প্রসন্ন বা হস্তগত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিলেন, এমন কি একবার কুপিত হইয়া সেনাসংগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে আকবরের শরণাপন্ন হইলেন এবং শেষাবস্থায় মক্কাতে অবস্থান করাই স্থির করিলেন। আকবর সম্মানসহকারে বৃত্তিনির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে মক্কা পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে গুজরাটে একজন পাঠান, পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া, তাঁহার প্রাণবিনাশ করিল।

এই সময়ে আকবরের বয়স ১৮ বৎসর। তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই নানা উৎপাতে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে বালক দেখিয়া আমিরেরা প্রতিকূল হয়েন, সেন্যনিবিষ্ট ইউর্জবেক জাতীয়েরা বিদ্রোহী হয়। তাঁহার ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্ত্তা হাকিম পঞ্জাব আক্রমণ করেন, এবং জোয়ানপুর, গয়া, অযোধ্যা, আলাহাবাদ প্রভৃতি রাজ্যে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু আকবর তেজস্বিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, উদারতা, বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা ৭ বৎসরের মধ্যে সকল উৎপাতের নিবারণ করিলেন, এবং অধিকৃত রাজ্য সকলের অনেক সুব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর ১৫৬৮ অব্দে তিনি দিগ্বিজয়ের অভিলাষী হইয়া

প্রথমে চিতোর আক্রমণ পূর্ব্বক তত্রত্য সেনাপতি জয়মল্লের সহিত যুদ্ধে অগণ্য রাজপুত বিনাশ করিয়া ঐ নগর অধিকার করিলেন; পরে রিন্তাম্বর ও কলিঞ্জর অধিকার করিয়া অনেক রাজপুত রাজ্যের সহিত যুদ্ধাদিতে ব্যাপৃত হইলেন। এই সময়ে রাজপুত রাজাদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে সম্পৃক্ত হইতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মে; তদনুসারে স্বয়ং জয়পুর ও যোধপুরের দুই রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং জয়পুরের অপর এক রাজকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। ক্ষত্রিয়েরা প্রথমে অগত্যা ইহাতে সম্মত হইয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য; কিন্তু ক্রমে সেই কার্য্য আর তাঁহাদের অবমানজনক বা জাতিভ্রংশকর হয় নাই, এবং এক উদয়পুরের রাজা ভিন্ন সকলেই ইহার অনুমোদন করিয়াছিলেন।

গুজরাট অনেক দিন হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছিল। তথাকার রাজা নানা গোলযোগে পড়িয়া আকবরকে আহ্বান করিলে আকবর যাইয়া (১৫৭২) উক্ত দেশ অধিকারভুক্ত করিলেন; সুরাটও ঐ সময়ে তাঁহার অধিকৃত হয়। অনন্তর (১৫৭৫) বিহার ও বাঙ্গালাদেশ আকবরের রাজ্যভুক্ত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে পাঠানেরা ঐ দুই প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগেরই অন্যতম নবাব সলিমানের সময়ে উড়িষ্যাদেশ পাঠানদিগের অধিকৃত হয়। যাহা হউক, পাঠানদিগের শেষ নবাব দাউদ খাঁ কয়েকবার আকবরের সহিত সন্ধি ও বিগ্রহ করিয়া পরিশেষে হত হইলে, বাঙ্গালা ও বিহার যদিও পুনর্ব্বার দিল্লী সম্রাজ্যভুক্ত হইল, তথাপি বারংবার রাজবিদ্রোহ নিবন্ধন ১৫৯২ অব্দের পূর্ব্বে নিরুপদ্রব হইল না। আকবরের ভ্রাতা

হাকিম আর একবার বিদ্রোহী হয়েন কিন্তু পরাজিত ও মার্জ্জিতাপরাধ হইয়া কাবুলেই থাকেন। বাঙ্গালা দেশের রাজ-বিদ্রোহ নিবারণার্থ আকবরের প্রেরিত হিন্দুজাতীয় রাজপুত রাজা তোড়র্ম্মল (তোরণমল্ল) অনেক বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৪ শতাব্দীতে কাশ্মীরদেশ মুসলমানদিগের অধিকৃত হইয়া স্বতন্ত্র ছিল। ১৫৮৫ অব্দে উহা আকবরের হস্তগত হয় এবং তত্রত্য রাজা দিল্লীর রাজসভায় একজন অমাত্যমধ্যে পরি-গণিত হয়েন। ইহার পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে পেসোয়ার প্রদেশে ইউসফ্‌জীস্‌ ও রৌসানীস্‌ নামক পাঠানদিগের সহিত সংগ্রাম ও জয়লাভ হয়। এই যুদ্ধে সম্রাটের প্রিয় সেনাপতি রাজা বীরবর হত হয়েন, এবং রাজা মানসিংহ অনেক বিক্রম প্রকাশ করেন। ১৫৯২ অব্দে সিন্ধুদেশ এবং ১৫৯৪ অব্দে [illegible]হার অধিকৃত হইল। সম্রাট ঐ দুই প্রদেশেরই অধ্যক্ষকে 'পঞ্চহাজারী' নামে পঞ্চসহস্র সেনার অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করিলেন।

এক্ষণে আকবরের রাজত্ব, উত্তরে কান্দাহার, কাবুল ও কাশ্মীর পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে নর্ম্মদানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। অতঃপর তিনি দাক্ষিণাত্যের জয়ে মনোনিবেশ করিলেন, এবং ১৫৯৫ অব্দে আহম্মদনগরের সিংহাসন লইয়া গোলযোগ হইতেছে শুনিয়া, তথায় আপনার ২য় পুত্র মুরাদকে পাঠাইলেন। তৎকালে ঐ নগরে এক শিশু রাজার পিতৃব্যপত্নী চাঁদবিধি রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মুরাদ ঐ নগর আক্রমণ করিলে চাঁদবিধি অসীম সাহসিকতা ও রণনৈপুণ্যের সহিত এরূপে নগর রক্ষা করিলেন যে, মুরাদ কিছুই করিতে পারিলেন না। পরে বরারদেশ সম্রাটকে অর্পণ করিবার প্রস্তাব হওয়ায় সন্ধি হইল

(১৫৯৬); কিন্তু এই সন্ধি অধিককাল থাকে নাই। ১৫৯৯ অব্দে সম্রাট স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন. দৌলতাবাদ গৃহীত হইয়াছিল, এবং তৃতীয় রাজকুমার দানিয়াল আহম্মদনগরের পুনরবরোধার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে চাঁদবিবি নিজ রাজ্যের বিপক্ষদিগের কর্ত্তৃক হত হওয়ায় মোগলেরা ঐ নগরের অধিকারে সমর্থ হয়েন এবং শিশু রাজাকে বন্দী করেন। ইহার পর খান্দেশরাজ্য সম্রাটের অধিকারভুক্ত হয়, এবং তিনি দানিয়ালকে তথাকার সুবেদার নিযুক্ত করিয়া (১৬০১) আগরায় প্রত্যাগমন করেন।

আকবরের মধ্যম-পুত্র মুরাদ ১৫৯৯ অব্দে, এবং তৃতীয় পুত্র দানিয়াল পানদোষে ১৬০৪ অব্দে পরলোক গত হয়েন। সেলিম (জেহাঙ্গির) নামক তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ১৬০১ অব্দে বিদ্রোহী হওয়াতেই আকবরকে দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া আগরায় যাইতে হয়— তিনি ঐ বিদ্রোহ নিবারণ করিয়া সেলিমকে, বাঙ্গালা ও বিহারের সুবাদার করিয়া দিলেন। যাহা হউক, উপর্য্যপরি দুই পুত্রের শোক পাওয়ায় আকবরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। ইহার পূর্ব্বেই তিনি সেলিমকেই আপন উত্তরাধিকারী স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যে সেলিমের পুত্র (রাজা মানসিংহের ভাগিনেয়) খসরুকে সম্রাট করিবার চক্রান্ত হয়। সেই চক্রান্তে লিপ্ত ভাবিয়া সম্রাটের প্রিয় পারিষদ আইন আকবরী-রচয়িতা আবুল ফজলকে, সেলিম বিনষ্ট করেন, এবং খসরুর প্রতি জাতক্রোধ হয়েন। পরিশেষে সকল বাধা অতিক্রান্ত হইল—আকবর সেলিমকেই উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া ১৬০৫ অব্দে পরলোকযাত্রা করেন।

আকবরের ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত মুসলমান সম্রাট ভারতবর্ষে

কখন হয় নাই। তিনি বলবান্, সুশ্রী, পরিশ্রমী, সাহসী, পরাক্রান্ত সুরাপানবিরত, উদারস্বভাব, ন্যায়পরায়ণ, পরাজয়াবনত রাজগণের প্রতি কৃপাসম্পন্ন ও বিদ্যানুরাগী লোক ছিলেন। তিনি স্বয়ং সংস্কৃত বুঝিতেন এবং সকল শাস্ত্রেরই আলোচনার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেন। যুক্তিসঙ্গত ধর্ম্মেই তিনি বিশ্বাস করিতেন কিন্তু কোন ধর্ম্মেই দ্বেষ করিতেন না। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমানরাজগণের সময়ে হিন্দুদিগকে 'জিজিয়া' নামে মস্তক গণনানুসারে কর দিতে হইত; তিনি তাহা এবং তীর্থযাত্রীদের শুল্ক রহিত করিয়াছিলেন। রাজপুত রাজা তোড়র্ম্মলের সাহায্যে রাজস্বসংগ্রহের উত্তম হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমানদিগের সময়ে হিন্দু রাজগণের প্রথানুসারেই (ষষ্ঠাংশ বা পঞ্চমাংশ বা চতুর্থাংশ) শস্যদ্বারা করগ্রহণ হইত —ইঁহার সময়ে নির্দ্দিষ্ট মানদণ্ড দ্বারা সমুদয় ভূমির পরিমাণ হয়, এবং প্রতি বিঘায় ১৯ বৎসরের উৎপন্ন দ্রব্যের গড় ধরিয়া এবং তাহার তৃতীয়াংশ দ্রব্যের মূল্য স্থির করিয়া কর নির্দ্ধারণ হয় এবং শস্যের পরিবর্ত্তে টাকার দ্বারা ঐ কর আদায়ের নিয়ম হয়। ইহার পূর্ব্বে সেনারা রাজকোষ হইতে বেতন পাইত না—তাহাদের অধ্যক্ষেরা জায়গীর নামক যে ভূমি পাইতেন, তাহা হইতেই উহাদের বেতন দিতেন।—এই নিয়মে উহাদের নিয়মিতরূপে বেতন পাওয়ার এবং নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সেনা থাকার বিষয়ে নানা গোলযোগ ঘটিত; এজন্য আকবর সে প্রথা রহিত করিয়া রাজকোষ হইতেই সেনাদিগের বেতন দিবার নিয়ম করেন।

আকবর সমুদয় সাম্রাজ্যকে ১৫ সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা, ১ কাবুল, ২ লাহোর, ৩ দিল্লী, ৪ মুলতান ৫

আগরা, ৬ অযোধ্যা, ৭ আলাহাবাদ, ৮ আজমীর, ৯ গুজরাট, ১০ মালব, ১১ বিহার, ১২ বাঙ্গালা, ১৩ খান্দেশ, ১৪ বরার, ও ১৫ আহম্মদনগর। সকল সুবারই সর্ব্বক্ষম প্রভুতাসম্পন্ন এক এক জন সুবাদার অর্থাৎ কর্ত্তা এবং আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবার জন্য তাঁহাদের অধীন এক এক জন দেওয়ান থাকিতেন।

জেহাঙ্গীর।

১৬০৫—২৮।

সেলিম, ৬০৫ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 'জেহাঙ্গীর' অর্থাৎ ত্রিভুবনবিজয়ী এই নাম গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বপ্রথমেই তিনি রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া কতিপয় বিরক্তিকর শুল্কের অপ্রচলন, নাসাকর্ণচ্ছেদরূপ দণ্ডের নিবারণ, মদিরাসেবন নিষেধ প্রভৃতি সৎকার্য্য দ্বারা সকলের অনুরাগভাজন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা আহ্বান করিয়া সকলেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে, ইহার সুব্যবস্থা করিলেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, নিজপুত্র খসরুর প্রতি সম্রাট জাতক্রোধ ছিলেন। খসরু এক্ষণে আপনাকে নিরাপদ ভাবিতে না পারিয়া সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক দেশলুণ্ঠন করিতে করিতে কাবুলের দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। এ দিকে সম্রাট সসৈন্যে গমনপূর্ব্বক পঞ্জাবে তাঁহাকে পরাস্ত, ধৃত ও নিগড়বদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার ৭০০ অনুচরকে তাঁহারই সমক্ষে নিহত করিলেন। ঐ সময় হইতে মৃত্যুকাল (১৬২১) পর্য্যন্ত খসরু বন্দিভাবে ছিলেন।

১৫৯৯ অব্দে আহম্মদনগর মোগলদিগের অধিকৃত হইয়াছিল,

কিন্তু তৎপরে মল্লিক আম্বার নামক একজন আবিসীনীয় প্রবল হইয়া মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করেন, এবং ১৬১০ অব্দে তাঁহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া ঐ রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া লইলেন।

১৬১১ অব্দে সম্রাট্ বিখ্যাত নুরজেহানের পাণিগ্রহণ করেন। গিয়াসউদ্দীন নামক একজন পারসীক তিহরাণ হইতে সপরিবারে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।—পথিমধ্যে তাঁহার পত্নী এক কন্যা প্রসব করেন। গিয়াস, তৎকালে এরূপ নিঃসম্বল হইয়াছিলেন যে কোনরূপে প্রতিপালন করিতে পারিবেন না বুঝিয়া, পথিপ্রান্তে কন্যাকে নিক্ষেপপূর্ব্বক চলিয়া আইসেন। দৈবযোগে এক বণিক ঐ পথ আলো-করা কন্যাকে দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লয়েন, প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং তাহার মাতাপিতাকে জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে সমর্পণ করেন। গিয়াস ভারতবর্ষে আসিয়া ক্রমশঃ আকবরের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী হয়েন এবং মহরল্লনেসা নাম্নী তাহার সেই কন্যা ভুবনমোহিনী যুবতী হইয়া উঠেন। সেলিম উহাকে দেখিয়া বিবাহ করিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, কিন্তু আকবরের প্রতিকূলতায় তাহা হয় নাই সেরখাঁ নামক একজন আফগানের সহিত উহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর সেরখাঁ সেলিমের দৌরাত্ম্যভয়ে প্রাণ ও পত্নী লইয়া বর্দ্ধমানে আগমনপূর্ব্বক উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে জেহাঙ্গীর যেমন সম্রাট হইলেন, অমনি মহরলনেসাকে হস্তগত করিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন এবং সেরখাঁর বিনাশ সাধনের নিমিত্ত কুতবউদ্দীনকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। কুতব, বীরপুরুষ সেরের হস্তে

নিহত হইলেন, কিন্তু অনেকে সমবেত হইয়া সেরকেও বিনাশ করিল এবং তৎপত্নী মহরলনেসাকে দিল্লীতে লইয়া গেল। তথায় ৪ বৎসর পরে জেহাঙ্গীরের সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে তিনি নুরজাহান (পৃথিবীর আলোক) নামে ভারতবর্ষের সর্ব্বেশ্বরী হইলেন। টাকাতে জেহাঙ্গীরের নামের সহিত উহাঁরও নাম মুদ্রিত হইতে লাগিল।

এই বিবাহের পর আহম্মদনগরের পুনরুদ্ধারের জন্য পার্ব্বিজ নামক সম্রাটের ২য় পুত্র প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মল্লিক আম্বারের রণকৌশলে সেবারেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে সম্রাটের ৩য় পুত্র খরম উদয়পুরের রাণার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া কৃতকার্য্য ও যশস্বী হওয়ায়, সম্রাট্ তাঁহাকে সাজে-হান (ভুবনপতি) উপাধি দিয়াছিলেন। এক্ষণে সাজেহান প্রেরিত হইয়া অনুকূল দৈববলে আম্বারকে বশীকৃত ও আহম্মদ নগর অধিকৃত করিলেন।

১৬২০ অব্দে মল্লিক আম্বার সন্ধিভঙ্গ করিয়া ঐ প্রদেশস্থ সুবা-দারের আবাসস্থান বর্হানপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু সাহেজান পুনর্ব্বার প্রেরিত হয়েন, এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে আয়ত্ত করেন।

ইঙ্গলণ্ডের রাজা ১ম জেম্‌সের রাজদূত সর্ টমস্ রো সাহেব দিল্লীতে আসিয়া মহাসমাদরে ১৬১৫ হইতে ১৬১৮ অব্দ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজদিগের বাণিজ্য কার্য্যের সুবিধা করাই ইহাঁর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। পর্ত্তু-গীজেরা ইহার পূর্ব্ব হইতে এদেশে বাণিজ্য করিতেছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, জেহাঙ্গীরের সময়ে পোর্ত্তুগিজদিগের হইতেই এদেশে তামাকের প্রচলন হয়।

১৬২১ অব্দে রাজ্যমধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়। সম্রাটের কনিষ্ঠপুত্র সাহরিয়ার, সেরখাঁর ঔরসজাত নূরজেহানের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সম্রাটের শেষদশা দেখিয়া, যাহাতে জামাতা রাজ্যাধিকারী হয়েন, তদর্থ নূরজেহান চেষ্টান্বিত হইলেন। সাহেজান দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কালে এই সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহী হইলেন। ঐ বিদ্রোহ নিবারণের জন্য রাজকুমার পার্ব্বিজ ও কাবুলের শাসনকর্ত্তা মহব্বত খাঁ প্রেরিত হইলেন। তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সাজেহান দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঙ্গালাদেশে প্রবেশ করিলেন এবং তত্রত্য সুবাদারকে নিহত করিয়া রাজ্যাধিকারকরণপূর্ব্বক কিয়ৎকাল থাকিয়া পিতার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

মহব্বত খাঁ বিখ্যাত বীরপুরুষ। তিনি সাহেজানকে দমনে রাখিয়া সাহরিয়ারের রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে আনুকূল্য করিতে পারিবেন এই আশয়েই, নূরজাহান কাবল হইতে তাঁহাকে আনাইয়াছিলেন। তিনিও প্রথমে তাহাই করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব ও সম্মান দর্শনে রাজ্ঞী ঈর্ষান্বিত হইলেন, এবং রাজকুমার পার্ব্বিজের প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া তাঁহাকে শত্রুবোধ করিলেন। অতএব মহব্বত সৈন্যসমেত কাবুলে প্রতিগমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহাকে সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা পাঠান হইল। মহব্বত ৫০০০ রাজপুত সেনাসমেত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাবুলগামী সম্রাটের বিপাশা বাম তীরস্থ সিবিরসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং শুনিলেন, সম্রাট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। ইহাতে তিনি অতিশয় অপমান বোধ করিলেন, এবং সেই অপমানের শোধ দিবার

জন্য সম্রাটের সেনাসকল বিপাশা পার হইলে পর, নিজ রাজপুত সেনা সঙ্গে লইয়া শিবিরস্থ সম্রাটকে বন্দী করিলেন। রাজ্ঞী স্বামীর বন্দিভাব বিমোচনের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার ও অনেক সাহসিক কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক বন্দিভাবাপন্ন স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। মহব্বত প্রায় একবৎসরকাল সম্রাটকে কাবুলে আয়ত্ত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কখন অসম্মান করেন নাই। অনন্তর চতুরা নূরজাহানের বুদ্ধিকৌশলে সম্রাট বন্দিদশা হইতে নির্মুক্ত হয়েন, এবং মহব্বৎকে, পলাইয়া দাক্ষিণাত্যে সাজেহানের সহিত মিলিত হইতে হয়।

এই সময়ে সাজেহান দুরবস্থাপন্ন হইয়া পারস্যদেশে গমন করিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে (১৬২৬) পার্ব্বিজের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় এবং মহব্বৎ খাঁর আনুকূল্য পাওয়ায় তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির আশা পুনরুজ্জীবিত হইল। ইহারই পর বৎসর সম্রাট কাশ্মীর হইতে লাহোরে আসিয়া ৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পূর্ব্বসঞ্চিত শ্বাসরোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। (১৬ ৭)

জেহাঙ্গীরের একমাত্র পানদোষ ভিন্ন আর কোন গুরুতর দোষ ছিল না। তিনি প্রজাদিগের বিবাদের ন্যায্য বিচার করিবার জন্য বড়ই উৎসুক ছিলেন।

সাহেজান।

১৬২৭—১৬৫৮।

পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণের পর সাজেহান দাক্ষিণাত্য হইতে সত্বরপদে আগরায় গমনপূর্ব্বক রাজসিংহাসন অধিকার

করিলেন। নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ্ খাঁ, নিজ পিতার মৃত্যুর পর তদীয় রাজমন্ত্রিত্বপদে বৃত হইয়াছিলেন। ইনি সাজেহানের শ্বশুর—সুতরাং জামাতার পক্ষ অবলম্বন করিবেন, একথা বলা বাহুল্য। সাহরিয়ার এবং রাজ্যের কণ্টকস্বরূপ বাবরবংশীয় অপর যে কেহ ছিল সকলেই হত হইল। নূরজেহান প্রচুর বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত জীবনকাল (১৬৬৪ অব্দ পর্য্যন্ত) অতিবাহিত করিলেন। সম্রাটের সাহায্য-কারী উক্ত আসফ্ খাঁ ও মহব্বৎ খাঁ রাজ্যের প্রধান লোক হইয়া প্রচুর সম্মানলাভ করিলেন। সাজেহানের সময়ে রাজসভায় বড় আড়ম্বর হয়—প্রথমে যে দিবসে তিনি সিংহাসনারূঢ় হয়েন, পর বৎসর সেই দিবসে তুলাদণ্ডারোহণরূপ এক প্রকার উৎসব কার্য্যে দেড় কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

সাজেহানকে সর্ব্বপ্রথমেই দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছিল। খাঁজাহানলোদি নামক দাক্ষিণাত্যের কোন প্রবল সুবাদাব স্বাধীন হইবার মানসে গোপনে আহম্মদ নগরের পূর্ব্বাধিপতির সহিত যোগ করিয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে আগরায় গিয়া সম্রাটের অবিশ্বস্তভাব বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হয়েন, এবং দাক্ষিণাত্যে গমনপূর্ব্বক আহম্মদনগরের রাজার সহযোগে সম্রাটের সেনাদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে বুন্দেলখণ্ডে নিহত হয়েন।

খাঁজাহান নিহত হইলেও দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ অনেক দিন চলি-য়াছিল। মোগলেরা কখন আহম্মদনগর, কখন বিজয়পুর, কখন উভয়রাজ্যই আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারিলেন না। এই সময়ে প্রসিদ্ধ শিবজীর

পিতা সাহজী আহম্মদনগরের সন্নিহিত অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া সাজেহান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে গমনপূর্ব্বক বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডানগরকে বশ্যতাস্বীকার করাইলেন, এবং সাহজীকে পরাজিত করিলেন, সুতরাং ১৬৩৭ অব্দে আহম্মদনগরের গোলযোগ একবারে নিবৃত্ত হইল।

বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন নগর সপ্তগ্রামের সন্নিহিত গোলিন (এক্ষণে হুগলী) নামক স্থানে পোর্ত্তুগীজেরা অনেক দিন হইতে বাণিজ্য করিতেছিলেন; চট্টগ্রামেও তাঁহাদের এক কুঠী ছিল। বাঙ্গালার তাৎকালিক রাজধানী ঢাকা নগরস্থ নবাব, পোর্ত্তুগীজদিগের নানাবিধ উপদ্রবের কথার উল্লেখ করিয়া সম্রাটের নিকট অভিযোগ করিলেন। সাজেহান পিতৃবিদ্রোহে লিপ্ত হইয়া বাঙ্গালায় আগমনপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াও পোর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে সাহায্য পান নাই; এজন্য তদবধি উহাদের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। সুতরাং উহাদিগকে হুগলী হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন। ঐ আদেশ অসংখ্য নরহত্যা-সহকারে প্রতিপালিত হইল (১৬৩১)

এই সময় কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা আলীমৰ্দ্দান খাঁ স্বপ্রভু পারস্যরাজের প্রতি বিরক্ত হইয়া সাজেহানকে ঐ রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। দিল্লীর সমীপে ইহাঁরই নিখাত কৃত্রিমসরিৎ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। আলীমৰ্দ্দান প্রথমে রাজপুত্র মুরাদ ও পরে আরঙ্গেবের সহযোগে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তর পশ্চিমস্থ বাহ্লিকরাজ্য কয়েকবার আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তত্রত্য ইউজবেক জাতীয়দিগকে আয়ত্ত রাখিবার চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কান্দাহাররাজ্য পারসীকেরা পুনর্ব্বার অধি-

কার করিয়া লইয়াছিলেন। সম্রাটের পুত্র দারা ও আরঞ্জেব অনেক যুদ্ধ করিয়াও উহার পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়েন নাই।

এই সময়ে তোড়র্ম্মল প্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসারে দাক্ষিণাত্যের ভূমি সকলের জরিপ কার্য্য সমাপ্ত হওয়ায় রাজস্ব সংগ্রহের নূতন বন্দোবস্ত হয়।

১৬৫২ অব্দে রাজকুমার আরঞ্জেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হয়েন। তিনি গোলকুণ্ডা রাজমন্ত্রী, স্বপ্রভুর প্রতি অপরক্ত মীর-জুম্লা কর্তৃক আহূত হইয়া ঐ রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকারভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং বাঙ্গালার তাৎকালিক সুবাদার, নিজভ্রাতা সুজার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে যাইবার যাত্রার ছলে সসৈন্যে গমন করিয়া ঐ রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। তত্রত্য রাজা পরাজিত হইয়া উপযুক্ত রাজস্বপ্রদান এবং আরঞ্জেবের পুত্র মহম্মদকে কন্যাপ্রদান করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। এই সময় হইতে মীরজুম্লা আরঞ্জেবের প্রিয় সেনাপতি হইলেন। অনন্তর সাজেহানের গুরুতর পীড়ার সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় রাজ্যাধিকার লইয়া তৎপুত্রদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল।

সাজেহানের ৪ পুত্র ও ২ কন্যা ছিলেন - জ্যেষ্ঠ দারাসিকো, ২য় সুজা, ৩য় আরঞ্জেব এবং ৪র্থ মুরাদ। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা পাদসাবেগম দারাসিকোর, এবং কনিষ্ঠা রোসিনারা আরঞ্জেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন। সম্রাট জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকেই রাজ্যাধিকার প্রদান করিতে মানস করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া পূর্ব্বহইতেই রাজকার্য্যের কতক ভার তাঁহার উপর দিয়াছিলেন। ১৬৫৭ অব্দে সম্রাট পীড়িত হইলে তৎসংবাদ, দারা গোপনে রাখিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার সকল ভ্রাতাই

জানিতে পারিলেন এবং বাঙ্গালার সুবাদার সুজা ও গুজরাটের সুবাদার মুরাদ রাজোপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক দিল্লীর অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। ধূর্ত্ত আরঙ্গেব সেরূপ না করিয়া মীরজুম্লার সহিত পরামর্শ করিয়া নির্ব্বোধ মুরাদের সহিত যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আপনার রাজ্যনিস্পৃহতার ও মক্কা গমনাভিলাষের খ্যাপনকরিয়া কেবল নাস্তিক * দারা ও তৎসেনাপতি যশোবন্ত সিংহকেই শাসন করিবার উদ্দেশে মুরাদের সহিত যোগ দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

এই সময়ে সাঁজেহান সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিলেন; তথাপি পুত্রদিগের বিরোধ নিবৃত্ত হইল না। বারাণসীর সমীপে দারা ও তৎসহযোগী রাজা জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে সুজা পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এ দিকে মুরাদ ও আরঙ্গেব মিলিত হইয়া আসিতেছেন শুনিয়া, তাহাদের দমনার্থ রাজা যশোবন্ত সিংহ প্রেরিত হইলেন, কিন্তু তিনি উজ্জয়িনীর নিকটে পরাজিত হইয়া স্বরাজ্য যোধপুরে পলায়ন করিলেন। অনন্তর দারা অগ্রসর হইয়া আগরার সমীপে আরঙ্গেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু দৈবপ্রতিকূলতায় পরাজিত হইয়া দিল্লীতে পলায়ন করিলেন। এদিকে আরঙ্গেব জয়লাভে প্রফুল্ল হইয়া আগরায় প্রবেশ করিলেন এবং দারার প্রতি পিতার স্নেহ কোনরূপে বিচলিত হইবার নহে বুঝিয়া, পিতাকে ঐ নগরস্থ আবাসদুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন। সুতরাং যদিও সাজেহান ১৬৬৬ অব্দ পর্য্যন্ত

* দারা ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীন মতবাদ প্রকাশ করিতেন, এই জন্য অতিভক্ত মুসলমানেরা তাঁহাকে নাস্তিক বলিতেন।

জীবিত ছিলেন, তথাপি ১৬৫৮ অব্দেই তাঁহার রাজ্যাধিকারের শেষ হইয়াছিল, বলিতে হইবে।

সাজেহানের সভা অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। তিনি প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া নানাবিধ মণিমাণিক্যবিভূষিত 'ময়ূর-তক্ত' নামে এক সিংহাসন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি মসজীদ প্রভৃতি বহুসংখ্যক রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আগরা নগরে 'মমতাজমহল' নাম্নী আপন প্রেয়সী মহিষীর সমাধির উপরিভাগে বহুবিধ প্রস্তরঘটিত (এক্ষণে তাজমহল নামে খ্যাত) যে প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়, তাহার তুল্য মনোহর অট্টালিকা ভূমণ্ডলে আর নাই। তাহার অধিকারকালে কি হিন্দু কি মুসলমান সকল প্রজাই ন্যায্যবিচারলাভে পরিতুষ্ট ছিল। তাঁহার রাজ্যচ্যুতির সময়ে ধনাগারে নানাবিধ মণিমাণিক্য এবং অন্যূন ২৪ কোটি মুদ্রা মজুত ছিল।

আরঙ্গেব।

১৬৫৮—১৭০৭

আরঙ্গেব ও মুরাদ, মিলিত হইয়া দিল্লীতে পলায়িত দারার অনুসরণ করিলেন। পথিমধ্যে বিশ্বাসঘাতক আরঙ্গেব নির্ব্বোধ মুরাদকে নিগড়বদ্ধ করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গমধ্যে প্রেরণ করিলেন এবং দিল্লীতে গমনপূর্ব্বক আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াদিলেন (১৬৫৮)। ঐ সময়ে 'আলমগীর' (বিশ্ববিজয়ী) এই তাঁহার উপাধি হয়।

আরঙ্গেব যদিও সম্রাট হইলেন, তথাপি দারা ও সুজা জীবিত

থাকিতে ভদ্রস্থতা নাই বুঝিয়া, তাঁহাদের বিনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দারা আরঙ্গেবের অনুসরণে ভীত হইয়া প্রথমতঃ মূলতানে পলায়ন করিলেন। পরে তথা হইতে এক এক করিয়া অনেক রাজপুত সর্দ্দারের নিকট যাইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর কান্দাহারের সন্নিহিত জুন নামক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া আরঙ্গেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। নিষ্ঠুর আরঙ্গেব জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অতি হীনবেশে দিল্লীনগরের পথে পথে ভ্রামিত করিয়া মুসলমানধর্ম্মত্যাগরূপ মিথ্যাপরাধে তাঁহার শিরশ্ছেদ করাইলেন এবং কপটশোক প্রকাশপূর্ব্বক ভ্রাতার ছিন্নমুণ্ডের উপর কতই অশ্রুবর্ষণ করিলেন! ইহার পূর্ব্বে স্থজা বাঙ্গালা হইতে পুনর্ব্বার যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং কাজোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সম্রাট আপন পুত্র মহম্মদ ও সেনাপতি মীরজুম্লাকে স্থজার অনুসরণে প্রেরণ করেন। কিয়দ্দিন পরেই কুমার মহম্মদ পিতৃসৈন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থজার সহিত মিলিত হয়েন; স্থজার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, এবং আবার স্থজাকে ত্যাগ করিয়া পিতৃসৈন্যে আসিলে গোয়ালিয়রের দুর্গে কারারুদ্ধ হয়েন। যাহাহউক স্থজা মীরজুম্লাকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রথমে ঢাকায় ও পরে আরাকানে পলায়ন করেন এবং শেষোক্ত স্থানের রাজাকর্ত্তৃক সবংশে নিহত হয়েন। দারার পুত্র সলিমানও সপরিবারে গোয়ালিয়রের দুর্গে নিরুদ্ধ থাকিয়া অল্পদিন পরেই প্রাণত্যাগ করেন। মুরাদও ১২৬১ অব্দে এক মিথ্যাপরাধে প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত হয়েন। নিষ্ঠুর দুরাত্মা আরঙ্গেব এইরূপে ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র প্রভৃতি সকল অংশীকেই বিনষ্ট করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিলেন।

অন্যান্য গৃহশত্রু বিনষ্ট হইলেও এক্ষণে সাহসিক ও পরাক্রান্ত মীরজুম্লাই সম্রাটের শঙ্কাস্থান রহিলেন। তিনিও ১৬৬৩ অব্দে আসাম জয় করিয়া চীনদেশ আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন এবং অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে ঢাকানগরে গতাসু হইলেন।

এই সময়ে আরঙ্গেবের কোন গুরুতর পীড়া উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার পদপ্রাপ্তির জন্য নানা চক্রান্ত হইতে লাগিল। কেহ সাজেহানকে, কেহ বা অপর ব্যক্তিকে রাজপদ প্রদান করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিল, কিন্তু আরঙ্গেবের বুদ্ধি, সাহস ও বিক্রমে সমুদয় চক্রান্ত বিফল হইল। তিনি সুস্থ হইয়া শরীর-শোধনার্থ কাশ্মীরে গমন করিলেন।

ইহার পর আরঙ্গেবকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হইতে হয়। ভারতবর্ষের মানচিত্র বাহির করিয়া, পশ্চিম উপকূলস্থ সুরাটনগর হইতে তৎপূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী নাগপুরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত এক কল্পিত রেখা, এবং গোয়া নগর হইতে চান্দা নগর পর্য্যন্ত আর এক কল্পিত রেখা পাত কর এবং সেই রেখা-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত স্থানকেই স্থূলরূপে মহারাষ্ট্রদেশ ধরিয়া লও। সহ্য পর্ব্বত এই দেশের মধ্যেই অবস্থিত; নর্ম্মদা, তাপ্তী গোদাবরী, ভীমা, কৃষ্ণা এই সকল নদী ইহার কোন না কোন প্রদেশে প্রবাহিত। এই পার্ব্বত্য ও উর্ব্বর প্রদেশের অধিবাসীরা খর্ব্ব, দৃঢ়কায়, পরিশ্রমী, কষ্টসহ, অধ্যবসায়ী ও ধূর্ত্ত এবং সচরাচর 'মহারাষ্ট্র' নামে খ্যাত।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের আদিম বিবরণ দুর্জ্ঞেয়। মোগল অধিকারের সময়েও ইহাঁদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট রাজা ছিল না। এক এক জন প্রধান হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের উপর কর্ত্তৃত্ব করিত। আহম্মদনগর

ও বিজয়পুরের রাজাদিগের সৈনিক কার্য্যে অনেকে নিযুক্ত হইত। অশ্বারোহণে ইহাঁদিগের বিলক্ষণ নৈপুণ্য দেখিয়া দাক্ষিণাত্যস্থিত মুসলমানেরাও ইহাঁদিগকে সৈনিক করিতেন। এইরূপে ইহাঁরা বীর ও সাহসিক জাতি হইয়া উঠেন।

আহম্মদনগরের অধ্যক্ষ মল্লিক আম্বরের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে মল্লজী ভোঁষলা এবং যত্নরাও নামে দুই সংকুলোদ্ভব মহারাষ্ট্রীয় ছিলেন। ঐ যত্নরাওএর কন্যা জিজিবাইএর সহিত মল্লজীর পুত্র সাহাজীর বিবাহ হয় এবং ঐ জিজিবাইএর গর্ভে সাহাজীর ২য় পুত্র শিবজী ১৬২৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শিবজী দাদাজীপন্থ নামক এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক মহারাষ্ট্রীয় প্রধানদিগের অবশ্যজ্ঞেয় সকল বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু লেখাপড়া কিছুই শিখেন নাই। এমন কি অক্ষরপরিচয়ও তাঁহার ছিল না। শিবজী ক্রমে ক্রমে হিন্দধর্ম্মের প্রতি ঘোর অনুরক্ত, পুরাণাদি বর্ণিত-বীরকার্য্য শ্রবণে একান্ত আসক্ত এবং মুসলমানদিগের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষসম্পন্ন হইয়া উঠেন। তিনি মৃগয়ার্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে পুনঃ পুনঃ গমন করিয়া তত্রত্য গিরিদুর্গ ও পথ ঘাট সকল উত্তমরূপে অবগত হইয়াছিলেন এবং সেই জ্ঞান তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্য সকলের পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূল হইয়াছিল।

শিবজী অল্প বয়সেই এরূপ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন যে, ছলে ও বলে বিজয়পুরপতির অনেক গিরিদুর্গ এবং কঙ্কণ দেশের সমগ্র উত্তর ভাগ অধিকার করিয়া লয়েন। ইহাতে বিজয়পুরপতি কুপিত হইয়া শিবজীর পিতা সাহাজীকে কারারুদ্ধ করেন। শিবজী পিতার বিপদে সঙ্কটাপন্ন হইয়া সম্রাট সাজেহানের শরণাপন্ন হয়েন, কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহে পিতার উদ্ধার সাধন করিয়া

পুনর্ব্বার রাজ্যবিস্তারের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করেন, এবং ১৬৫৫ অব্দে সাজেহানের অধিকৃত দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ঐ সময়ে কুমার আরঙ্গেব গোলকুণ্ডায় সংগ্রাম করিতে ছিলেন। সংগ্রাম শেষে জয়লাভ হইলে শিবজী তাঁহার নিকট স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করায়, আরঙ্গেব তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া ১৬৫৮ অব্দে সাম্রাজ্যলোভের বশবর্ত্তী হইয়া দিল্লীযাত্রা করেন। ঐ সময়ে শিবজী বিজয়পুরপতিকে যুদ্ধে ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তোলেন, সুতরাং তাঁহাকে শিবজীর অনুকূল পণে সন্ধিক্রয় করিতে হয়। এই সন্ধিদ্বারা শিবজী পুনার সন্নিকট কঙ্কণ দেশে এক বিস্তীর্ণ ভূভাগের স্বাধীন রাজা হয়েন।

১৬৬২ অব্দে শিবজী দিল্লীপতির অধিকার লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলে, দাক্ষিণাত্যের সুবাদার সায়স্তা খাঁ তাহাকে পরাভব করিয়া পুনানগর অধিকারপূর্ব্বক ঐ নগরস্থ তাঁহার বাস-গৃহেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শিবজী তখন সিংহগড় নামক দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তথা হইতে এক রজনীতে বরযাত্রিকদলের সহিত মিশিয়া পুনায় প্রবেশপূর্ব্বক সায়স্তা খাঁর সমস্ত পরিবারের প্রাণবিনাশ করিলেন; কেবল সায়স্তা খাঁ স্বয়ং পলাইয়া আপন প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।

অতঃপর শিবজী দূরতর স্থান লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন এবং সহস্র অশ্বারোহি-সমভিব্যাহারে আরঙ্গেবের অধিকৃত সুরাট নগরের বন্দরে উত্তীর্ণ হইয়া লুণ্ঠনদ্বারা বহু সম্পত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার রণতরি সকলও জলপথে অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল।

সুরাট নগর দিয়া মুসলমানেরা মক্কাযাত্রা করিতেন—শিবজী

সেই স্থান আক্রমণ করিয়া যাত্রীদিগের জাহাজ্ লুণ্ঠন করিয়াছেন, রাজোপাধি গ্রহণপূর্ব্বক স্বাধীন হইয়াছেন, এবং টাকায় আপন নাম মুদ্রিত করিয়াছেন, ইত্যাদি সংবাদসকল শুনিয়া আরঙ্গেব অতিশয় কুপিত হইলেন, এবং রাজা জয়সিংহ ও দিলিরখাঁর সহিত বহুসঙ্খ্যক মোগল সৈন্য পাঠাইয়া শিবজীর দমনার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেনাপতিরা শিবজীর দুই প্রধান দুর্গ আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ করা শ্রেয়স্কর নয় বুঝিয়া শিবজী রাজা জয়-সিংহের শিবিরে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। জয়সিংহ তাঁহার সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া বাদসাহের সহিত সন্ধি করাইতে সচেষ্ট হইলেন। সন্ধির নিয়ম সকল সম্রাটের অনুমোদিত হইলে, শিবজী জয়-সিংহের সহিত বিজয়পুরের রাজার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে তিনি নানা প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া দিল্লীর রাজসভায় গমন করেন। আরঙ্গেব তাঁহার সমুচিত সম্মান না করায়, তিনি আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া রাজসভা হইতে বিনানুমতিতে চলিয়া আইসেন। এজন্য আরঙ্গেব তাঁহাকে দিল্লী-মধ্যে অবরুদ্ধ করেন, কিন্তু ধূর্ত্ত শিবজী সম্রাটের রক্ষিবর্গের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করেন এবং সন্ন্যাসি-বেশে ৯ মাস ভ্রমণ করিয়া দাক্ষিণাত্যস্থ স্বীয় রাজধানী রায়গড়ে উপস্থিত হয়েন (১৬৬৬)।

শিবজী দিল্লী হইতে পলাইয়া আসিলে, আরঙ্গেব আবার তাঁহাকে স্বকোষ্ঠে আনিয়া প্রবঞ্চনা করিবার মানসে তাঁহার সমুদায় অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন, তাঁহার রাজোপাধি দৃঢ় করি-লেন এবং তাঁহাকে এক জায়গীর দিলেন ; কিন্তু শিবজী আর ধরা দিলেন না। ১৬৬৮ অব্দ হইতে তিনি বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার

রাজাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ১৬৬৮ ও ১৬৬৯ এই দুই বৎসরকাল নবোপার্জ্জিত রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সমুদয় বন্দোবস্ত করিলেন।

প্রতারণাদ্বারা শিবজীকে হস্তগত করিবার আশা বিফল হইলে, সম্রাট তাঁহার সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রায় দুই বৎসর যুদ্ধ হইল যুদ্ধে শিবজী জয়লাভ করিতে লাগিলেন সম্রাটের কয়েকটি দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন ; পুনর্ব্বার সুরাট লুট করিলেন ; এবং খান্দেশ প্রদেশে মহা উপদ্রব করিয়া ১৬৭০ অব্দে তথা হইতে করস্বরূপ 'চৌথ' অর্থাৎ রাজস্বের চতুর্থাংশ গ্রহণের সূত্রপাত করিলেন। ১৬৭২ অব্দে শিবজীর দমনার্থ সম্রাট দাক্ষিণাত্যে আরও সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সে সৈন্য শিবজীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে নাই। শিবজীর সেনারা জয়োল্লাসে দ্বিগুণ সাহসী হইয়া ক্রমে প্রবলতরই হইতে লাগিল।

এই সময়ে আফগানস্থানের ঈশানকোণবর্ত্তী পার্ব্বতীয়দিগের সহিত সম্রাটের যুদ্ধ হয়। তৎপরে দিল্লীর সন্নিকর্ষেই এক রাজ-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ঐ স্থানে একমাত্র পরমেশ্বরোপাসক, সত্যব্রত, জিতেন্দ্রিয়, সত্নরামী নামে এক হিন্দুসম্প্রদায় ছিল। সামান্যসূত্রে তাহাদের একজনের সহিত সম্রাটের জনৈক পদাতির বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় উহা ক্রমে প্রকৃত যুদ্ধরূপে পরিণত হইল। প্রথম কয়েকবারের যুদ্ধে সত্নরামীরা জয়লাভ করিয়াছিল ; পরে সম্রাটের বহুসঙ্খ্যক সেনা আসিয়া তাহাদিগকে পরাভূত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল।

আরঞ্জেব মুসলমান ধর্ম্মে অতিভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। আকবর সুবিধারজন্য যে সকল হিন্দু-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, ইনি

তাহা উঠাইয়া দিলেন। মুসলমান ভিন্ন সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট হইতে জিজিয়া নামক করগ্রহণের প্রথা আকবরের সময়ে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, ইনি তাহা পুনর্ব্বার প্রচলিত করিলেন। ইহাতে হিন্দুসম্প্রদায় যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে প্রবল ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইল। রাজপুতেরা অনেক দিন হইতে মোগলদিগের অনুকূলতা করিতেছিলেন; এক্ষণে তাঁহারাও বিরূপ হইলেন, এবং দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুরা শিবজীর পক্ষ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হইলেন (১৬৭৭)। প্রায় এই সময়েই আরঙ্গেবের প্রতি লোকের বিরাগের আর একটী কারণ উপস্থিত হয়। যোধপুরের রাজা যশোবন্তসিংহ সম্রাটেরই কার্য্যে কাবুলে থাকিয়া গতাসু হয়েন। দুর্গাদাস নামক একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুত যশোবন্তের পত্নী ও পুত্রদিগকে দেশে আনিতেছিলেন। পথিমধ্যে আটক নগরের নিকটে সম্রাট্ তাঁহাদিগকে রুদ্ধ করেন; দুর্গাদাস কৌশলক্রমে বিধবা রাণী ও তৎপুত্রদিগকে ছদ্মবেশে দেশে পাঠাইয়া দেন এবং অনেক দিন সম্রাটের সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন।

ফলতঃ যশোবন্তের পরিবারের প্রতি এই অন্যায়াচরণ ও জিজিয়ার প্রবর্ত্তন, এই উভয় কার্য্যের জন্য রাজপুতেরা প্রায় সকলেই বিরক্ত হইয়া দিল্লীশ্বরের প্রতিকূল হইলেন। সর্ব্বাগ্রে উদয়পুরপতি দুইবার বিদ্রোহ করিলেন, কিন্তু দুইবারই পরাজিত হইলেন। অনন্তর দুর্গাদাস আরঙ্গেবের কনিষ্ঠ পুত্র আকবরকে সিংহাসন প্রাপ্তির প্রলোভনে মোহিত করিয়া বিদ্রোহী করিলেন। তখন আকবরের অধীনে ৭০ হাজার যোদ্ধা ছিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া আজমীরে অবস্থিত সম্রাটের প্রতিকূলে যাত্রা

করিলেন। কিন্তু চতুর আরঞ্জেব কৌশলক্রমে সৈনিকদিগকে ক্রমে ক্রমে হস্তগত করিয়া লইলেন; আকবর অসহায় হইয়া পলায়নপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয়দিগের শরণাগত হয়েন (১৬৮১)। ইহার পরেও উদয়পুরপতি ও অপরাপর রাজপুতদিগের সহিত সম্রাটের যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধের পরে সন্ধি হয়। কিন্তু সন্ধি হইলেও আরঞ্জেব ও রাজপুতদিগের মনের মিল আর কখন হয় নাই।

আরঞ্জেবের আর্য্যাবর্ত্তে ব্যাপৃত থাকিবার সময়ে শিবজী সুযোগ পাইয়া দাক্ষিণাত্যের অনেক ভূভাগ অধিকৃত করিয়া লয়েন, এবং পারস্যের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত শব্দে আপন কর্ম্মচারী-দিগের উপাধি প্রদান করেন। ১৬৭৫ অব্দে তাঁহার সেনারা গুজ-রাট লুঠ করে এবং ১৬৭৬ অব্দে তিনি স্বয়ং মহীশূরে যাইয়া তত্রত্য পৈতৃক জায়গীর অধিকার করেন। ১৬৭৯ অব্দে সম্রাটের সেনাপতি দিলির খাঁ বিজয়পুররাজ্য আক্রমণ করিলে, শিবজী বিজয়পুরপতির সহিত মিলিত হইয়া নানা উপায়ে সম্রাটের সেনা-দিগকে অপসারিত করিয়াছিলেন। ইহাতে শিবজীর যথেষ্ট লাভ হইল। অনন্তর ১৬৮০ অব্দে ৫৩ বর্ষ বয়সে শিবজী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

শিবজী বুদ্ধিমান্, তেজস্বী, অনলস, উচ্চাশয় সম্পন্ন ও সুচতুর লোক ছিলেন। তিনি কেবল নিজ ক্ষমতায় সামান্য অবস্থা হইতে ততদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং বহু অবমাননাগ্রস্ত সজাতীয়দিগকে তেজঃপুঞ্জ করিয়া তুলিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার আত্যন্তিক আস্থা ছিল।

শিবজীর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজী পৈতৃক রাজাসন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু পৈতৃক গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হইলেন না।

তিনি নিষ্ঠুর, অবিবেচক ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন; শিবজী প্রবর্ত্তিত সুব্যবস্থাসকল রহিত করায় তাঁহার সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সেনারা দেশলুণ্ঠন কার্য্যেই একান্ত আসক্ত হইয়াছিল।

উদয়পুরপতির সহিত সন্ধি হওয়ায় আরঞ্জেব নিশ্চিন্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যজয়ে মনোনিবেশ করিলেন, এবং ১৫৮৩ অব্দে বর্হানপুরে উপস্থিত থাকিয়া পুত্র মোয়াজম্‌কে কঙ্কণদেশলুণ্ঠনে প্রেরণ করিলেন। তথাকার কার্য্য সকলের এক প্রকার সমাধা হইলে সম্রাট বিজয়পুর আক্রমণ করিবার মানসে আহম্মদ নগরে গমন করিলেন। এ দিকে কঙ্কণ লুণ্ঠন করায় শম্ভুজী কুপিত হইয়া নিঃশব্দে বর্হানপুরে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ নগর লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত করিয়া চলিয়াগেলেন। আবার সম্রাট যখন বিজয়পুরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন, তখন শম্ভুজী দাক্ষিণাত্যের উত্তরভাগ অরক্ষিত দেখিয়া ঐ দেশ লুণ্ঠনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। শম্ভুজী গোলকুণ্ডাপতির সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন, জানিতে পারিয়া সম্রাট বিজয়পুরপ্রয়াণ স্থগিত রাখিয়া প্রথমে ঐ দেশ আক্রমণ করিলেন, এবং পরাজয়পূর্ব্বক দেশের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া রাজাকে সন্ধিকরণে বাধিত করিলেন। ইহার পর বিজয়পুর সম্পূর্ণ রূপে অধিকৃত হইল। অনন্তর আরঞ্জেব বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক গোলকুণ্ডাপতির সহিত পূর্ব্বকৃত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া ঐ রাজ্য উৎসন্ন করিলেন এবং মহীশূরদেশে প্রবেশপূর্ব্বক মহারাষ্ট্ররাজের জায়গীর আত্মসাৎ করিয়া কুমারিকা পর্য্যন্ত আপন সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি করিলেন।

শম্ভুজী এতাবৎকাল কিছুই করিতে পারেন নাই। অনন্তর সম্রাট তাঁহাকে কঙ্কণদেশ হইতে অবরুদ্ধ করিয়া আনিয়া মুসল-

মানধর্ম্মাবলম্বন করিতে আদেশ দেন, কিন্তু তিনি তেজোগর্ভ-বাক্যে অস্বীকার করায় তাঁহার শিরশ্ছেদ হয় (১৬৮৯)। শম্ভুজীর পর তাঁহার শিশুপুত্র 'সাহু' রাজা হইলেন, কিন্তু তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারাম রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মোগলেরা রায়গড়দুর্গ অধিকার করিয়া সাহুকে বন্দীভূত করিলেন। রাজারাম তথা হইতে কর্ণাটের অন্তর্গত জিঞ্জি নামক দুর্গে গমন করিয়া রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন। আরঙ্গেব ঐ দুর্গও অধিকার করিবার জন্য জুলফিকার খাঁ নামক এক সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন (১৬৯২)।

এদিকে রাজারাম, শান্তজী ও দানজী নামক দুই জন মহারাষ্ট্রীয় প্রধানকে দেশলুণ্ঠন ও চৌথ আদায় করিবার ভার দিয়া, দেশমধ্যে পাঠাইলেন। বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার অনেক সৈনিক তাহাদের সহিত মিলিত হইল, সুতরাং দাক্ষিণাত্যমধ্যে লুঠ, গৃহদাহ প্রভৃতি উপদ্রবের সীমা রহিল না। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সেনাদিগের নির্দ্দিষ্ট বেতন ছিল না—তাহারা লুঠ করিয়া যে যাহা পাইত, তাহাই তাহার সম্পত্তি হইত। তাহারা মোগলদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিত না, এজন্য মোগলেরা তাহাদিগকে দমন করিতে সুযোগ পান নাই। শান্তজী ও দানজী ক্রমশঃ জুলফিকারের সেনার পার্শ্বদেশে গিয়া তাহাদের খাদ্যপ্রাপ্তির পথ রোধ করিয়া দিলেন। সুতরাং সম্রাট শঙ্কিত হইয়া সত্বরে জিঞ্জিদুর্গ অধিকার করিবার মানসে নিজপুত্র কামবক্সের অধীনে আর এক দল সৈন্য তথায় পাঠাইয়াদিলেন। জুলফিকার ও কামবক্স পরস্পর প্রীতিসম্পন্ন না হওয়ায় অনেকদিন কোন বিশেষ কার্য্য হইল না। পরিশেষে (১৬৯৮) জুলফিকার জিঞ্জিদুর্গ অধিকৃত

করিলেন। কিন্তু রাজারাম তৎপূর্ব্বেই সেতারায় প্রস্থান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সেনাদিগের গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল; শান্তজী নিজ সেনাদিগের কর্তৃক নিহত হইলেন; রাজারাম দানজীর সহিত মিলিত হইয়া বহুল সেনার অধিনায়কতা গ্রহণপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যের সমগ্র উত্তরভাগে লুঠ ও চৌথ আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং আরঞ্জেব সবিশেষ উদ্যোগী হইয়া জুলফিকারকে মহারাষ্ট্রীয় সেনাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং মহারাষ্ট্রীয় দুর্গ সকলের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ১৭০০ অব্দে সেতারা বশীভূত করিলেন।

ইহার কিছু পূর্ব্বেই রাজারামের মৃত্যু হওযায় তাঁহার শিশুপুত্র ২য় শিবজী পৈতৃকপদ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু শিশুর জননী তারাবাই রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। ইহাতেও মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের বিরতি হইল না। আরঞ্জেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রধান প্রধান অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করিলেন - তাঁহারাও সে সকলের উদ্ধারের চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন না; ক্রমে ক্রমে অনেক গুলির উদ্ধারও সম্পাদন করিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের এত উপচয় ও এত উপদ্রব হইয়াছিল যে, মোগলদিগকে তাঁহাদের ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকিতে হইত। মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্মুখ যুদ্ধ করিতেন না—চতুরতা ও কৌশল করিয়া ক্লান্ত মোগল সেনাদিগের সর্ব্বস্ব লুঠ করিতেন। এইরূপে অনবরত প্রায় ২ বৎসর কাল মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া আরঞ্জেব ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার রাজকোষ শূন্য হইল; সুতরাং সেনাদিগকে নির্দ্ধারিত বেতন দেওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিল। রাজপুতদিগের সহিত সংগ্রাম

তখন মধ্যে মধ্যে চলিতেছিল, এবং আগরার সন্নিহিত জাঠদিগের সহিতও বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল নানা কারণে আরঙ্গেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিয়া অসঙ্গত পণ চাহিয়া বসিলেন। গর্ব্বিত আরঙ্গেব সন্ধি না করিয়া উপদ্রব সহ্য করিতে করিতেই আহম্মদ নগরে গমন করিলেন, এবং ভগ্নহৃদয় হইয়া সেই নগরেই ১৭০৭ অব্দে ৮৯ বর্ষ বয়সে কলেবর ত্যাগ করিলেন।

আরঙ্গেব সাহসিক, অধ্যবসায়ী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ধূর্ত্ত, ও বিচারকার্য্যে ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি অতিভক্ত মুসলমান ছিলেন বলিয়া, মুসলমানলেখকেরা তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। তাহা হইতেই মোগলরাজ্য উন্নতির পরাকাষ্ঠায় উঠিয়াছিল। নিতান্ত সন্দিগ্ধচিত্ততাবশতঃ তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, সুতরাং তাঁহাকেও কেহ বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা করিত না। জিজিয়া-প্রচলন করায় ও হিন্দুদিগের রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিবার নিষেধ করায়, তিনি হিন্দুমাত্রেরই বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি পিতার প্রতি যেরূপ গর্হিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অনুতাপ পাইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাহাদুর সা।

১৭০৭—১৭১২।

আরঙ্গেবের তিন পুত্র ছিল—মোয়াজাম, আজাম ও কামবক্স। তিন মৃত্যুকালে, তিনি পুত্রকেই রাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার আদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যে তাহা ঘটিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর সকলেই রাজমুকুটলাভার্থ লোলুপ ও পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সকল যুদ্ধে অপর সকলেই নিহত হইলেন—জ্যেষ্ঠ মোয়াজাম 'বাহাদুর সা' (১ম সাহ আলম) উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সম্রাট হইলেন।

শম্ভুজীর পুত্র সাহু মোগলদিগের বন্দী হইয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আরঙ্গেবের মৃত্যুর পর আজাম্ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। এক্ষণে সাহু দাক্ষিণাত্যে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহাকেই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বোধ করিয়া অনেকে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল, সুতরাং এই উপলক্ষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে দুই দল হইল। বাহাদুর সা বিবেচনাপূর্ব্বক সাহুর পক্ষই প্রবল রাখিলেন এবং তাঁহারই সহিত সন্ধি করিলেন—সন্ধির এই নিয়ম হইল যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রার্থিত চৌথ প্রদত্ত হইবে, কিন্তু মোগলেরাই উহা আদায় করিয়া দিবেন—মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বয়ং

আদায় করিবেন না। যুদ্ধ কার্য্যের শেষ করিয়া রাজ্যমধ্যে শান্তি-স্থাপন করাই বাহাদুরের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, এজন্য তিনি রাজপুতদিগের সহিতও সন্ধি করিলেন। কিন্তু এ সকল করিয়াও তাঁহাকে এক যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইল।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাবরের রাজত্ব সময়ে পঞ্জাবে 'নানক' নামক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া এক নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। এই. ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে শিখ, (শিষ্য) এবং ধর্ম্মযাজকদিগকে 'গুরু' কহে। অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাই শিখদিগের প্রধান উদ্দেশ্য—কি হিন্দু, কি মুসলমান যে কেহ এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারে; সুতরাং এ ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই, কিন্তু গোবধ ও গোমাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ। শিখদিগকে কোন না কোন আকারে শরীরমধ্যে এক খণ্ড লৌহ ধারণ করিতে হয়। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে ১০ম গুরু গুরুগোবিন্দ এই ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গপূর্ণতা করেন। শিখেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত নিরীহ ছিল, কিন্তু মোগলদিগের অনবরত উৎপীড়নে তাহারা অসহিষ্ণু হইয়া যোদ্ধৃবেশ পরিগ্রহ করে, মোগলদিগের প্রতি নিতান্ত বিদ্বেষ সম্পন্ন হয় এবং মোগলরাজ্যে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। বাহাদুর সার সময়ে শিখেরা 'বন্ধু' নামক গুরু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া পঞ্জাবের পূর্ব্বভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক প্রদেশে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করে। সুতরাং বাহাদুর ঐ সকল প্রদেশে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে রণে পরাজিত করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে তাড়াইয়া দিলেন, কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই লাহোরে প্রত্যাগমন করিয়া ১৭১২ অব্দে দেহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার রাজ্য ৫ বৎসর ছিল।

জাহান্দার সা।

১৭১২—১৩।

বাহাদুর সার চারি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র আজিম-ওষাণ সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজ্য পাইলেন না। তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী জুলফিকারের সহায়তায় জ্যেষ্ঠ পুত্র 'জাহান্দার' এই উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় হইলেন। মুসলমান রাজাদিগের রীত্যনুসারে জাহান্দারের আজিমওষাণ প্রভৃতি সকল ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্রগণ নিহত হইল। কেবল আজিমওষাণের এক পুত্র ফেরোক্‌সের বাঙ্গালাদেশে অবস্থিতি নিবন্ধন জীবিত রহিলেন।

জাহান্দার নিতান্ত অনুপযুক্ত ও একান্ত ব্যসনী ছিলেন। তাঁহাকে সাক্ষিগোপাল রাখিয়া স্বয়ং প্রভুত্ব করিবার মানসেই জুলফিকার তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। এক্ষণে জুলফিকারের সগর্ব্ব ব্যবহারে সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং সেই বিরক্তির সমকালে এক প্রবল শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইল। আজিমওষাণের পুত্র ফেরোক্‌সের, বিহারের শাসনকর্ত্তা সৈয়দহোসেন ও আলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ আবদুল্লা এই দুই ভ্রাতার শরণাপন্ন হইলেন এবং ইহাঁদের সাহায্যে সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক সিংহাসনাধিকার করিবার জন্য দিল্লী প্রয়াণ করিলেন। আগ্রার সমীপে জাহান্দারের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল—সেই যুদ্ধে জাহান্দার ও জুলফিকার উভয়েই ধৃত ও নিহত হইলেন (১৭১৩); সুতরাং ফেরোক্‌সের দিল্লীর সম্রাট হইলেন।

ফেরোক্‌সের।

১৭১৩—১৭১৯।

ফেরোক্‌সের সম্রাট হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত সৈয়দ্ আবদুল্লা প্রধান মন্ত্রী এবং সৈয়দ হোসেন সেনাপতি হইলেন। এই দুই ভ্রাতার নিকটে সম্রাট্ অতিশয় উপকৃত ছিলেন; এজন্য উহাঁদের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন না। উহাঁদেরও সর্ব্বঙ্কষ কর্ত্তৃত্বে রাজ-সভার সকল প্রধান লোকই অবমানিত হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ এতদুর হইয়া উঠিল যে, সৈযদদিগের প্রাণ সংহারের জন্য চক্রান্ত হইতে লাগিল। সৈয়দেরাও সম্রাটকে ভীত করিয়া তুলিলেন। পরিশেষে সম্রাট ও সৈয়দদিগের মৌখিক মিলন হইল —কিন্তু আন্তরিক দ্বেষ সমান রহিল। যাহা হউক ইহার পর হোসেন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হয়েন।

এই সময়ে শিখেরা পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া পঞ্জাবে সাতিশয় উপদ্রব আরম্ভ করিলে, একজন মোগল সেনাপতি তথায় গমন করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং তাহাদের অধ্যক্ষ বন্ধুর সহিত অনেক শিখকে রুদ্ধ করিয়া দিল্লীতে আনিলেন। তথায় তাহাদের সকলের শিরশ্ছেদ হইল এবং বন্ধুকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইল। ইহাতেও শিখসম্প্রদায় লুপ্ত হইল না। বাহাদুর সার সময়ে মোগলদিগের সহিত মহা-রাষ্ট্ররাজ সাহুর যে সন্ধি হয়, কিয়ৎকালপরেই তাহার অন্যথা হইয়া যায় এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে; সুতরাং দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের উপদ্রব সমানই ছিল। হোসেন দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া উহার নি'বারণের সুবিধা

বুঝিলেন না, এবং ভ্রাতাকে সম্রাটের ষড়্‌যন্ত্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য দিল্লীগমনে একান্ত উৎসুক হইলেন। সুতরাং তাড়াতাড়ি সাহুর সহিত আর এক সন্ধি করিলেন, কিন্তু ঐ সন্ধির নিয়ম সকল অবমানকর হওয়াতে সম্রাট তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। সম্রাট সৈয়দদিগের প্রাণনাশে নিয়তই সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু পরিশেষে সৈয়দেরাই তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। (১৭১৯)।

ফেরোক্‌সের মাড়োয়ারের অধিপতি অজিতসিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের সময়ে ইঙ্গরেজদিগের বাণিজ্যকার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছিল।

মহম্মদ সা।

১৭১৯—৪৮।

ফেরোক্‌সেরকে নিহত করিয়া সৈয়দেরা রফিউদ্দারাজাত ও রফিউদ্দৌলা নামক দুই জন রাজবংশীয়কে সিংহাসন দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা অল্পকাল মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, পরে আর একজনকে সিংহাসনারূঢ় করিলেন, তাঁহার উপাধি 'মহম্মদ সা' হইল।

সৈয়দদিগের অসীম ক্ষমতা দর্শনে অসূয়াবশতঃ অনেকেই তাহাদের বিপক্ষ হইয়াছিল। এক্ষণে চিনকিলিচ খাঁ নামক আর একজন প্রধান রাজপুরুষ উহাদের বিপক্ষ হইলেন। চিন্‌কিলিচ্‌ খাঁ 'নিজাম উল্‌মুল্ক' ও 'আসফ্‌জা' এই দুই নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ফেরোক্‌সেরের সময়ে ইনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন। হোসেন উঁহার হস্ত হইতে সুবাদারি গ্রহণ

করিয়া কেবল মালবের শাসনকর্ত্তৃত্বে উহাঁকে নিযুক্ত করেন। ইহাতে আসফ্‌ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরে ১৭২০ অব্দে বিদ্রোহ করিয়া দাক্ষিণাত্যে আপন প্রভুতা স্থাপন করিলেন হোসেনের সেনারা যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিল না।

সৈয়দদিগকে বিনষ্ট করা মহম্মদসারও অভিপ্রেত হইয়াছিল; ইহা জানিতে পারিয়া হোসেন আসফ্‌জার দমনের জন্য যখন দাক্ষিণাত্যে স্বয়ং যাত্রা করেন, তখন সম্রাটকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। কিন্তু আগরা হইতে কিয়দ্দূর যাইয়াই পূর্ব্বশিক্ষিত একজন লোক হোসেনের প্রাণবধ করিল। সম্রাট দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং আবহুল্লাকে রণে পরাস্ত করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন। এই ব্যাপার সমাধানের পর উজীরাপদ প্রদান করিবার জন্য আসফ্‌জাকে আহ্বান করা হয; কিন্তু আসফ্‌জা দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া সম্রাটকে নিতান্ত ব্যসনাসক্ত ও অসার দেখিয়া উজীরত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে পুনঃপ্রস্থান করেন। এই সময়েই সাদৎ খাঁ নামক মহম্মদ সার আর একজন মন্ত্রী উক্তরূপ কারণেই বিরক্ত হইয়া অযোধ্যায় গমন করেন। এই দুই মন্ত্রীই আপন আপন স্থানে স্বাধীন রাজ্যের স্থাপন করেন এবং তাঁহাদের হইতে এক এক নূতন রাজবংশের উৎপত্তি হয়। আসফ্‌জার উত্তরাধিকারীরা নিজাম নামে অদ্যাপি হায়দরাবাদে রাজত্ব করিতেছেন। সাদৎ খাঁর সন্তানেরা বরাবর অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন—তাহাদের শেষ রাজা ওয়াজিদ্‌ আলী ১৮৫৬ অব্দে রাজ্যচ্যুত হইয়া কিছুকাল কলিকাতায় বাস করিয়া কয়েক বৎসর হইল পরলোকগত হইয়াছেন।

আসফ্‌জা দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া হায়দরাবাদে

বাসস্থান নিরূপিত করিলেন। ঐ প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়েরা তখন অতিশয় প্রবল। বলজী বিশ্বনাথ নামক একজন ব্রাহ্মণ, রাজা সাহুর 'পেশোয়া' অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই পেশোয়ার পদ পুরুষানুক্রমে থাকিত। যাহা হউক, পূর্ব্বে সৈয়দহোসেনের কৃত যে সন্ধিতে ফেরোক্‌সের অনুমোদন করেন নাই—বলজী কৌশলপূর্ব্বক মহম্মদসাকে, তাহাতে অনুমোদন করাইয়া লইলেন এবং সেই সন্ধির নিয়মানুসারে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে চৌথ এবং চৌথবাদ রাজস্বের দশমাংশ আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন। ১৭২০ অব্দে বলজীর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বাজীরাও পেশোয়ার পদে বৃত হইয়া দিল্লীপতিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন এবং মালবদেশ লুঠ করিয়া গুজরাট হইতে চৌথ আদায় করিলেন।

আসফ্‌জা বর্ষে বর্ষে কিছু টাকা দিয়া চৌথ ও 'সরদশমুখী' (রাজস্বের দশমাংশ দান) হইতে নিস্কৃতি পাইবার চেষ্টা পাইলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অনন্তর এই ছল ধরিলেন যে, ২য় শিবজীর মৃত্যুর সময়ে তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শম্ভু তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া দক্ষিণভাগে অবস্থিতি করিতেছেন—অতএব চৌথ প্রভৃতি তাহার প্রাপ্য কি সাহুর প্রাপ্য? অগ্রে তাহার নির্ণয় করা আবশ্যক। এই কথা শ্রবণে সাহু ও বাজী ক্রুদ্ধ হইয়া আসফ্‌জার অধিকার আক্রমণ করিলেন। আসফ্‌জা শম্ভুর সহিত মিলিত হইয়া ঐ আক্রমণ নিবারণের জন্য উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু সাহু তাঁহাকে এমনই ব্যতিব্যস্ত করিলেন যে, আসফ্‌জাকে শম্ভুর পক্ষ ত্যাগ করিয়া সাহুর সহিত সন্ধি করিতে হইল।

মহারাষ্ট্রে পেশোয়ার ন্যায় রাজপ্রতিনিধির কার্য্যও একটী

প্রধান পদ ছিল। ঐ প্রতিনিধি একদা শম্ভুকে অবরুদ্ধ করিয়া এই সন্ধি করিয়া লইলেন যে, সাহু সমুদায় মহারাষ্ট্রে রাজ্য করিবেন এবং শম্ভু কেবল কোলাপুরের সন্নিহিত ভূভাগের অধীশ্বর থাকিবেন। সাহু ও শম্ভুর উক্তরূপ সন্ধি হইয়া গেলে আসফ্‌জা অন্যরূপে অভীষ্টসিদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিলেন। মহারাষ্ট্রের পেশোয়া ও রাজপ্রতিনিধির ন্যায় সেনাপতির পদও পুরুষানুক্রমিক ছিল। মহারাষ্ট্র সেনাপতি দবরীর বাহুবলেই গুজরাট অধিকৃত হয়। এক্ষণে আসফ্‌জা, বাজীরাওএর প্রতি দবরীর ঈর্ষা উৎপাদন করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং সাহায্য করিয়া বাজীরাওএর প্রাধান্যলোপের জন্য দবরীকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতারিত করিলেন। শিবজীর পর বাজীরাওএর ন্যায় দক্ষ লোক মহারাষ্ট্রে আর জন্মে নাই—সুতরাং তাঁহাকে পরাস্ত করা সহজ নহে —দবরী যুদ্ধে হত হইলেন। বাজীরাও সদাশয়তা প্রকাশপূর্ব্বক দবরীর শিশু পুত্রকেই সেনাপতিত্বে বৃত করিয়া গুজরাটের অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রদান করিলেন (১৭৩১)। পিলজি গুইকুমার নামক যে অমাত্য উক্ত শিশুর প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশীয়েরা গুজরাটের সন্নিহিত বরদারাজ্যের বরাবর আধিপত্য করিতেছিলেন। সম্প্রতি ঐ রাজ্যে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইয়াছে—মলহর রাও গুইকুমার রাজ্যপালনে অসমর্থ এবং বরদাস্থ রেসিডেণ্টের প্রতি বিষপ্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছেন, ইত্যাদি নানা অপবাদ তাঁহার প্রতি অর্পিত হওয়ায় লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৫ অব্দে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন, এবং তদ্‌বংশীয় এক শিশুর প্রতি রাজ্যভার দিয়াছেন। বস্তুগত্যা ইংরেজেরাই এক্ষণে ঐ রাজ্য শাসন করিতেছেন।

উদজীপোয়ার, মলহররাও হুল্কার এবং রণজী সিন্ধিয়া নামক তিন ব্যক্তিকে বাজীরাও উন্নতপদে আরোহিত করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে উদজীপোয়ার ধারাবারের অধীশ্বর হয়েন। মলহররাও হুল্কারের বংশীয়েরা ইন্দোরে এবং রণজীসিন্ধিয়ার বংশীয়েরা গোয়ালিয়রে অদ্যাপি রাজত্ব করিতেছেন। এক্ষণে ঐ শেষোক্ত দুই রাজ্যকে যথাক্রমে হুল্কার ও সিন্ধিয়া রাজ্য কহে।

দবরীর নিধনের পর বাজীরাও এবং আসফজা উভয়েই, বিবাদ করিলে বিনষ্ট হইতে হইবে, ভাবিয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

১৭৩২ অব্দে বুন্দেলখণ্ডের কোন রাজা মালবের সুবাদার মহম্মদ খাঁ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া বাজীরাওএর আশ্রয়গ্রহণ করেন। বাজীরাও মহম্মদকে দূরীকৃত করিয়া দিলে রাজা কৃতজ্ঞতাস্বীকার স্বরূপ বাজীরাওকে প্রথমে ঝাঁসীপ্রদেশ ও পরে মৃত্যুকালে সমুদয় বুন্দেল খণ্ডের আধিপত্য প্রদান করেন।

মহম্মদ খাঁর পর জয়পুরাধিপতি ২য় জয়সিংহ মালবের সুবাদার হয়েন। ইনি বিজ্ঞানশাস্ত্রের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। ইহাঁরই সময়ে কাশীর মানমন্দির ও তত্রস্থ জ্যোতিষিক উৎকৃষ্ট যন্ত্রসকল নির্ম্মিত হয়। সমরকার্য্যে ইহাঁর তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না। ইনি পেশোয়া বাজীরাওকে দুর্দম্য দেখিয়া মালবদেশ সমর্পণ করেন। পেশোয়া মালব লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন, ভাবিয়া মহম্মদসাও তাহাতে আপত্তি করিলেন না। কিন্তু পোশোয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নহেন। তাঁহাকর্ত্তৃক নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া মহম্মদ সা সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইলে, বাজীরাও এরূপ অসঙ্গত দাওয়া করিয়া বসিলেন যে, মহম্মদ তাহাতে সম্মত হইতে

পারিলেন না। না পারুন, কিন্তু দিন দিন তাঁহার প্রভাবক্ষয় ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রভাববৃদ্ধি হইতে লাগিল; ইহা দেখিয়া আসফ্‌জাও শঙ্কিত হইলেন, এবং মহম্মদসার প্রার্থনানুসারে দিল্লীতে গমন করিয়া সৈনাপত্যগ্রহণপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে লণ্ডভণ্ড করিয়াদিল। অবশেষে ১৭৩৮ অব্দে তিনি পেশোয়ার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সন্ধির এই নিয়ম হইল যে, চর্ম্মণ্বতী নদীর দক্ষিণ সমস্ত ভূভাগ এবং রাজকোষ হইতে ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দেওয়ান হইবে। এই সন্ধির নিয়মানুযায়ী সমস্ত কার্য্যের শেষ হইবার পূর্ব্বেই নাদির সা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন।

নাদির সা প্রথমে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্ত্তী এক পশুপালক সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন। ১৭২২ অব্দে আফগানেরা পারস্য রাজ্যের দুরবস্থা করিলে পারস্যরাজের হতাবশিষ্ট এক মাত্র পুত্র তমাস্প ঐ পশুপালক সম্প্রদায়ের শরণ্যাপন্ন হয়েন। তাহাতে রণপণ্ডিত নাদির সংগৃহীত সেনার অধিনায়ক হইয়া পারস্যে প্রবেশপূর্ব্বক আফগানদিগকে দূরীভূত করিয়া প্রথমে তমাস্পকে সিংহাসনে আরোহিত করেন, পরে ১৭৩৬ অব্দে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং পারস্যের অধিপতি হয়েন। ইহার পর তিনি হিরাট ও কান্দাহার পরাজিত করিলেন এবং তাঁহার কতকগুলি আফগান শত্রু ভারতবর্ষাধিপতির রাজ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এই কথা বলিয়া মহম্মদ সার নিকটে প্রথমে পত্র—পরে একজন দূত প্রেরণকরিলেন। পত্রের উত্তর না পাওয়ায় এবং প্রেরিত দূত নিহত হওয়ায় নাদির ক্রুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ

পূর্ব্বক দিল্লীর ৫০ ক্রোশমাত্র অন্তরবর্ত্তী কর্ণাল নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন (১৭৩৮)।

মহম্মদ সা এ পর্য্যন্ত নাদিরকে বাধাদিবার কোন উপায় করিতে পারেন নাই। আসফ্জা ও সাদত খাঁর উপর বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ জন্মিয়াছিল। যাহাহউক কর্ণালে যুদ্ধ হইলে নাদির জয়ী হইলেন এবং মহম্মদ সাহ প্রভৃতি সকলেই তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিলেন। নাদির তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমে কোন উপদ্রব করিলেন না। পরে নাদির গতাসু হইয়াছেন, এই অলীক সংবাদে উৎসাহিত হইয়া দিল্লীবাসীরা কতকগুলি পারসীকের প্রাণবধ করিলে, নাদির ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া লুণ্ঠন ও হত্যা করিবার জন্য আদেশ দিলেন। প্রায় সম্পূর্ণ একদিন সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার চলিয়াছিল। নাদির, ইহার অল্পদিন পরেই সাজেহানের সেই প্রসিদ্ধ ময়ূরতক্ত ও অন্যূন ৩০ কোটি টাকা নগদ লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। বাটী যাইবার সময়ে তিনি মহম্মদ সাকে স্বপদে পুনঃস্থাপিত করেন, এবং সিন্ধুর সমগ্র পশ্চিমভাগ পারস্যরাজ্যের অধীন করিয়া লয়েন।

নাদির সার আক্রমণের পর দিল্লীপতির যেরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলেই সমগ্র দেশ তাঁহাদের অধীন হইতে পারিত, কিন্তু গৃহবিচ্ছেদনিবন্ধন তাঁহাদের সে চেষ্টা করার সুবিধা হইল না— যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তৎপাঠে বোঝা যাইবে যে, পেশোয়া বাজীরাও ক্রমে ক্রমে সাহুর হস্ত হইতে সমুদায় রাজক্ষমতাই আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রাধান্য বিলুপ্ত করিবার

জন্য এক্ষণে অনেকের চেষ্টা হইল। বরারের চৌথ আদায়ের ভারপ্রাপ্ত পরশুজী ভোঁস্‌লা * নামক একজন প্রধানপদ্বাধিষ্ঠিত ব্যক্তি গুজরাটের গুইকুমারের সহিত মিলিত হইয়া প্রথমেই ঐ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ইহার পর ১৭৪০ অব্দে বাজীরাওএর মৃত্যু হইল। বাজীরাওএর তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বলজী পেশোয়া হইলেন। তিনি পিতার ন্যায় রণপণ্ডিত না হইলেও কাপুরুষ ছিলেন না। পরশুজীর উত্তরাধিকারী রঘুজী ভোঁস্‌লা প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকে প্রতিবন্ধকতা করিলেও তিনি সে সকল অতিক্রম করিয়া স্বীয়পদে দৃঢ় হইয়া বসিলেন এবং নাদিরের আক্রমণের পূর্ব্বে আসফ্‌জা, সম্রাটের স্থানীয় হইয়া বাজীর সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী কার্য্য করাইবার জন্য সম্রাটকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভাস্করপণ্ডিত নামক উক্ত রঘুজীর এক সেনাপতি এবং পরে রঘুজী স্বয়ং বাঙ্গালাদেশে উপদ্রব † করিতে আরম্ভ করিলে, বাঙ্গালার তাৎকালিক সুদক্ষ নবাব আলিবর্দ্দিখাঁ সম্রাটের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সম্রাট অন্য কোনরূপে সাহায্যকরণের সুবিধা বোধ না করিয়া বলজীকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "যদি তুমি বাঙ্গালা হইতে রঘুজীর উপদ্রব নিবারণ করিয়া দাও, তাহা হইলে তোমাকে বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে ১১ লক্ষ টাকা এবং মালবদেশ প্রদান করিব।" বলজী বাঙ্গালায় আসিয়া কুলশত্রু রঘুজীকে তাড়াইয়া দিলেন

* ভবিষ্যতে পরশুজীর উত্তরাধিকারীরাই নাগপুরের (বরারের) রাজা হইয়াছিলেন।

† এই সকল উপদ্রব বর্গীর হাঙ্গাম নামে প্রসিদ্ধ।

এবং তাৎকালিক রাজধানী মুর্শিদাবাদের ধনাগার হইতে ১১ লক্ষ টাকা গ্রহণপূর্ব্বক প্রথমে মালবে, তৎপরে সেতারায় গমন করিলেন।

কিছুকাল পরেই রঘুজী বলজীর সম্মতিক্রমেই চৌথ আদায়ের জন্য পুনর্ব্বার বাঙ্গালাদেশে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ আলিবর্দ্দি অসীম পরাক্রম সহকারে ক্রমিক ১০ বৎসর যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইলেন এবং পরিশেষে ১৭৫১ অব্দে 'বাঙ্গালার চৌথস্বরূপ বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা এবং উড়িষ্যার সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রদান করিবেন —তাহা হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালায় আর কোনরূপ উপদ্রব করিবেন না' এই নিয়মে রঘুজীর সহিত সন্ধি করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রে নিঃসন্তান সাহুর মৃত্যু হয়। ঐ রাজ্য কোলাপুরের রাজার প্রাপ্য হইলেও তিনি পান নাই। দ্বিতীয় শিবজীর পুত্র রাম, রাজা হইয়া সাহুর সিংহাসনে উপবেশন করেন।

এদিকে পারস্যরাজ নাদির সাহার মৃত্যুর পর আমেদ আবদালী নামক একজন তদীয় সেনানী আফগানস্থানের স্বাধীন রাজা হয়েন। তিনি হীনপ্রতাপ মহম্মদসাকে পরাজিত করিবার মানসে ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে সহিন্দ প্রদেশে মহম্মদসার সেনারা তাঁহাকে পরাজিত করিয়া দূরীকৃত করে (১৭৪৮)। এই বৎসরেই মহম্মদ সার মৃত্যু হয়।

অহম্মদ সা।

১৭৪৮—৫৪।

মহম্মদ সার পর তৎপুত্র অহম্মদ সা সিংহাসনারূঢ় হইয়া পূর্ব্বমৃত সাদত খাঁর পুত্র সফ্দরজঙ্গকে আপন উজীরের পদ প্রদান করিলেন। ইতিপূর্ব্বে রোহিলানামে বহুসঙ্খ্যক পাঠান বহুদিন হইতে দিল্লীর রাজসংসারে কর্ম্ম করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। তন্মধ্যে আলি মহম্মদ নামক একজন সর্দ্দার, অধুনা রোহিলখণ্ড নামে খ্যাত সমগ্র ভূভাগের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। মহম্মদ সা ১৭৪৫ অব্দে ইহাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সর্হিন্দ প্রদেশের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে রোহিলারা আবার প্রবল হইয়া সমগ্র রোহিলখণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন। অহম্মদ সার উজীর সফ্দর জঙ্গ রোহিলাদিগের বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি এই সময়ে উহাদের উচ্ছেদসাধনের সঙ্কল্প করিয়া স্বতঃ পরতঃ কয়েকটী যুদ্ধ করেন, কিন্তু সে সকল যুদ্ধে জয়ী হইয়া রোহিলারা লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করিল। তখন তিনি সঙ্কটে পড়িয়া মহারাষ্ট্রসেনানী সিন্ধিয়া ও হল্কারের আনুকূল্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সহায়তায় রোহিলারা বশীভূত হইল। (১৭৫১)

সফ্দরজঙ্গ যখন রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে আফগানরাজ আমেদ আবদালী আবার পঞ্জাব আক্রমণ করেন, এবং দিল্লীশ্বর তাঁহাকে ঐ প্রদেশ সমর্পণ করিয়া সন্ধি করেন। সফ্দরজঙ্গ, সম্রাটকৃত এই সন্ধি অত্যন্ত অবমানকর ভাবিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই সূত্রে সম্রাটের সহিত

মনোভঙ্গ হওয়ায় উজীরত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক অযোধ্যায় গমন করি-লেন। ঐ সময় হইতে অযোধ্যা স্বাধীন হইল। (১৭৫৩)

সফ্দরজঙ্গের পর আসফজার পৌত্র গাজীউদ্দীন অহম্মদ সার উজীর হইয়াছিলেন। ইনি ১৭৫৪ অব্দে অহম্মদ সাকে অন্ধ ও কারারুদ্ধ করিয়া অপর একজন রাজবংশীয়কে সিংহাসনে আরোহিত করেন।

দ্বিতীয় আলমগীর।

১৭৫৪—৫৯।

এই নূতন সম্রাটের নাম ২য় আলমগীর হইল। এই সময়ে দিল্লীসাম্রাজ্যের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। গুজরাট, বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, পঞ্জাব, হায়দরাবাদ, মহারাষ্ট্রদেশ ও কর্ণাট এই সমুদায় প্রদেশই উক্ত সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন হইয়াছিল। এই সময়ে শিখেরাও দিন দিন প্রবল হইতেছিল এবং জাঠেরা আগরার সমীপে প্রবল হইয়া ভরতপুরকে রাজধানী করিয়া একটী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। এই সময়ে আবার গাজীউদ্দীন পঞ্জাবদেশ অধিকার করিবার প্রয়াস পাওয়ায় দিল্লীরাজ্যের দুরবস্থার সীমা রহিল না।

গাজীউদ্দীন বিশ্বাসঘাতকতাসহকারে পঞ্জাবদেশ অধিকৃত করিলে ঐ দেশের স্বত্বাধিকারী আফগানস্থানস্থ আমেদ আব-দালী কুপিত হইয়া সসৈন্যে ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লীনগরে প্রবেশ করিলেন এবং নাদিরসাহের ন্যায় দিল্লীবাসিগণের ধনপ্রাণ হরণ-পূর্ব্বক এক রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করি-

লেন (১৭৫৭)। গমন সময়ে তিনি সম্রাটের প্রার্থনানুসারে গাজীউদ্দীনকে দমনে রাখিবার জন্য একজন রোহিলা সামন্তকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিয়া যান। কিন্তু আমেদ প্রস্থান করিলেই গাজী মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যে ঐ সেনাপতিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া স্বয়ং সমুদায় কর্তৃত্ব গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিলেন। অনন্তর মহারাষ্ট্রীয়েরা পঞ্জাব দেশ অধিকার করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর মহারাষ্ট্রীয়েরা অযোধ্যার আক্রমণ ও দিল্লীর সাম্রাজ্যগ্রহণের অভিসন্ধি করিলেন। তাঁহাদের তৎকালে যেরূপ প্রভাববৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে উহা করা অসম্ভব ছিল না। ইহাঁদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা একত্র হইলেন। এই সময়ে আমেদ পুনর্ব্বার এদেশে আসিয়া সিন্ধিয়া ও হুলকারের সেনাদিগকে একবার পরাজিত করিলেন। এই সময়ে গাজীউদ্দীন আলমগীরকে বিনষ্ট করিয়া সাজেহান নামে অপর যাঁহাকে সিংহাসনারূঢ় করিলেন, কেহই তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিল না—সুতরাং আলমগীরের পুত্র সাহ আলমই সকলের নিকট সম্রাট বলিয়া গণ্য হই-লেন। (১৭৫৯)।

সাহ আলম [আলীগোহর] মোগলদিগের শেষ সম্রাট। পিতার নিধনকালে ইনি বঙ্গদেশে ছিলেন। ইহাঁর রাজত্বের বিশেষ বিবরণ ইঙ্গরেজদিগের অধিকার বর্ণনসময়ে বিবৃত হইবে।

সিন্ধিয়া ও হুলকারের সেনারা পরাজিত হইলেও মহারা-ষ্ট্রীয়েরা ভগ্নোৎসাহ না হইয়া আমেদসার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমধিক আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং পেশোয়া বলজীর ভ্রাতৃ-

পুত্র সদাশিব পেশোয়ার পুত্র বিশ্বনাথের সমভিব্যাহারে ১ লক্ষ ৪০ হাজার সৈনিকপুরুষ সঙ্গে লইয়া দিল্লী প্রদেশে আগমন করিলেন এবং দিল্লী অধিকার করিয়া তত্রত্য সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিলেন (১৭৬০)। আমেদ সা কণ্টকস্বরূপ না থাকিলে ঐ সময়েই বিশ্বনাথকে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করান হইত; কিন্তু তাহা না করিয়া এক্ষণে আমেদ সাকে দূরীকৃত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। আমেদ সা তখন অযোধ্যার প্রান্তদেশে থাকিয়া তত্রত্য নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করিতেছিলেন। তিনি একবার ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা শঙ্কিত হইয়া পানীপথের নিকট যাইয়া শিবিরস্থাপন করিলেন এবং ঐ স্থানেই আমেদসার সহিত তাঁহাদের যুদ্ধারম্ভ হইল। তখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের ৭০ হাজার অশ্বারোহী, ১৫ হাজার পদাতি এবং ২০০ শত কামান এবং আমেদ সার ৫৩ হাজার অশ্বারোহী, ৩৮ হাজার পদাতি ও ৩০টী কামান ছিল। কিন্তু দৈবের গতি কি বিচিত্র! এই যুদ্ধে (১৭৬১ অব্দের) মহারাষ্ট্রীয়েরা আফ্‌গানরাজের নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন, এবং সদাশিব ও বিশ্বনাথ উভয়েই নিহত হইলেন; অন্যান্য সেনাপতি ও সেনারা কেহই প্রায় নিস্তার পাইল না। পাঠানেরা বহুদূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া প্রায় সকলকেই বিনষ্ট করিল;— এমন কি মহারাষ্ট্রীয়দিগের এক প্রাণীও জীবিত ছিল কি না সন্দেহ। এই নিদারুণ দুঃসংবাদ মহারাষ্ট্রে পৌছিলে শোক ও মনঃক্ষোভে বলজীর মৃত্যু হইল এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

এই যুদ্ধের পর আমেদ সা মনে করিলেই দিল্লীর সম্রাট হইতে

পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না হইয়া স্বদেশ প্রস্থান করিলেন। সাহ আলম তখন বাঙ্গালায় থাকিয়া ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধাদি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তখন বস্তুগত্যা ইঙ্গরেজেরাই ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়াছিলেন; অতএব অতঃপর ইঙ্গরেজদিগের রাজত্ব প্রাপ্তির উপযোগী বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ২য় লর্ড এল্‌গিনের আগমন পর্য্যন্ত তাঁহাদেরই রাজত্বের বিবরণ লিখিত হইতে চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইউরোপীয়দিগের ভারতবর্ষে আগমন।

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতে সমৃদ্ধি ও সভ্যতার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত হিরাডোটস্-প্রণীত গ্রীক্‌দিগের প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থে ভারতবর্ষের নামোল্লেখ আছে। মাসিডনের অধিপতি আলেক্‌জাণ্ডারের পূর্ব্বে কোন ইউরোপীয় এ দেশে আসিয়াছিলেন কি না, বলা যায় না। দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে আলেক্‌-জাণ্ডারের এ দেশে আগমনের বহুকালপরে ইউরোপীয়েরা ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যাদি কার্য্যের জন্য এ দেশে আসিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বেও মিশর, আরব, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশের বণিকেরা এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। ইউরোপীয়-জাতির মধ্যে, বোধ হয়, রোমকেরাই বাণিজ্যকার্য্যের জন্য সর্ব্ব-প্রথমে এদেশে আগমন করিলেন।

১৪৯৭ খৃঃ অব্দে ভাস্কো ডিগামা নামক একজন পর্ত্তুগীজ

নাবিক ৩ খান জাহাজ লইয়া উত্তমাশাঅন্তরীপ বেষ্টনপূর্ব্বক এ দেশে আগমন করেন এবং মলবারের উপকূলস্থ কালিকট নগরে উত্তীর্ণ হয়েন। তৎকালে সেকেন্দরলোদি দিল্লীর সম্রাট এবং জেমোরিন কালিকটের রাজা ছিলেন। জেমোরিন প্রথমে পর্ত্তুগীজদিগের প্রতি বিশেষ সদ্ভাবপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু মুর নামে খ্যাত যে সকল আরব এবং মিশরীয় বণিকগণ তৎকালে ঐ প্রদেশে বাণিজ্য করিতেছিল, তাহাদের কুমন্ত্রণায় তাঁহার সে সদ্ভাব অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। ক্রমশঃ পোর্ত্তুগীজদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইতে লাগিল। ইহার পর পোর্ত্তুগাল হইতে ক্রমে ক্রমে অনেক জাহাজ আসিয়া ঐ প্রদেশে উপস্থিত হওয়াতে পোর্ত্তুগীজেরা প্রবল হইয়া উঠিলেন এবং দেশীয় রাজা ও অন্যান্য লোকদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে জয়লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সকল জয়লাভের পর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অনেক প্রদেশে আপনাদের বাণিজ্য স্থাপন করিলেন। তন্মধ্যে গোয়া প্রধান হইল। উহা ভিন্ন বঙ্গদেশে হুগলী ও আরাকানে দুইটী কুঠী করিলেন এবং পারস্যের আর্ম্মজ্‌দ্বীপ, সিংহলদ্বীপ এবং বঙ্গ ও ভারতসাগরস্থ আরও নানা দ্বীপে বাণিজ্যবিস্তার করিয়া ঐ দুই সাগরে আপনাদের একাধিপত্য স্থাপন করিয়া তুলিলেন। ১৬ শতাব্দীর শেষ পর্যান্ত তাঁহাদের এই একাধিপত্য ছিল। অনন্তর ওলন্দাজ, দিনেমার, ইঙ্গরেজ ও ফরাসীদিগের আগমনে ক্রমশঃ তাঁহাদের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়।

ওলন্দাজেরা পোর্ত্তুগীজদিগের বাণিজ্য সমৃদ্ধি দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া এদেশে আসিতে অভিলাষী হয়েন এবং ১৫৯০ খৃঃ

অব্দে ৪ খান জাহাজ লইয়া যাবা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ সমূহে উপস্থিত হইয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরেই তাঁহারা প্রবল হইয়া পোর্ত্তুগীজদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের অনেক কুঠী কাড়িয়া লয়েন। বঙ্গদেশে চুঁচুড়া নগরে ওলন্দাজেরা এক কুঠী করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ কুঠী দুর্গবদ্ধ হয়। চুঁচুড়া ১৮২৪ অব্দ পর্য্যন্ত ওলন্দাজদিগের অধীন ছিল। ঐ অব্দে ইঙ্গরেজেরা সুমাত্রা-দ্বীপস্থ কোন স্থান প্রদান করিয়া এই নগর ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

দিনেমারেরাও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে ট্রঙ্কুয়িবার নামক স্থানে এবং বঙ্গদেশে শ্রীরামপুরে এক এক কুঠী করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর তদবধি তাঁহাদের অধীন ছিল। ১৮৪৫ অব্দে ইঙ্গরেজেরা উহা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

১৬০০ অব্দে ইংলণ্ডের কতিপয় বণিক ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকটে এক সনন্দপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বণিক সম্প্রদায়ই "ইষ্ট-ইণ্ডিয়াকোম্পানি" নামে খ্যাত। প্রথমে ১৫ বৎসরের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে এই অধিকার দেওয়া হয়; পরে সময়ে সময়ে উহা বাড়াইয়া লওয়া হইয়াছিল। প্রাপ্তাধিকার কোম্পানি আপনাদের কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্ত লণ্ডন নগরে "কোর্ট অব্ ডিরেক্টর" নামে এক সভা স্থাপন করেন। ঐ সভায় ২৩ জন সদস্য ও এক জন সভাপতি নিযুক্ত হয়েন। ১৬০১ অব্দে কাপ্তেন লাঙ্কেষ্টার কোম্পানির ৫ খানি জাহাজ সহিত সুমাত্রাদ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়া এক

কুঠী করেন। ইহার পর কোম্পানির আরও জাহাজ ক্রমে ক্রমে আগমন করায় সুমাত্রা ও তৎসন্নিহিত দ্বীপ সকলে উহাঁদিগের বাণিজ্যকার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতি হয়। পোর্ত্তুগীজেরা ইহাতে ক্ষতি-বোধ করিয়া ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরাজিত হয়েন।

ইহার পর ইঙ্গরেজেরা ক্রমে ক্রমে পিপ্‌লি, মৎস্যপত্তন, সুরাট, কালিকট, হুগলী, কাশীমবাজার, পাটনা প্রভৃতি নানা স্থানে কুঠীস্থাপন করিলেন। ঐ সুরাটের কুঠীস্থ ডাক্তার বৌটন্ ১৭৩৮ অব্দে সম্রাট সাজেহানের কোন পীড়িত কন্যার চিকিৎসার্থ নিযুক্ত হইয়া কৃতকার্য্য হয়েন। ইহাতে সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া ডাক্তারের প্রার্থনানুসারে কোম্পানিকে বাণিজ্য বিষয়ক কতক-গুলি সুবিধাজনক অধিকার প্রদান করেন। উক্ত ডাক্তারের ঐরূপ চিকিৎসার জন্যই বাঙ্গালার নবাব সাহ্‌জার নিকট হইতেও কোম্পানির অনেক সুবিধা লাভ হইয়াছিল।

ইঙ্গরেজেরা বিজয় নগরের রাজাকর্ত্তৃক আহূত হইয়া ১৬৪০ অব্দে তাঁহার অধিকার মধ্যে দুর্গের দ্বারা বদ্ধ একটী কুঠী করেন এবং ঐ দুর্গের নাম "ফোর্ট সেণ্ট জর্জ" রাখেন। ইহাই মান্দ্রাজ-নগরের সূত্রপাত। ১৬৫৩ অব্দে এই নগরকে একটী প্রেসিডেন্সী অর্থাৎ করমণ্ডল উপকূলস্থ সমস্ত বাণিজ্যের প্রধান স্থান করা হয়।

১৬৬২ অব্দে ইঙ্গলণ্ডের রাজা ২য় চার্লস্ পোর্ত্তুগালের রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়া বোম্বেনগর যৌতুক স্বরূপ পাইয়াছিলেন। ১৬৬৮ অব্দে তিনি উহা কোম্পানিকে প্রদান করিলে কোম্পানি ঐ নগরকে পশ্চিম উপকূলস্থ বাণিজ্যের প্রধানস্থান (প্রেসিডেন্সি) করেন।

১৬৯৬ অব্দে ইঙ্গরেজেরা সম্রাট আরঙ্গেবের পুত্র আজামের নিকট হইতে কলিকাতা, সূতানুটী ও গোবিন্দপুর নামক তিনখানি গ্রাম ক্রয় করিয়া ঐ স্থানে এক কুঠী করেন। ১৬৯৮ অব্দে ঐ কুঠী 'ফোর্ট উইলিয়ম্' নামক নূতন নির্ম্মিত দুর্গের দ্বারা বদ্ধ হয়। ১৭১৫ অব্দে এই নগরও একটী স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি হইয়াছিল।

এইরূপে ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানি এদেশের নানাস্থানে বাণিজ্য করিতেছিলেন। মধ্যে ইঙ্গলণ্ডের রাজা ২য় চার্লস্ আর এক বণিক্‌সম্প্রদায়কেও ঐরূপ সনন্দ দিয়াছিলেন। তাহাতে উভয় কোম্পানির ভারতবর্ষে অনেক বিবাদ বিসম্বাদ ও কার্য্যক্ষতি হইয়াছিল। অনন্তর ১৭০৮ অব্দে উহাদের একতা হয় এবং একতাপ্রাপ্ত সেই কোম্পানি 'ইউনাইটেড ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামে খ্যাত হয়েন। এই সমবেত কোম্পানি বাঙ্গালার নবাবের সহিত কখন সদ্ভাবে কখন অসদ্ভাবে থাকিয়া অনেকদিন এদেশে বাণিজ্য করেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবনিবারণের জন্য ১৭৪২ অব্দে কলিকাতার চতুর্দ্দিকে 'মহারাষ্ট্রখাত' নামে এক পরিখা প্রস্তুত হয়। প্রায় ঐ সময় হইতেই কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে এই তিন নগরে সামান্যরূপ এক একটী বিচারালয় স্থাপিত হয় ও কতকগুলি সৈন্য রাখিবারও ব্যবস্থা হয়। ঐ সকল সৈন্যদ্বারা ইঙ্গরেজদিগকে মধ্যে মধ্যে বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। কিঞ্চিৎ পরেই ফরাসিদিগের সহিত উহাঁদের যুদ্ধের বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

ফরাসীরা ১৬০৪ অব্দে এদেশে বাণিজ্য করিতে আইসেন, এবং মরিসস্ বোর্বোঁ প্রভৃতি দ্বীপসমূহে অনেক কাল বাণিজ্য

করিয়া ১৬৬৪ অব্দে সুরাটে এক কুঠী নির্ম্মাণ করেন। অনন্তর ১৬৭৪ অব্দে পণ্ডিচরী এবং ১৬৮৮ অব্দে চন্দননগর তাঁহাদের প্রধান বাণিজ্যস্থান হয়। এতদ্ভিন্ন মাহী, কারিকোল প্রভৃতি আরও কয়েক স্থানে তাঁহাদের কুঠী হইয়াছিল, কিন্তু সেই সকলের মধ্যে পণ্ডিচরী সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী হয়।

১৭৪৪ অব্দে ইউরোপে ইঙ্গরেজ ও ফরাসীদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভারতবর্ষেও ঐ দুই জাতির মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। ঐ বিবাদের প্রথমে মরিসস্ ও বোর্বোঁ দ্বীপের শাসনকর্ত্তা লাবর্ডোনে ইঙ্গরেজদিগের মান্দ্রাজনগর আক্রমণ ও অধিকার করিলেন এবং পণ্ডিচরীর শাসনকর্ত্তা ডুপ্লে ইঙ্গরেজদিগের উপর অনেক উৎপীড়ন করিলেন। ইঙ্গরেজেরা পণ্ডিচরী অধিকার করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অনন্তর *১৭৪৮ অব্দে ইউরোপে উভয় জাতির সন্ধি স্থাপিত হইলে এদেশেও* সমুদায় বিবাদের আপাততঃ নিষ্পত্তি হইল।

উক্ত বৎসরেই দাক্ষিণাত্যস্থ নিজামবংশের আদি পুরুষ নিজাম্ উলমূলকের (আসফজার) মৃত্যু হইলে তদায় সিংহাসন লইয়া তাহার পুত্র নাজিরজঙ্গ এবং দৌহিত্র মজঃফরজঙ্গ এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল; এবং ঠিক ঐ সময়ে উক্ত দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাট প্রদেশের নবাবীপদ লইয়া উহার তাৎকালিক নবাব আনোয়ারুদ্দীন এবং ভূতপূর্ব্ব নবাবের জামাতা চণ্ডসাহেব পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরাসীরা এই সুযোগে আপনাদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে মজ়ঃফরজঙ্গ ও চণ্ডসাহেবের সাহায্য করণার্থ বুসি নামক এক সেনাপতিকে সৈন্যসহ পাঠাইয়া দিলেন। বসির সহায়তায় যে সকল যুদ্ধ

হইয়াছিল, তাহাতে নিজামপুত্র নাজীরজঙ্গ জয়ী ও তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী মজঃফরজঙ্গ বন্দীভূত হইলেন এবং কর্ণাটের নবাব আনোয়ারুদ্দীন হত হইলেন। কিন্তু নাজীরজঙ্গ সে যুদ্ধে জয়ী হইয়াও অধিককাল রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। তিনি কিয়দ্দিন পরেই কোন প্রাদেশিক নবাবের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে, ফরাসীরা মজঃফরকে বন্দীভাব হইতে মুক্ত করিয়া নিজামরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু মজঃফর কিছুদিন পরেই নিজ সেনাদিগের কর্তৃক হত হইলে, ফরাসীরা নাজীরজঙ্গের ভ্রাতা সলাবৎজঙ্গকে তৎপদে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। ইহাতে ঐ রাজ্যের গোলযোগ নিবৃত্ত হইল।

এদিকে কর্ণাটের নবাব আনোয়ারুদ্দীন নিহত হওয়ায় চণ্ড সাহেব কর্ণাটের রাজধানী আর্কট নগর অধিকৃত ও বশীভূত করিলেন। আনোয়ারুদ্দীনের পুত্র মহম্মদ আলী সপরিবারে ত্রিঞ্চিনপল্লীস্থ দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। ইঙ্গরেজেরা এ যুদ্ধে এপর্য্যন্ত উদাসীন ছিলেন, কিন্তু ঐ যুদ্ধোপলক্ষে ফরাসীদিগের যে প্রকার আধিপত্য, সম্মান ও বাণিজ্যবিষয়ক অধিকার লাভ হইল, তদ্দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন এবং মহম্মদ আলীর সহায়তাকরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ত্রিঞ্চিনপল্লীতে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। চণ্ড সাহেবও ঐ সময়ে ফরাসীদিগের সহায়তায় ত্রিঞ্চিনপল্লী অবরোধ করিয়াছিলেন। ঐ নগর চণ্ড সাহেবের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের মধ্য হইতে ক্লাইব নামক নূতন বীরপুরুষ বহির্গত হইয়া ঐ নগর রক্ষা করিলেন।

ক্লাইব ১৮ বর্ষ বয়সে মাদ্রাজে আসিয়া কোম্পানির কেরাণিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু ঐ কার্য্য তাঁহার প্রকৃতির অনুরূপ

না হওয়ায় বিরক্ত হইয়া দুইবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, এবং দুইবারই ভ্রষ্টোদ্যম হওয়ায় সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। এক্ষণে চণ্ড সাহেব ত্রিঞ্চিনপল্লী অবরোধ করিলে তিনিই যুক্তি করিয়া অল্পমাত্র সেনাসহ গমনপূর্ব্বক চণ্ডসাহেবের রাজধানী আর্কটনগর অবরোধ ও অধিকার করিলেন। সুতরাং চণ্ড সাহেবকে ত্রিঞ্চিনপল্লীর অবরোধকারী সৈন্যদিগের মধ্য হইতে কতক সৈন্য লইয়া শত্রু-হস্ত-পতিত রাজধানীর পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিতে হইল। কিন্তু ক্লাইব এরূপ রণ-পাণ্ডিত্য ও এরূপ সাহস সহকারে নগরের রক্ষা করিলেন যে, চণ্ড সাহেবের সেনারা কোনরূপে উহার পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইল না। এই সময়ে মেজর লরেন্স ইঙ্গলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্লাইবের সহিত যোগ দেন এবং মহীশূর প্রভৃতি হইতে মহম্মদ আলীর সাহায্যার্থে অনেক সৈন্য ত্রিঞ্চিনপল্লীতে উপস্থিত হয়। ইঙ্গরেজেরা ইহাতে আরও বর্দ্ধিতবল হইয়া ত্রিঞ্চিনপল্লীর অবরোধকারী সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। ফরাসীরা আর বিজয়ের আশা নাই দেখিয়া, ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন; চণ্ড সাহেবের প্রাণদণ্ড হইল; মহম্মদ আলী নির্ব্বিবাদে আর্কটের নবাব হইলেন; ইঙ্গরেজদিগের বাণিজ্য বিষয়ে অনেক অধিকারলাভ হইল।

পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ সকল দ্বারা ফরাসীরা খর্ব্বগর্ব্ব হইলেন বটে, কিন্তু বিরোধ একেবারে মিটিল না। ১৭৫৬ অব্দে ইউরোপে পুনর্ব্বার উভয় জাতির সংগ্রাম উপস্থিত হইলে এদেশেও পূর্ব্ববৎ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এবারে ফরাসীদিগের পক্ষে লালি বা বুসি এবং ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে আয়র কূট সাহেব সেনাপতি

ছিলেন। এইবারকার যুদ্ধে ফরাসীরা প্রথমে জয়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা পরাজিত হয়েন এবং তাঁহাদের প্রধান স্থান পণ্ডিচরী ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হয়। অনন্তর ১৭৬৩ অব্দে উভয় জাতির সন্ধি হইলে ফরাসীরা পুনর্ব্বার পণ্ডিচরী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষে উহাঁদিগের আর আধিপত্য ছিল না এবং বাণিজ্যকার্য্যও এক প্রকার উচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালা অধিকার।

নবাব আলিবর্দ্দিখাঁর পরে তাঁহার দৌহিত্র ১৯ বর্ষবয়স্ক সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী পদে অধিরূঢ় হয়েন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাটের প্রভাব এরূপ হীন হইয়াছিল যে, তাঁহার নিকট হইতে সনন্দ লওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। যাহাহউক, তরলমতি নিষ্ঠুর সিরাজ, মাতামহের অতি প্রশ্রয়ে এরূপ বিকৃতস্বভাব, অত্যাচারী ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার উপদ্রবে লোকের ধন প্রাণের ও স্ত্রী-জাতির সতীধর্ম্মের রক্ষা হওয়া কঠিন হইয়াছিল। ইনি প্রথমাবধিই ইঙ্গরেজদিগের সমৃদ্ধিদর্শনে ঈর্ষা করিতেন; এক্ষণে কিরূপে তাঁহা-দের সমুচ্ছেদ করিবেন, তাহার চেষ্টায় রহিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণদাস নামক কোন ধনবান্ হিন্দু ইহাঁর উপদ্রবে ভীত হইয়া কলিকাতায় গিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। নবাব তাঁহাকে প্রত্য-

র্পণ করিবার জন্য পত্র লিখিলেন, কিন্তু ইঙ্গরেজেরা শরণাপন্নকে শত্রুহস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন না। আর এই সময়েই ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ সম্ভাবনা করিয়া নবাবের নিষেধসত্ত্বেও ইঙ্গরেজেরা কলিকাতাস্থ দুর্গের সংস্কার করিতে ছিলেন। নবাব এই দুই সূত্র অবলম্বন করিয়া ইঙ্গরেজদিগের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিলেন এবং কাশীমবাজারস্থ কুঠী লুঠ করিয়া সসৈন্যে কলিকাতায় গমন পূর্ব্বক ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন। তখন কলিকাতায় ইঙ্গরেজদিগের অল্পমাত্র সৈন্য ছিল। নবাব তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দুর্গ অধিকার ও ধনাগার লুণ্ঠন করিলেন। দুর্গ-পরাজয়ের দিবস তাঁহার কর্ম্মচারীরা ১৪৬ জন ইঙ্গরেজ বন্দীকে এক অপ্রশস্ত গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখে। বন্দীরা রাত্রিমধ্যে ঐ গৃহে বায়ুর অভাব, গ্রীষ্ম ও জলপিপাসায় নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ২৩ জন ব্যতিরিক্ত সকলেই প্রাণত্যাগ করে। ১৭৫৬ অব্দের ২০ এ জুন এই ব্যাপার ঘটে—এই ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে "অন্ধকূপ হত্যা" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

কলিকাতার দুরবস্থার সংবাদ মাদ্রাজে পৌছিলে ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন সাহেব দেশী ও বিলাতীতে প্রায় ২॥ হাজার সৈন্যসমেত কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ নগর পুনর্ব্বার অধিকৃত করিলেন। নবাব এই সংবাদ পাইয়া পুনর্ব্বার কলিকাতা যাইলেন। কিন্তু এবার ক্লাইবের নিকট পরাজিত হইয়া সন্ধি করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর নবাব ইঙ্গরেজদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য গোপনে ফরাসীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, কিন্তু চতুর ক্লাইব ইহার সন্ধান পাইয়া ফরাসডাঙ্গা (চন্দননগর) আক্রমণ ও ও ফরাসীদিগকে পরাজিত করিলেন। অতঃপর অব্যবস্থিতচিত্ত

নবাব কখন ইঙ্গরেজদিগের প্রতি নিরতিশয় কোপ প্রকাশ করিতেন,—কখন বা ভয়বিহ্বল হইয়া তাঁহাদের সহিত সৌহার্দ্দবর্দ্ধনার্থ সচেষ্ট হইতেন। ক্লাইব এই সকল দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, এই উদ্ধত বালক রাজ্যাধিকারী থাকিতে তাঁহাদের ভদ্রস্থতা নাই।

এই সময়ে দুর্বৃত্ত নবাবকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত তাঁহার সেনাপতি মীরজাফর, মন্ত্রী রায়দুর্লভ, কোষাধ্যক্ষ জগৎশেঠ প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা ষড়্‌যন্ত্র করিয়া ক্লাইবকে আহ্বান করিলেন; ক্লাইবও পরমানন্দ সহকারে তাহাতে যোগ দিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিলেন। ঐ পত্রে লিখিত হইল, যে, মীরজাফর সহকারিতা করিয়া নবাবকে পদচ্যুত করিয়া দিলে তিনিই বাঙ্গালার নবাব হইবেন, এবং ইঙ্গরেজেরা তাঁহার নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রচুর ধন এবং কলিকাতার সমীপস্থ অনেক ভূমি পাইবেন। এই সকল স্থির হইলে, উক্ত চক্রান্তের অন্তর্গত উমিচাঁদ নামক এক জন বণিক্ বলিয়া বসিল যে, 'আমি ত্রিশ লক্ষ টাকা না পাইলে সমুদয় প্রকাশ করিয়া দিব।' তখন কর্ম্মদক্ষ ক্লাইব এক মিথ্যা প্রতিজ্ঞাপত্রে জাল স্বাক্ষর করিয়া উমিচাঁদকে দেখাইয়া শান্ত করিলেন।

এই সমুদয় স্থির হইলে ক্লাইব প্রায় ৩ হাজার সৈন্যসমেত মুর্শিদাবাদে যাত্রা করিলেন। নবাব প্রায় ৫০ হাজার সেনা সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া দক্ষিণে ১২ ক্রোশের পর পলাশীর মাঠে ক্লাইবের সৈন্যের পুরোভাগে শিবির সন্নিবেশন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে উভয় পক্ষের যুদ্ধারম্ভ হইলে অনেকক্ষণ জয়পরাজয় স্থির হইল না, বেলা দুই প্রহরের

পর বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের কুমন্ত্রণায় নবাব, যুধ্যমান সেনা-দিগকে হঠাৎ যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার আজ্ঞা দেওয়ায় তাহারা অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া পলায়ন করিল; সুতরাং ক্লাইব সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন। সিরাজউদ্দৌলাও তখন অনন্যোপায় হইয়া উষ্ট্রে আরোহণ পূর্ব্বক প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২৩এ জুন তারিখে এই ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়। ঐ দিন হইতেই ভারত রাজলক্ষ্মী মুসলমানদিগের গৃহ হইতে ইঙ্গরেজ দিগের গৃহে গমন করেন, এরূপ নির্দ্দেশ অসঙ্গত হয় না। অতঃপর জয়োল্লাসিত ক্লাইব মুর্শিদাবাদে গমন পূর্ব্বক মীরজাফরকে সিংহাসনে আরোহিত করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রতিজ্ঞানুযায়ী আপনাদের পাওনার প্রথম ক্ষেপস্বরূপ বিস্তর টাকা গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতায় পাঠাইলেন। ও দিকে সিরাজউদ্দৌলাও পলাইয়া অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। তিনি ভগবানগোলায় ধরা পড়েন এবং মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া মীরজাফরের পুত্র মীরণ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন।

মীরজাফর—ক্লাইব।

এই ঘটনার পরেই লণ্ডনস্থ ডিরেক্টর সভা ক্লাইবের প্রতি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কলিকাতার গবর্ণরী পদে নিযুক্ত করিলেন। ১৭৫৯ অব্দে মীরজাফর শুনিলেন যে, সম্রাটপুত্র আলীগোহর [সাহ আলম] তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পাটনা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন এবং নগর অবরুদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি ভীত হইয়া ক্লাইবের শরণ লইলেন। ক্লাইব অবি-

মধ্যে সৈন্য প্রেরণ করিয়া ঐ নগর উদ্ধার করিলেন। সাহ আলম স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। এই উপকার পরিশোধের জন্য মীরজাফর ক্লাইবকে কলিকাতার সন্নিহিত প্রদেশে এমন একটী জায়গীর দিলেন, যাহার বার্ষিক আয় ত্রিশ লক্ষ টাকা। দাক্ষিণাত্যের উত্তরসরকার প্রদেশ এ পর্য্যন্ত ফরাসীদিগের অধিকৃত ছিল। তাঁহাদিগকে তথা হইতে তাড়াইবার জন্য ইহার পূর্ব্ববৎসর অর্থাৎ ১৭৫৯ অব্দে কর্ণেল ফোর্ড ঐ দেশে প্রেরিত হইয়া একরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তখন সকলেরই বোধ হইয়াছিল যে, ক্লাইব দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা—নবাব মীরজাফর সাক্ষিগোপাল মাত্র। নবাবও ক্লাইবের ঈদৃশ ক্ষমতাদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে খর্ব্ব করিবার মানসে চুঁচুড়াস্থ ওলন্দাজদিগের সহিত মন্ত্রণা করিলেন, কিন্তু ক্লাইব কালবিলম্ব না করিয়া কর্ণেল ফোর্ডকে সৈন্যসহ চুঁচুড়ায় পাঠাইলেন। চুঁচুড়া পরাজিত হইল, এবং ওলন্দাজেরা ইঙ্গরেজদিগের সহিত হীনসন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া ১৭৬০ অব্দে ক্লাইব স্বদেশযাত্রা করিলেন।

বান্সিটার্ট সাহেব ক্লাইবের পদে অধিরূঢ় হইলেন। ইনি ক্লাইবের ন্যায় কার্য্যদক্ষ ছিলেন না। ইহাঁর সময়ে সাহ আলম্ আবার পাটনা আক্রমণ করেন, কিন্তু মীরণ ও কালিয়ড্ সাহেব যাইয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া দেন। ঐ স্থানেই মীরণ শিবিরমধ্যে বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই ইঙ্গরেজদিগের নিকট মীরজাফরের ঋণ বাড়িতেছিল। এক্ষণে মীরণের মৃত্যুতে রাজকার্য্যের আরও বিশৃঙ্খলা হওয়ায়, ঐ ঋণের এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে, তাহার পরিশোধ হওয়া এক প্রকার

অসম্ভব হইয়া পড়িল। ঐ সময়ে ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীরাও অত্যন্ত অর্থগৃধ্নু হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করা নবাবের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এ জন্য তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়া নবাবকে পদচ্যুত করিলেন এবং তাঁহার জামাতা মীর কাসিমকে ঐ পদ প্রদান করিলেন।

মীরকাসিম এই উপকারের পুরস্কার স্বরূপ বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন জিলা কোম্পানিকে সমর্পণ করিলেন; এবং রাজ্যের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে সম্মত হইলেন। ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীরাও তাঁহার নিকট বিলক্ষণ পূজা পাইলেন (১৭৬০)।

মীরকাসিম বুদ্ধিমান্, চতুর, উৎসাহশীল ও কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন। তিনি অবিলম্বে রাজ্যের ব্যয়সঙ্ক্ষেপ ও রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া ইঙ্গরেজদিগের সমস্ত দেনা পরিশোধ করিলেন। কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের তাদৃশ অধীনতা তাঁহার বড়ই কষ্টকর হইতে লাগিল; এজন্য উহা ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া মুঙ্গেরনগরে রাজধানী করিলেন, এবং তথায় থাকিয়া সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত এবং যুদ্ধোপকরণ সকল উৎকৃষ্টতর করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্রাট সাহ আলম দিল্লীর গোলযোগের জন্য এ পর্য্যন্ত তথায় যাইতে পারেন নাই—বিহারের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, এক্ষণে মীরকাসিম পাটনায় তাঁহার নিকটে যাইয়া বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা করদান স্বীকারে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারীর জন্য রীতিমত সনন্দ আনিলেন।

অতঃপর কলিকাতার কৌন্সিলের সহিত নবাবের বিরোধ উপস্থিত হইল—কারণ এই যে, বাণিজ্যদ্রব্যের উপর এ দেশের সকলকেই শুল্ক দিতে হইত—কিন্তু সম্রাটের সনন্দ অনুসারে

কোম্পানির ঐ শুল্ক লাগিত না। তৎকালে কোম্পানির কর্ম্ম-চারীরা নিজেও বাণিজ্য করিতেন। এক্ষণে তাঁহারা আপনাদের নৌকার উপর কোম্পানির নিশান তুলিয়া নিজের বাণিজ্য দ্রব্যের উপরেও শুল্কদান রহিত করিলেন। নবাবের কর্ম্মচারীরা এ বিষয় অবগত হইয়া আপত্তি করিতে লাগিল—কিন্তু উদ্ধত ইঙ্গ-রেজেরা তাহা শুনিলেন না, বরং নানারূপে কর্ম্মচারিগণের অবমাননা করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেশীয় লোকদিগের বাণিজ্য এক প্রকার উৎসন্ন হইল। নবাব এই অন্যায্য ব্যাপারের নিবারণার্থ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যখন কোন মতেই কৃত-কার্য্য না হইলেন, তখন কোপবশতঃ রাহাদানী শুল্ক একবারে উঠাইয়া এই আজ্ঞা দিলেন যে, "সকলেই বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে পারিবে" এই আদেশে নবাবের নিজের ক্ষতি এবং কোম্পানির ও তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গের ক্ষতি হইল সত্য বটে, কিন্তু দেশীয় লোকদিগের বিলক্ষণ লাভ হইল। এই ব্যাপার লইয়া কলিকাতার কৌন্সিলে তুমুল আন্দোলন হইল এবং অনেকেই নবাবের প্রতি খড়্গহস্ত হইলেন।

পাটনা কুঠীর অধ্যক্ষ এলিস্ সাহেব সর্ব্বাগ্রে নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া অনুচরগণের সহিত বন্দীকৃত হইলেন। ইহাতে কৌন্সিলের মেম্বরেরা মীরকাসিমকে পদচ্যুত করিয়া কলিকাতাস্থিত বৃদ্ধ মীরজাফরকে পুনর্ব্বার নবাবী পদ প্রদান করিলেন। ইহাতে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। সূতির সন্নিহিত গিরিয়ানামক স্থানে মীরকাসিমের সহিত ইঙ্গরেজ-দিগের এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মীরকাসিমের সেনারা আশ্চর্য্য বিক্রম প্রকাশ করিলেও শেষে পরাজিত হইল (১৭৬৩)।

ইহার পর মুঙ্গেরনগর ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইলে মীরকাসিম পাটনায় গমন করিলেন এবং তথায়--অতি নিষ্ঠুরতার সহিত—পাটনার পূর্ব্বাধ্যক্ষ রামনারায়ণ, ঢাকার পূর্ব্বাধ্যক্ষ রাজবল্লভ ও তাঁহার পুত্রগণ, জগৎশেঠবংশীয় কয়েকজন এবং এলিস্ সাহেব ও তাঁহার অনুচরবর্গ—ইহাঁদিগের সকলেরই প্রাণবধ করিলেন। ইহার পর পাটনানগর ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইলে মীরকাসিম পলাইয়া অযোধ্যার নবাবের শরণাপন্ন হইলেন। তথায় সম্রাট সাহ্ আলমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অনন্তর তিন জনে মিলিত হইয়া পাটনায় আসিতেছিলেন, কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। এই সময়ে মেজর মন্‌রো সাহেবের অধীন সিপাহীরা সর্ব্বপ্রথমে বিদ্রোহ করে, কিন্তু অল্পেই নিবারিত হয়। ইহার পর ১৭৬৪ অব্দে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত বক্সরে আর এক যুদ্ধ হয়; তাহাতেও ইঙ্গরেজেরা জয়ী হইয়া নবাবের বিস্তর দ্রব্য কাড়িয়া লয়েন। এই যুদ্ধের পর সম্রাট সাহ্ আলম ইঙ্গরেজদিগের শিবিরে উপস্থিত হইয়া নিজের সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য সহায়তা করিতে প্রার্থনা করেন। ইহার পর অযোধ্যার নবাব আরও একবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইঙ্গরেজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। সুতরাং ইঙ্গরেজদিগের আধিপত্যের সীমা রহিল না।

ক্লাইবের অনুপস্থিতিতে কলিকাতার কৌন্সিলের বড় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। মেম্বরেরা স্বার্থপরতা ও অন্যায়াচরণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন। কিসে স্বল্পকালের মধ্যে প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়া দেশে গিয়া বড় মানুষী করিবেন, ইহার চেষ্টা দেখা ভিন্ন আর কাহারও কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ১৭৬৫ অব্দের

জানুয়ারি মাসে মীরজাফরের মৃত্যু হইলে তাঁহারা তদীয় অল্পবয়স্ক পুত্র নাজীম উদ্দৌলাকে সিংহাসনে অধিরোহিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে উপহার স্বরূপ প্রচুর ধন গ্রহণ করিলেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরেরা এই সকল অন্যায়াচরণ দর্শনে শঙ্কিত হইলেন এবং ক্লাইব ভিন্ন অপর কেহ ইহার নিবারণ করিতে পারিবেন না বুঝিয়া তাঁহাকেই ঐ অব্দের মে মাসে পুনর্ব্বার এদেশে পাঠাইয়া দিলেন। ক্লাইব ইংলণ্ডে যাইয়া রাজা রাজমন্ত্রী প্রভৃতির নিকট বড় সমাদৃত হইয়াছিলেন, এবং লর্ড উপাধি পাইয়াছিলেন।

লর্ড ক্লাইব (পুনর্ব্বার)।

১৭৬৫—৬৮।

লর্ড ক্লাইব অসিয়া সর্ব্বাগ্রেই কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের উপহার গ্রহণ করা রহিত করিয়া দিলেন। অনন্তর আলাহাবাদে গমন পূর্ব্বক কর্ণাক্‌সাহেবের শিবিরস্থিত সুজাউদ্দৌলা এবং সাহআলমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সাক্ষাৎকারের পর সুজাউদ্দৌলা ইঙ্গরেজদিগের মিত্র থাকিবেন অঙ্গীকার করায়, তাঁহাকে স্বরাজ্য পুনঃপ্রদান করা হইল—কেবল করা ও আলাহাবাদ প্রদেশ সম্রাটের জন্য রহিল। এই সময়েই অর্থাৎ ১৭৬৫ অব্দের ১২ই আগষ্ট সম্রাট সাহ আলম বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়া কোম্পানিকে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের দেওয়ানিপদ প্রদান করিলেন। যদিও কোম্পানি ইহার পূর্ব্ব হইতেই সমুদয় রাজাধিকার এক প্রকার হস্তগত করিয়াছিলেন,

তথাপি সম্রাটের এই সনন্দলাভে এই রাজ্যের প্রতি তাঁহাদের আইনসঙ্গত প্রকৃত অধিকার জন্মিল। অতঃপর মুর্শিদাবাদের নবাব বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকার বৃত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। কোম্পানি এত দিন বণিক্ ছিলেন, এক্ষণে রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহার পর ক্লাইব সৈন্যসংক্রান্ত ব্যয়সঙ্ক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক দিন হইতে সেনারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেই বেতন অপেক্ষা কিছু অধিক পাইত এবং ঐ অতিরিক্ত ভাগকে 'ডবল ভাতা' কহিত। ক্লাইব কোন বাধা না মানিয়া এই ডবল ভাতা রহিত করিলেন (১৭৬৬)। ইতিপূর্ব্বে কোম্পানির সকল কর্ম্মচারীই স্বয়ং বাণিজ্য করিতেন—ক্লাইব এ রীতিও রহিত করিয়া দিলেন কিন্তু উঁহাদিগের ক্ষতিপূরণের জন্য কোম্পানির লবণবাণিজ্যে যে লাভ হইত, তাহার কিয়দংশ হইতে সকলকেই কিছু কিছু দেওয়া হইল।

এই সকল কার্য্যসাধন করিয়া তিনি ১৭৬৭ অব্দে স্বদেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মদ্বারা যে সকল লোকের স্বার্থহানি হইয়াছিল, তাঁহারা তাঁহার প্রতিকূলে পার্লেমেণ্ট সভায় অভিযোগ করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু সভা পরিণামে তাঁহার পক্ষই সমর্থন করিয়াছিলেন।

ক্লাইবের পর ১৭৬৭ হইতে ১৭৭২ অব্দ পর্য্যন্ত এই ৫ বৎসরের মধ্যে প্রথমে ভেরেল্‌ষ্ট ও পরে কার্টিয়র সাহেব গবর্ণর হইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালার শাসনকার্য্য মুসলমান ও ইঙ্গরেজ উভয় কর্ম্মচারী দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ইহাতে নানা গোলযোগ হইয়াছিল; সম্যক্ শাসনাভাবে দস্যুতস্করাদির উপ-

দ্রবের সীমা ছিল না। ইহার উপর আবার ১৭৭০ অব্দে (সন ১১৭৬ সালে) ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া প্রজাদিগের দুরবস্থার এক শেষ হইয়াছিল। ঐ দুর্ভিক্ষ 'ছেয়াত্তুরে মন্বন্তর' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মহীশূর—হায়দর আলী।

দাক্ষিণাত্যের উত্তর সরকার প্রদেশটী অধিকার করিতে কোম্পানি অনেক দিন হইতে লোলুপ ছিলেন। ক্লাইব ঐ প্রদেশের জন্য সম্রাটের নিকট সনন্দও লইয়াছিলেন। কিন্তু নিজামরাজ্যের তাৎকালিক অধিপতি নিজাম আলির প্রতিবন্ধকতায় উহা লইতে পারেন নাই। অনন্তর নিজামকে ৮ লক্ষ টাকা বার্ষিক কর দিবার এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিয়া কোম্পানি নিজামের নিকট হইতে ঐ প্রদেশ জমীদারীস্বরূপ গ্রহণপূর্ব্বক সন্ধি করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ সন্ধির নিয়মানুসারে কোম্পানিকে এক সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইল।

বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্গত মহীশূর প্রদেশ বহুকাল হিন্দুরাজগণের অধীন ছিল। ১৭৫০ অব্দে ঐ রাজ্যের মন্ত্রী নন্দরাজ সমুদায় রাজক্ষমতা আত্মসাৎ করেন। তাঁহার সেনামধ্যে হায়দর নামক একজন সৈনিক নিযুক্ত ছিল। হায়দর অতি সামান্য কুলোদ্ভব ছিল এবং লেখা পড়া কিছুই জানিত না, কিন্তু এরূপ চতুর—এরূপ বুদ্ধিমান এবং এরূপ কার্য্যদক্ষ ছিল যে, ক্রমে ক্রমে আপনার অবস্থার উন্নতি করিয়া সহস্র বিপদ লঙ্ঘনপূর্ব্বক মহীশূর

রাজ্যের সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রাপ্ত হইল। ফলতঃ কিছুকালের মধ্যে হায়দর ঐ প্রদেশে অপ্রতিহতপ্রভাব হইয়া নানাস্থান জয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৭৬৭ অব্দে নিজাম মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যোগ করিয়া হায়দর আলীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলেন। ইঙ্গরেজদিগকেও পূর্ব্বকৃতসন্ধির নিয়মানুসারে নিজামের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য পাঠাইতে হইল। চতুর হায়দর নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয় উভয় পক্ষকেই অর্থদ্বারা বশীভূত করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা চলিয়া গেলেন—নিজাম হায়দরের সহিত মিলিত হইয়া ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঙ্গরেজসেনাপতি কর্ণেল স্মিথ এই নূতনরূপ বিপদে হীনসাহস হইলেন না এবং এমন প্রভূত পরাক্রমের সহিত কয়েকবারের যুদ্ধে উহাদের সমবেত সেনাকে পরাস্ত করিলেন যে, তাহাতে নিজাম ভীত হইয়া হায়দরকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে আসিয়া পূর্ব্বকৃত সন্ধির পুনঃস্থাপন করিলেন।

অনন্তর কর্ণেল স্মিথ্ মহীশূর রাজ্যান্তর্গত অনেক প্রদেশ ও অনেক দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন, ইহা দেখিয়া হায়দর ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইলেন—কিন্তু মাদ্রাজকৌন্সিলের অসঙ্গত দাওয়ায় বিরক্ত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। পরে তিনি অত্যুৎকৃষ্ট বহুসঙ্খ্যক অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে প্রচুর বিক্রমের সহিত মাদ্রাজের অতি সন্নিকৃষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে, ইঙ্গরেজেরা ভীত হইলেন এবং হায়দরেরই নির্দ্দেশানুসারে এই নিয়মে সন্ধি করিলেন যে, পরস্পর পরস্পরের যে সকল স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ফিরিয়া

দিবেন এবং একের কোন বিপৎপাত হইলে অপরে সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিবেন (১৭৬৯)

বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মধুরাও মহারাষ্ট্রের পেশোয়া হইয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে মলহররাও হুলকারের বিধবা পুত্রবধূ প্রসিদ্ধ অহল্যাবাই ইন্দোরে অবস্থিতিপূর্ব্বক আপন কীর্ত্তিসৌরভ বিস্তার করিয়াছিলেন। ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি করার পর মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত হায়দর আলীর বিরোধ উপস্থিত হইল—তাহাতে উল্লিখিত পেশোয়া মধুরাও বহুসঙ্খ্যক সৈন্যসমেত (১৭৭১) মহীশূরে উপস্থিত হইয়া রাজ্য ছারখার করিলেন এবং হায়দরকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিলেন। হায়দর পলাইয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক সাহায্যকরণার্থ ইঙ্গরেজদিগকে বার বার আহ্বান করিতে লাগিলেন—কিন্তু ইঙ্গরেজেরা সাহায্য করিলেন না। সুতরাং তিনি বহু অপমান ও বহুক্ষতি স্বীকার করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধিকরণপূর্ব্বক নিস্তার পাইলেন। কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের ঐ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যটী মনে রাখিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ওয়ারন হেষ্টিংস্।

১৭৭২—১৭৮৫।

কার্টিয়ার সাহেবের পর ওয়ারন হেষ্টিংস ১৭৭২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার গবর্ণর হয়েন। ইনিও ক্লাইবের ন্যায় প্রথমে কোম্পানির

কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন। তৎপরে বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতার আধিক্য প্রকাশ হওয়ায় প্রথমে মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট ও পরে কলিকাতাকৌন্সিলের মেম্বর হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্ব কয়েক বৎসর বাঙ্গালাদেশের রাজস্ব-সংগ্রহ, বিচার, দণ্ডবিধান প্রভৃতি শাসনসংক্রান্ত সমুদায় কার্য্য মুর্শিদাবাদস্থ মহম্মদ রেজা খাঁ নামক এক মুসলমানের হস্তে সমর্পিত ছিল। তাৎকালিক নবাব নিতান্ত শিশু থাকায় তাঁহার শরীর-রক্ষণ ও তত্ত্বাবধানাদি করণার্থ মণিবেগমনাম্নী মীরজাফরের এক পত্নী নিযুক্ত ছিলেন, এবং রাজা নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাস ঐ শিশু নবাবের দেওয়ানী করিতেন। ইহাঁরাও সময়ে সময়ে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিতেন, এরূপ নহে। এক্ষণে হেষ্টিংস ডিরেক্টরসাহেবদিগের অভিমতি অনুসারে এ নিয়ম রহিত করিয়া শাসনসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য আপনাদিগের হস্তে আনয়ন করিতে সচেষ্ট হইলেন। তদনুসারে ১৭৭২ অব্দে রাজকোষ ও তদ্রূপ প্রধান প্রধান আফীস সকল মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় নীত হইল; নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজাখাঁর পদ একবারে উঠিয়া গেল; করসংগ্রহের জন্য প্রতি জেলায় এক এক জন কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন—কালেক্টরেরা প্রতি ৫ বৎসরের জন্য ভূমির বন্দোবস্ত করিতে অনুমতি পাইলেন, মোকদ্দমানিষ্পত্তি জন্য প্রতি জিলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুইটী করিয়া বিচারালয় সংস্থাপিত হইল—দেওয়ানী নিষ্পত্তির ভার কালেক্টর সাহেবের উপর এবং ফৌজদারীর ভার কাজী ও মুফ্‌তী নামক মুসলমান কর্ম্মচারিগণের উপর সমর্পিত হইল, এবং মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার অর্থাৎ আপীলের জন্য কলিকাতায় সদর

দেওয়ানী ও সদর নেজামত নামে দুইটী আদালত সংস্থাপিত হইল। এই সময়ে হেষ্টিংস সাহেব কার্য্যনিষ্পত্তির জন্য কতক-গুলি সহজ আইনও প্রস্তুত করিয়া দেন।

১৭৬১ অব্দে পানীপথে আমেদ সার নিকটে পরাজয়ের পর মহারাষ্ট্রীয়েরা কয়েক বৎসর আক্রমণ করিতে পারেন নাই। অনন্তর (১৭৬৯) পেশোয়া মধুরাও ৩ লক্ষ সেনা সহ চর্ম্মণ্বতী পার হইয়া রাজপুত ও জাঠদিগের রাজ্য সকল বিলুণ্ঠন করিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন এবং ক্ষমতাহীন সম্রাট সাহ্ আলমের যৎপরো-নাস্তি অবমাননা করিয়া রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিলেন। রোহি-লারা তাঁহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, ৪০ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকারে, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে আহ্বান করিলেন। সুজা রোহিলাদিগের সহিত মিলিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় দিগকে দূরীকৃত করিলেন; কিন্তু প্রতিশ্রুত ৪০ লক্ষ টাকা না পাইয়া (১৭৭২) উহাদিগেরই সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হেষ্টিংস সুজাউদ্দৌলার প্রার্থনায় ও অর্থলোভে বশীভূত হইয়া রোহিলা দিগের বিরুদ্ধে এক দল সেনা পাঠাইয়া দিলেন (১৭৭৪)। এই যুদ্ধে রোহিলারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল—তাহাদের ২০ হাজার সেনা হত হইল—এবং অনেকে রোহিলখণ্ড ত্যাগ করিয়া স্থানা-ন্তরে পলায়ন করিল। সুতরাং সুজাউদ্দৌলা ঐ দেশ হস্তগত করিয়া বহুকালের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। এই সময়ে করা ও আলাহাবাদ প্রদেশ সম্রাটের নিকট হইতে অপহরণ করিয়া ৫০ লক্ষ টাকা পণে সুজাউদ্দৌলাকে দেওয়া হইল এবং বাদসাহকে যে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার ছিল, তাহাও রহিত করা হইল।

এই সময়ে (১৭৭৩) কোম্পানির নিতান্ত অর্থকৃচ্ছ্রদর্শনে ইঙ্গলণ্ডে কর্ত্তৃপক্ষেরা এদেশের রাজকার্য্যে নূতনরূপ বন্দোবস্ত করিতে মনস্থ করিয়া প্রধানতঃ এই কয়েকটী নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন—(১) বাঙ্গালার গবর্ণর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল হইবেন; কলিকাতায় ৪ জন সদস্য অর্থাৎ মেম্বর লইয়া তাঁহার এক সভা থাকিবে; বোম্বে ও মাদ্রাজের গবর্ণরেরা সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরেলের অধীন থাকিবেন।—(২) কলিকাতায় সুপ্রীম-কোর্ট নামক সর্ব্বপ্রধান বিচারালয় সংস্থাপিত হইবে—তাহার বিচারকেরা কোম্পানির অনধীনরূপে কার্য্য করিবেন। (৩) রাজ-কার্য্যসংক্রান্ত সমুদয় ব্যাপার ইঙ্গলণ্ডীয় রাজমন্ত্রীর গোচর করিতে হইবে,—কোম্পানির কোন কর্ম্মচারী উপহারাদি লইতে পারি-বেন না—ইত্যাদি। এই সকল ব্যবস্থা স্থির হইলে ১৭৭৪ অব্দে ওয়ারন্ হেষ্টিংস বার্ষিক ২॥ লক্ষ টাকা বেতনে গবর্ণর জেনেরেলের পদে, বারওয়েল্, মন্সন, ক্লেবারিং, ফ্রান্সিস্—ইঁহারা প্রত্যেকে লক্ষ টাকা বেতনে মেম্বরের পদে, এবং ইলা ইজা ইম্পি ৮০ হাজার টাকা বেতনে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারক পদে, নিযুক্ত হইলেন।

কৌন্সিলের মেম্বরদিগের মধ্যে বারওয়েল সাহেব বহুকাল এদেশে ছিলেন, এবং হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল; অপর তিন জন এই কার্য্যের জন্যই বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন এবং হেষ্টিংসের নিতান্ত প্রতিকূল ছিলেন। কিরূপে হেষ্টিংসকে অপদস্থ করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই সেই চেষ্টায় ফিরিতেন। অধিক মেম্বরের মতানুসারেই কৌন্সিলের কার্য্যনির্ব্বাহ হইবার নিয়ম থাকায়, হেষ্টিংস তাঁহাদের বিরুদ্ধে কিছু করিয়া উঠিতে

পারিতেন না। এইরূপে কৌন্সিলে হেষ্টিংসের ক্ষমতা বিলুপ্ত-প্রায় হইলে—‘তিনি অকারণে রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন— মণিবেগম ও গুরুদাসকে নবাবসংসারে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সময়ে তাঁহাদের নিকট হইতে বিস্তর উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন’—ইত্যাদি অনেক অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রু-পক্ষীয় লোকেরা কৌন্সিলে উপস্থিত করিতে লাগিল। রাজা নন্দ কুমার কোন কারণবশতঃ হেষ্টিংসের বিদ্বেষী ছিলেন; তিনি এক্ষণে ঐ সকল অভিযোগের অনেকই সপ্রমাণ করিয়া দিতে লাগিলেন। ইহাতে হেষ্টিংস যে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। ইহার অনতিবিলম্বেই ‘নন্দকুমার ৬ বৎসর পূর্ব্বে এক জালখত করিয়াছেন’ এই এক অভিযোগ সুপ্রীমকোর্টে তাঁহার নামে উপস্থিত হইল এবং তথাকার প্রধান বিচারপতি ইলা ইজা ইম্পি সেই জাল করা অপরাধেই নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড করিলেন। এই ব্যাপার দর্শনে দেশের সমস্ত লোকেই স্তব্ধ হইয়া গেল এবং হেষ্টিংস ও ইম্পির প্রতি নানা কথা কহিতে লাগিল।

ইহার পর মন্সন সাহেব বিলাত গমন করিলে কৌন্সিলে হেষ্টিংসের আধিপত্য পুনঃস্থাপিত হইল; যেহেতু সমসংখ্যাস্থলে গবর্ণর জেনেরেল যে পক্ষে থাকেন, তাহাই প্রবল হয়। এই সময়ে সুপ্রীমকোর্টের অত্যাচারনিবন্ধন দেশে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। জজেরা কোম্পানির বিরুদ্ধেও মোকদ্দমা লইতে পারিবেন, এই-মাত্র নিয়ম ছিল; কোন্ কোন্ বিষয়ে এবং কতদূর হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহা কিছু নির্দ্ধারিত ছিল না। তাঁহারা এই সুযোগ পাইয়া কোম্পানির কৃত যাবতীয় কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে লাগি-লেন এবং তাঁহাদের ঐরূপ কার্য্য সকল দেখিয়া কোর্টের কর্ম্ম-

চারীরা ও পেয়াদারা পর্য্যন্ত এরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিল, যাহাতে লোকের ধন মান ও জাতি রক্ষা পাওয়া কঠিন হইল। হেষ্টিংস সাহেব অন্য কোন কঠিন উপায় অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে কৌশলপূর্ব্বক প্রধান বিচারপতি ইম্পিকে কোম্পানির সর্ব্বপ্রধান আদালত সদরদেওয়ানির তত্ত্বাবধায়কতাপদে নিযুক্ত করিয়া উক্ত উপদ্রবের নিবারণ করিলেন।

হেষ্টিংসের সময়ে অনেকগুলি যুদ্ধ হয়। তাহার ব্যয়ের জন্য কোম্পানির অত্যন্ত অর্থাভাব হইয়াছিল, অতএব হেষ্টিংসকে অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইল। ১৭৭৫ অব্দে বারাণসীরাজ্য অযোধ্যাধিপতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া ইঙ্গরেজেরা ২২॥ সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা করে চেৎসিংহকে জমীদারী দেন। রাজা চেৎসিংহ নিয়মিতরূপে রাজস্ব দিতেছিলেন, তথাপি হেষ্টিংস উপর্য্যুপরি ৩ বৎসরকাল ৫ লক্ষ টাকা করিয়া অতিরিক্ত তাঁহার নিকট গ্রহণ করেন। পরে (১৭৮০) চেৎসিংহ নিয়মিতরূপে ঐ অতিরিক্ত টাকা দিতে অস্বীকার করায় বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় করেন এবং আর এক সূত্রে বিবাদ বাধাইয়া তাঁহাকে অবমানিত ও কারারুদ্ধ করেন। চেৎসিংহ পলায়ন পূর্ব্বক দেশত্যাগী হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। হেষ্টিংস ১৭৮১ অব্দে তাঁহার পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিকে তদীয় সিংহাসনে বসাইয়া বার্ষিক ৪০ লক্ষ টাকা কর প্রদানের অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন।

অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দোলার মৃত্যু হইলে তদীয় সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার মাতা ও পত্নী দুই জনে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ১৭৮১ অব্দে সুজার পুত্র নবাব আসফ্উদ্দৌলা ইঙ্গরেজ-

দিগের ঋণ পরিশোধের জন্য মাতা ও পিতামহীর সম্পত্তি অপহরণ করিবার মানসে হেষ্টিংসকে আহ্বান করিলেন। হেষ্টিংস এমত বিষয়ে পশ্চাৎপাদ হইবার লোক ছিলেন না—তিনি অবিলম্বে বেগমদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে এক কোটি ২০ লক্ষ টাকা বাহির করিয়া হস্তগত করিলেন।

১৭৭২ অব্দে পুনানগরবাসী মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়া মাধুরাওএর মৃত্যু হইলে তদ্ভ্রাতা নারায়ণ পেশোয়ার পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অচিরাৎ নিহত হইলে তৎপিতৃব্য রাঘবজী ঐ পদ গ্রহণ করেন, কিন্তু নানাফর্ণাবিষ শুকরাম বাপু প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকেরা মৃত পেশোয়া নারায়ণের নবজাত শিশুকে সিংহাসনে আরোহণ করাইয়া রাঘবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাঘব যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বোম্বেস্থিত ইঙ্গরেজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করা, এবং বোম্বের সন্নিহিত সালসেট ও বাসিন নামক মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারস্থ দুইটী দ্বীপ হস্তগত করিয়া বোম্বে প্রেসিডেন্সির আয়তন বৃদ্ধি করা ইঙ্গরেজদিগের অভিলষণীয় ছিল—অতএব এই সুযোগে তাহা সিদ্ধ করিবার মানসে তাঁহারা রাঘবজীর সহিত যোগ দিলেন এবং রাঘব উক্ত দ্বীপদ্বয় এবং বার্ষিক অনেক টাকা ইঙ্গরেজদিগকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে ১৭৭৫ অব্দে কর্ণেল কীটিং রাঘবের সহিত সমবেত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ করেন। কিছুকাল ধরিয়া উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল—প্রথমে মহারাষ্ট্রীয়েরা ও পরে ইঙ্গরেজেরা জয়লাভ করিলেন। এই সকল যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও হুলকার, শিশু পেশোয়া ২য়

মধুরাওএর পক্ষে ছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের যুদ্ধ ও মধ্যে মধ্যে সন্ধি হইতে লাগিল। পরিশেষে হায়দর আলীর সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করা অপরিহার্য্য হওয়ায় ইঙ্গরেজদিগকে ১৭৮১ অব্দে যত্ন পাইয়া সন্ধি করিতে হইল। পূর্ব্বে পুনার সন্নিহিত পুরন্দর নামক স্থানে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাকে 'পুরন্দরসন্ধি' এবং এই শেষ সন্ধিকে 'সালবাইসন্ধি' কহে। এই সন্ধি দ্বারা রাঘবজী ৩ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি পাইয়া, যেথানে ইচ্ছা, থাকিতে অনুমত হইলেন; ইঙ্গরেজদিগকে কতকগুলি পূর্ব্ববিজিত স্থান ফিরিয়া দিতে হইল এবং হায়দর আলী কর্ণাটের অন্তর্গত প্রদেশ গুলি এবং বন্দীকৃত ইঙ্গরেজদিগকে ছাড়িয়া না দিলে পেশোয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন, ইহাও নির্দ্ধারিত হইল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সন্ধিকৃত প্রতিজ্ঞাসত্ত্বেও ইঙ্গরেজেরা হায়দরের বিপৎকালে সহায়তা করেন নাই। হায়দর ইহার শোধ দিবার জন্য অনেক দিন হইতে সচেষ্ট ছিলেন, এবং ফরাসীদিগের সহিত যোগ করিয়াছিলেন। অনন্তর নিজাম আলীর ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহায়তা পাইয়া (১৭৮১) কর্ণাটের আর্কট নগর আক্রমণ করিলেন। ঐ নগর রক্ষার্থ মন্‌রো ও বেলি সাহেব দুই দল সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন,—রণদক্ষ হায়দর দুই দলকেই পরাজিত ও অপসারিত করিলেন। ইহা শুনিয়া হেষ্টিংস বাঙ্গালা হইতে সৈন্য সমেত আয়র কূট সাহেবকে পাঠাইয়া দিলেন। হায়দর আয়র কূটকে দেখিয়া পূর্ব্বাধিকৃত অনেক স্থান ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিলেন, এবং ১৭৮১ অব্দে পোর্টনব নামক স্থানের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। ইহার পরবৎসর হায়দরের পুত্র টিপু যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জয়ী হইতে লাগিলেন। হায়দরও আবার

উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ইহার কিছু পরেই প্রায় ৮০ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল। হায়দরের মৃত্যুতে ইঙ্গরেজেরা নিশ্চিন্ত হইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইতে পারিলেন না। টিপু বিলক্ষণ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কয়েক স্থানে জয়লাভ করিলেন। কিন্তু দুইদল ইঙ্গরেজ সৈন্য অতর্কিতরূপে দুই দিক হইতে তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করায় তিনি হীন-সাহস হইয়া ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৮৪)। এই সন্ধি 'মঙ্গালোর সন্ধি' নামে প্রসিদ্ধ।

১৭৮৫ অব্দে ওয়ারন হেষ্টিংস সাহেব কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর মেক্‌ফার্শন্ সাহেবের উপর কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। তিনি তথায় যাইয়া সুখে থাকিতে পান নাই। তাঁহার কৃত রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধ, চেৎসিংহের রাজ্যগ্রহণ, বেগমদিগের সম্পত্তি হরণ প্রভৃতি ২২ প্রকার অন্যায় কার্য্যের জন্য পার্লেমেণ্টে অভিযোগ হয়—৭ বৎসরকাল সেই মোকদ্দমা চলিয়া ছিল; পরিশেষে যদিও তিনি নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, তথাপি মোকদ্দমার ব্যয়ে তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। হেষ্টিংস সাহসিক, ধৈর্য্যশালী ও স্বজাতির আধিপত্য বিস্তারে বিলক্ষণ যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার সময়ে ইঙ্গরেজদিগের শাসন বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার স্বভাব যেরূপ, তাহাতে দয়া, ঔদার্য্য ও ন্যায়পরতার কিঞ্চিৎ আধিক্য থাকিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

ইণ্ডিয়া বিল।

হেষ্টিংসের অধিকারের শেষ সময়ে ভারতবর্ষের শসনপ্রণালী

লইয়া পার্লেমেণ্ট সভায় অতিশয় আন্দোলন হয় এবং বহুবিধ আন্দোলনের পর, পিট্ সাহেব নূতন রাজমন্ত্রী হইয়া যে ব্যবস্থা প্রণালীর পাণ্ডুলেখ্য করেন, তাহাই সর্ব্ববাদিসম্মত ও সভার অনুমোদিত হয় – সেই সকল ব্যবস্থার স্থূল মর্ম্ম এই—

(১) লণ্ডনস্থ প্রিবিকৌন্সিলের মধ্য হইতে মনোনীত ৬ জন সভ্য লইয়া "বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল" নামে একটী সভা হইবে। তাহারই হস্তে কোম্পানির কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও রাজ্যশাসন ভার সমর্পিত হইবে। ডিরেক্টরসভা এই সভার অধীন থাকিবে।

(২) ডিরেক্টরসভার মেম্বরগণের মধ্য হইতে ৩ ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া আর একটী "গুপ্ত সভা" হইবে, ঐ সভাদ্বারাই ভারতবর্ষের শাসনসংক্রান্ত কার্য্য সকল প্রধানতঃ নির্ব্বাহিত হইতে থাকিবে।

(৩) গবর্ণর জেনেরেল ডিরেক্টরসভার অনুমতি ব্যতিরেকে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া এতদ্দেশীয় কাহারও সহিত সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিবেন না, কিন্তু কেহ তাঁহার প্রতি বা কোম্পানির কোন মিত্র রাজার প্রতি অনিষ্ঠাচরণ করিলে, তাহা করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে।

(৪) কলিকাতার কৌন্সিলে ৪ জনের পরিবর্ত্তে ৩ জন মেম্বর থাকিবেন, তন্মধ্যে ১ জন কোম্পানির ভারতবর্ষস্থ সেনার সেনাপতি। মাদ্রাজ ও বোম্বেতেও এইরূপ এক সভা হইবে।

লর্ড কর্ণওয়ালিস।

১৭৮৬—৯৩।

'ইণ্ডিয়াবিল' নামক পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যবস্থা সকলের প্রচলন

হইলে পর ১৭৮৬ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড কর্ণওয়ালিস, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ও সেনাপতি হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তৎপূর্ব্বে মেক্‌ফার্শন সাহেব ২০ মাস ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস প্রথম ৩ বৎসর শাসনসংক্রান্ত সুশৃঙ্খলাসম্পাদনে ব্যাপৃত হইলেন এবং কোম্পানির ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের বেতন বাড়াইয়া দিয়া তাঁহাদের গোপনে বাণিজ্য করিবার প্রথা বন্ধ করিয়া দিলেন। অনন্তর তাঁহাকে টিপুসুলতানের সহিত সমরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

মঙ্গালোর সন্ধির পর টিপু কয়েক বৎসর মুসলমান ভিন্ন অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিলেন এবং অনেক খৃষ্টান ও হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। ১৭৮৯ অব্দে তিনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। উহার রাজা ইঙ্গরেজদিগের মিত্র ছিলেন, এজন্য ইঙ্গরেজেরা নানাফর্ণাবিষকর্ত্তৃক পরিচালিত মহারাষ্ট্রীয়গণের এবং নিজামের সহিত মিলিত হইয়া রাজার অনুকূলে অস্ত্রধারণ করিলেন। ১৭৯০ অব্দে যুদ্ধারম্ভ হইল। প্রথম বর্ষে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে নিজাম বা মহারাষ্ট্রীয়েরা বিশেষ আনুকূল্য করেন নাই; পর বর্ষের যুদ্ধে কর্ণওয়ালিস স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন এবং নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়েরা সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন। এই তিন দল সৈন্য একত্র হইয়া যখন শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিল; তখন টিপু ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন—সন্ধি হইল—১৭৯২। এই সন্ধির দ্বারা ইঙ্গরেজেরা টিপুর নিকট হইতে যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা এবং রাজ্যের অর্দ্ধভাগ প্রাপ্ত হইলেন। এই রাজ্যাংশ পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে নিজাম ও মহা-

রাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সমাংশে বিভক্ত করিয়া লইলেন। তদ্ভিন্ন ভবিষ্যতের বিবাদনিবারণার্থ টিপুকে ইঙ্গরেজদিগের নিকট প্রতিভূস্বরূপ আপনার ২টী পুত্র রাখিতে হইল; এবং হায়দরের সময় হইতে যে সকল ইঙ্গরেজ বন্দীকৃত ছিলেন, তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতে হইল। ইঙ্গরেজেরা এই যুদ্ধে যে ভূমিভাগের অধিকারী হইলেন, তাহার নাম দিন্দিগাল, বড় মহল এবং মলবার।

মুসলমান বাদসাহ সের সাহের সময় হইতে প্রজাসাধারণের স্থানে খেরাজ বা রাজস্ব গ্রহণের বিশেষ নিয়ম প্রতিপালিত হয়। ঐ নিয়মানুসারে যে সকল ভূম্যধিকারী বাদসাহের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করিয়া দিতেন, তাঁহারা শতকরা ৫ টাকার হিসাবে ধরাট্ পাইতেন। আকবর সাহের সময়ে ঐ খেরাজ আদায়ের প্রণালী সুবিস্তৃতরূপে প্রচলিত হইয়াছিল এবং কোন কোন স্থলে কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত বিশেষরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারাও কালসহকারে কেহ জমীদার কেহ বা রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। ইঙ্গরেজেরা দেওয়ানী প্রাপ্তির পর করসংগ্রহ বিষয়ে কয়েক বৎসর ঐ নিয়মই বজায় রাখিয়াছিলেন। পরে ১৭৭৭ অব্দ হইতে এক এক বৎসরের নিমিত্ত জমীর ইজারা দেওয়া আরম্ভ হয়। যিনি অধিক কর দিতে স্বীকার করিতেন, তিনিই ইজারা পাইতেন, সুতরাং প্রতিবর্ষে নূতন নূতন ইজারদার হওয়ায় প্রজাদের প্রতি তাঁহাদের কোন মায়া মমতা থাকিত না—কেবল অর্থশোষণই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য হইত। এইরূপ নিয়মদ্বারা প্রজাদের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়াছিল; কোম্পানিও ইহাতে লাভবান্ হইতে পারেন নাই—যেহেতু ইজারদারেরা প্রথমে যে করদান

স্বীকার করিতেন, শেষে তাহা দিয়া উঠিতে পারিতেন না, সুতরাং অনেক টাকা রেহাই দিতে হইত। কর্ণওয়ালিস সাহেব এই সকল দোষের নিবারণার্থ রেবিনিউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর সোর সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথমে জমিদারদিগের সহিত ১০ বৎসরের নিমিত্ত ভূমির বন্দোবস্ত করেন (১৭৮৯) এবং ডিরেক্টরেরা এই বন্দোবস্ত মঞ্জুর করিলে ইহাই বাঙ্গালা বিহার ও বারাণসী প্রদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবে, এইরূপ ঘোষণা দেন। ১৭৯৩ অব্দে ইঙ্গলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষেরা ঐ বন্দোবস্তের অনুমোদন করিলে উহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল। প্রথমে দশ বৎসরের জন্য ঐ বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এ নিমিত্ত উহা 'দশসালা বন্দোবস্ত' নামে প্রসিদ্ধ। দশসালা বন্দোবস্তের গুণ এই যে, এতদ্দ্বারা জমীদারেরা নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব নিয়মিত রূপে প্রদান করিলেই চিরকাল ভূমির স্বত্বাধিকারী থাকিতে পারেন, কখনই তাঁহাদের জমীদারীর করবৃদ্ধি হইতে পারে না—কিন্তু (কাহারও কাহারও মতে) এ বন্দোবস্তের দোষ এই যে, ইহাতে জমীদারদিগের যেরূপ সুবিধা হইয়াছিল, প্রজাদিগের সেরূপ কোন সুবিধা হয় নাই। জমীদারেরা কি হারে প্রজাদের নিকট করগ্রহণ করিবেন, তাহার কোন নিয়ম হয় নাই—তাঁহারা ইচ্ছামত করবৃদ্ধি করিতে সমর্থ থাকিলেন। সুতরাং ভূমির প্রতি প্রজাদের পূর্ব্বেও যেরূপ ক্ষমতা ছিল না, এখনও প্রায় সেইরূপ থাকিল না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, হেষ্টিংস সাহেবের সময়ে রাজস্বসংগ্রহ ও দেওয়ানি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণের জন্য প্রতি জেলায় এক এক জন কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ দুই কার্য্য একজনের দ্বারা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না দেখিয়া,

কর্ণওয়ালিস দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি জন্য প্রতি জেলায় একজন জজ, একজন রেজিষ্টার ও কয়েকজন মুন্সেফ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। জেলার জজদিগের মীমাংসিত মোকদ্দমার আপীলশ্রবণার্থ কলিকাতা, মুরশিদাবাদ, পাটনা ও ঢাকা এই ৪ স্থানে ৪টী প্রবিন্সিয়েল কোর্ট সংস্থাপিত হইল। এই সকল কোর্টের বিচারিত মোকদ্দমার আপীল শুনিবার জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত রহিল। ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার এ পর্য্যন্ত কাজী, মুফ্‌তি প্রভৃতি মুসলমান কর্ম্মচারিদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। কিন্তু তাহাতে কাজ ভাল হয় না বুঝিয়া, জেলার জজদিগের প্রতি মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতাও কিঞ্চিৎ দেওয়া হইল। প্রবিন্সিয়াল কোর্টের জজেরা "সর্কুট জজ" নাম ধারণ পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে আপন আপন বিভাগান্তর্গত জেলায় গমন করিয়া জেলাজজদিগের সোপর্দ্দ করা ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতেন। স্থূলতঃ মুসলমান আইন অনুসারেই ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার হইত এবং সেই সকল বিচারের আপীল কলিকাতাস্থ সদর নিজামত আদালতে শ্রুত হইত। এই সময়েই প্রতি জেলায় কয়েকটী করিয়া থানা স্থাপিত হয় এবং প্রতি থানায় এক এক জন দারোগা নিযুক্ত হইয়া জজ মাজিষ্ট্রেটদিগের অধীনে শান্তিরক্ষা কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন।

ইহার পূর্ব্বে হেষ্টিংস সাহেবের সময়ে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কতকগুলি স্থূল স্থূল আইন হইয়াছিল। কর্ণওয়ালিস সাহেব সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া এবং বার্লো নামক একজন বিচক্ষণ কর্ম্মচারীর সাহায্যে অপর কতকগুলি আইন প্রস্তুত করিয়া সমুদয় একত্র করিলেন—দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিলেন—মুদ্রিত করিলেন,

এবং ভবিষ্যতেও যে সকল আইন হইবে, তাহাও ঐরূপে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই ১৭৯৩ সালের আইন গুলি তদুত্তরকালবর্ত্তী সমস্ত আইনের মূলস্বরূপ হইল।

লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রায় ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৭৯৩ অব্দের আগষ্ট মাসে স্বদেশযাত্রা করিলেন। ইহাঁর সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, শাসন-প্রণালী ও আইন সংগ্রহ প্রভৃতি অনেকগুলি হিতকর কার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ে দেশীয় লোকেরা বড় বড় চাকুরী সকল হইতে একবারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ঐ ১৭৯৩ অব্দেই কোম্পানি বাহাদুর পুনর্ব্বার ২০ বৎসর মেয়াদে নূতন সনন্দপত্র প্রাপ্ত হয়েন।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

সর্ জন্ সোর।

১৭৯৩—৯৮।

কর্ণওয়ালিস সাহেব যে সকল হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সর্ জন্ সোর, সর জর্জ্জ বার্লো, সর উইলিয়ম জেন্স প্রভৃতি অতি বিচক্ষণ লোকেরা তাহাতে সহকারিতা করিয়াছিলেন। এক্ষণে কর্ণওয়ালিসের পর উক্ত সোর সাহেবই ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল হইলেন। ইহাঁর অধিকার কালে ৩ টী মাত্র বিশেষ কার্য্য সংঘটিত হয়—১ম, ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা টিপুসুলতানের সহিত যোগ করিয়া নিজামের সহিত যুদ্ধ করেন, এবং জয়ী হইয়া অনুকূলপণে সন্ধি করেন। এই

যুদ্ধে নিজাম ইঙ্গরেজদিগের সাহায্য পাইবার আশা করিয়াছিলেন কিন্তু পান নাই। ২য়—১৭৬১ অব্দে সৈনিকসম্প্রদায়ের ডবল ভাতা প্রভৃতি উঠিয়া গিয়াছিল অথচ কর্ণওয়ালিসের সময়ে সিবিল কর্ম্মচারিগণের যে বেতনবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের হয় নাই এজন্য তাঁহারা ভয়প্রদর্শন করিয়া সেই ডবল ভাতা বজায় করিয়া লয়েন। (৩)—অযোধ্যার নবাব আসফ্ উদ্দোলার মৃত্যু হইলে তদীয় উপপত্নীগর্ভজাত পুত্র উজীরআলি প্রথমে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সোর সাহেব বহুকষ্টে তাঁহাকে সিংহসান হইতে অপস্থত করিয়া মৃত নবাবের ভ্রাতা সাদত-আলিকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সকল সম্পাদন করিবার পরেই সর্ জন্ সোর 'লর্ডটেন্‌মৌথ' এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ১৭৯৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে স্বদেশযাত্রা কবিলেন। ইহাঁর রাজত্ব ৫ বৎসর হইয়াছিল। ইনি বুদ্ধিমান্, শান্ত প্রকৃতি ও ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন।

মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি।

১৭৯৮—১৮০৫।

সর্ জন্ সোরের পর মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি (লর্ড মর্ণিংটন্) গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৯৮ অব্দের মে মাসে কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। প্রথমেই টিপুসুলতানের সহিত ইহাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ১৭৯২ অব্দে টিপুসুলতান কেবল নাচারে পড়িয়া ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ধি দ্বারা তাঁহার মনের বিদ্বেষভাব দূর হয় নাই। যত দিন তাঁহার পুত্রদ্বয় ইঙ্গরেজদিগের নিকটে প্রতিভূ ছিল, ততদিন

তিনি যুদ্ধ করিতে সাহসী হয়েন নাই। ১৭৯৬ অব্দে সোর্ সাহেব সেই বালকদ্বয়কে ছাড়িয়া দেওয়ায় তদবধিই তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন, এবং ইঙ্গরেজদিগকে এ দেশ হইতে দূরীভূত করিবার জন্য ভারতবর্ষের অনেক রাজার নিকটে দূত প্রেরণ করিতেছিলেন; কিন্তু বোধ হয় কোথাও কিছু বিশেষ আশ্বাস পান নাই। ঐ সময়ে প্রসিদ্ধ নেপোলিয়ান বোনাপার্টির অধীনস্থ ফরাসীদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, সুতরাং টিপু, বোনাপার্টির নিকট হইতে সাহায্য পাইবার আশা পাইয়া যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। ওয়েলেস্‌লি সাহেব এই সংবাদ অবগত হইয়া প্রথমে নিজামের সহিত সন্ধি করিলেন, তাঁহার সেনা হইতে ফরাসীসৈনিকদিগকে দূরীভূত করাইলেন, এবং ঐ রাজ্যমধ্যে একদল ইঙ্গরেজ সৈন্য রাখিয়া দিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগকেও ঐরূপে হস্তগত করা তাঁহার অভিলষিত ছিল, কিন্তু তাহা করিতে পারিলেন না।

এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গবর্ণর জেনেরেল সাহেব টিপুর নিকটে তাঁহার সমরসজ্জার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। টিপু গর্ব্বভরে কোন সদুত্তর দিলেন না। সুতরাং যুদ্ধ করাই স্থির হওয়ায় ১৭৯৯ অব্দের প্রথমেই ওয়েলেস্‌লি সাহেব মান্দ্রাজ ও বোম্বে দুই দিক হইতে দুইদল সৈন্যকে টিপুর রাজ্যে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিলেন। হারিস্ সাহেব মান্দ্রাজ সেনার এবং ষ্টুয়ার্ট সাহেব বোম্বে সেনার অধিনায়ক ছিলেন। ভদ্ভিন্ন গবর্ণর জেনেরেলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আর্থর ওয়েলেস্‌লিও এই যুদ্ধে ছিলেন। ইনিই উত্তরকালে নেপোলিয়ান বোনাপার্টিকে পরাজিত করিয়া ডিউক অব্ ওয়েলিংটন নামে বিখ্যাত হয়েন। যাহা

হউক টিপু প্রথমে ষ্টুয়ার্টের সহিত ও পরে হারিসের সহিত পৃথক্ পৃথক্ যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু উভয়ের নিকটেই পরাজিত হইলেন। অনন্তর উভয় সেনা সমবেত হইয়া তাঁহার রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিল। টিপু প্রভূত পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সেই যুদ্ধেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

ওয়েলেস্লি সাহেব টিপুর পরিত্যক্ত সমস্ত রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ কোম্পানির নামে রাখিলেন, এক ভাগ (বৃহৎ) নিজামকে দিলেন, এবং অপর ভাগ মহীশূরের পদচ্যুত পূর্ব্বতন রাজার বংশীয় কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া রাজ্য রক্ষার ভার আপনাদের হস্তে রাখিলেন। টিপুর বংশীয়েরা বেলোরের দুর্গে অবস্থিত হইয়া কোম্পানিপ্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত বিভাগ দ্বারা মহীশূরের অন্তর্গত মলবার উপকূল, দক্ষিণদিকস্থ সমস্ত ভূভাগ ও শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গ ইঙ্গরেজদিগের অংশে পতিত হয়। ঐ সময়ে নিজাম মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ভয় করিতেন, এজন্য তাঁহাদের উপদ্রবনিবারণার্থ নিজ রাজ্য মধ্যে কোম্পানিকে অধিক সৈন্য রাখিতে অনুরোধ করেন, এবং সেই সৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ, মহীশূর রাজ্যের যে অংশ পাইয়াছিলেন, তৎসমুদয় কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করেন। সুতরাং মহীশূর ও নিজামরাজ্যে প্রকারান্তরে কোম্পানির একাধিপত্য হইয়া উঠে।

মহীশূররাজ্য পরাজিত হওয়ায় কোম্পানি বাহাদুরের দুর্জয়তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল এবং সকলেই তাঁহাদিগকে ভয় করিতে লাগিল। গবর্ণর সাহেব এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া কয়েকটী অভীষ্ট কার্য্যের সাধন করিলেন। (১মতঃ) তাঞ্জোর প্রদেশ হস্তগত করিলেন। ঐ রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ

হইতেছিল, এই সুযোগে ওয়েলেস্‌লি আপনাদের মনোনীত এক ব্যক্তিকে তত্রত্য সিংহাসনে অধিরোহিত করিয়া প্রকারান্তরে সমুদয় রাজক্ষমতা কোম্পানির হস্তে আনয়ন করিলেন। (২য়তঃ) সুরাটের নবাবকেও বৃত্তিভোগী করিয়া ঐরূপে অধীন করা হইল (১৮০০)। (৩ য়তঃ) কর্ণাটের নবাবের অনেক ঋণ হইয়াছিল—কোম্পানির কর্ম্মচারীরাই অধিকাংশ উহার উত্তমর্ণ; হেষ্টিংসের সময় হইতে এই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হইতেছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই হইয়া উঠে নাই। মধ্যে উত্তমর্ণদিগের কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হওয়ায় কর্ণাটের নবাব টিপুর সহিত যোগ করিবার জন্য এক পত্র লিখিয়া ছিলেন; ইহা প্রকাশ হওয়ায় ওয়েলেস্‌লি সাহেব নবাবের রাজ্য হস্তগত করিয়া তাঁহাকে বৃত্তিভোগী করিলেন। (৪ র্থতঃ) অযোধ্যার নবাবকে পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি ইংরেজসৈন্য রাখিতে হইত, এক্ষণে গবর্ণর সাহেব আরও অধিক সৈন্য রক্ষা করিবার ভার তাঁহার উপর দিয়া তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ আলাহাবাদ, রোহিলখণ্ড প্রভৃতি অযোধ্যার প্রায় অর্দ্ধরাজ্য কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিলেন। (১৮০১)

এই সকল কার্য্যের সমাধা করিবার সমকালেই গবর্ণর সাহেব রাজ্যের বন্দোবস্ত ও সুশাসন বিষয়ে কয়েকটী হিতকর অনুষ্ঠান করেন। ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরা দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞতাবশতঃ বিচারকার্য্যে সম্যক্ সমর্থ হইতেন না, এজন্য তিনি তাঁহাদিগকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় 'ফোর্টউইলিয়ম কালেজ' নামক একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন। (১৮০০)।—কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্য গবর্ণর জেনেরেল এবং কৌন্সিলের মেম্বরেরা সমাধা করিবেন

এইরূপ নিয়ম ছিল ; কিন্তু তাঁহাদের অবকাশাভাববশতঃ তাহা সম্পন্ন না হওয়ায় বিচারকার্য্যের অতিশয় ব্যাঘাত হইত ; ইহা দেখিয়া হেষ্টিংস সাহেব ইলা ইজা ইম্পিকে ইহার স্বতন্ত্র বিচারক-রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন ডিরেক্টরেরা তাহা মঞ্জুর করেন নাই। এক্ষণে (১৮০০) ওয়েলেস্‌লি সাহেবের প্রবর্ত্তনায় ঐ আদালতে স্বতন্ত্র বিচারক নিযুক্ত হইবার নিয়ম হইল এবং সুবিচক্ষণ কোলব্রুক্ সাহেব তাহার প্রধান বিচারপতি হইলেন।—পূর্ব্বে হিন্দুজাতীয় স্ত্রীলোকেরা অধিক বয়স পর্য্যন্ত সন্তান না হইলে গঙ্গার নিকটে সন্তান কামনা করিত এবং সন্তান হইলে কেহ কেহ প্রথমোৎপন্নটীকে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে নিক্ষেপ করিত। ওয়েলেস্‌লি সাহেব ১৮০১ অব্দে এই নিষ্ঠুর ব্যাপার উঠাইয়া দিলেন।

এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া ওয়েলেস্‌লি সাহেবকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় চক্রের মধ্যে বরাররাজ রঘুজীভোসলা, যশোবন্ত-রাও হুলকার, দৌলৎরাও সিন্ধিয়া এবং বাজীরাও পেশোয়া এই চারি ব্যক্তি প্রধান ছিলেন। এই বাজীরাও পূর্ব্বোল্লিখিত রাঘবজীর পুত্র। নারায়ণের পুত্র পেশোয়া ২য় মধুরাও এর মৃত্যু হইলে ইনি তদ্‌পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁর কোন ক্ষমতা ছিল না ; দৌলৎরাও সিন্ধিয়া ইঁহার সমস্ত বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিতেন। ১৭৯৫ অব্দে পূর্ব্বোল্লিখিত অহল্যাবাই-এর মৃত্যু হইলে তদীয় বিশ্বস্ত অমাত্য তকাজীর পুত্র যশোবন্তরাও প্রবল হইয়া অনেক বিবাদের পর হুলকার রাজ্য গ্রহণ করেন এবং বাজীরাও পেশোয়ার রাজধানী পুনানগর আক্রমণ করেন। সিন্ধিয়া বাজীর সপক্ষতা করিলেও কিছু ফল হইল না। বাজীরাও

বাসীন নগরে পলাইয়া ইঙ্গরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; এবং তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধির নিয়মানুসারে ইঙ্গরেজেরা ঐ রাজ্যমধ্যে কিয়ৎসংখ্যক সৈন্য রাখিতে পাইলেন এবং তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ঐ রাজ্য হইতে কতক ভূমি প্রাপ্ত হইলেন। এই বাসীননগরের সন্ধি ১৮০২ অব্দে সম্পন্ন হয়। এই সন্ধির পর ইঙ্গরেজেরা বাজীরাও পেশোয়াকে পুনাতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

মহারাষ্ট্রচক্র মধ্যে ইঙ্গরেজদিগকে লব্ধপ্রবেশ হইতে দেখিয়া সিন্ধিয়া ও বরারপতি শঙ্কিত হইলেন, এবং উভয়ে সমবেত হইয়া ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলেন। তৎকালে সিন্ধিয়ার রাজ্য উত্তরে আগরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং তাঁহার সেনা ৬০ হাজার ছিল। উহাদের অনেকেই এক জন ফরাসী সেনাপতি কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হইয়াছিল। বরারপতির সৈন্যও ৩০ হাজারের ন্যূন ছিল না। ইহাঁরা সমবেত হইয়া যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতেছেন, শুনিয়া গবর্ণর সাহেবও সসজ্জ হইলেন। তিনি একবারে সকল দিক্ হইতে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে বুদ্ধিপূর্ব্বক আপন সৈন্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ আর্য্যাবর্ত্তস্থ সিন্ধিয়ার সৈন্যদিগকে, এবং অপর বৃহৎ ভাগ দাক্ষিণাত্যস্থ সিন্ধিয়া ও বরারপতির সমস্ত সৈন্যকে, আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

দাক্ষিণাত্যে যে সৈন্য প্রবেশ করে, তাহার প্রধান সেনাপতি আর্থর ওয়েলেস্‌লি। আর্থর প্রথমেই আহম্মদ নগরের দুর্গ অধিকার করিলেন। দিন কয়েক পরেই আসাই নামক গ্রামের সমীপে সিন্ধিয়া ও রঘুজীর সমবেত সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। সেই স্থানে তুমুল সংগ্রাম হওয়ায় আর্থরের অনেক বলক্ষয়

হইলেও পরিশেষে তিনিই জয়লাভ করিলেন। ঐ সময়ে সেনা-নায়ক ষ্টিবেন্সনও বর্হানপুর আসিয়ারগড় প্রভৃতি সিন্ধিয়ার অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অনন্তর উভয়ে সমবেত হইয়া আর্গাঁও নামক স্থানে আর এক যুদ্ধ করিয়া তাহাতেও জয়লাভ করিলেন। পরে বরাররাজের গোয়ালগড় নামক দুর্গও অধিকৃত হইল। কর্ণেল্ হারকোর্ট অপর একদল সৈন্যের সহিত যাইয়া বরারের অন্তর্গত কটক প্রদেশ অধিকার করিলেন। বরারেশ্বর নানা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিজ রাজধানী নাগপুরে গমন করিলেন, এবং তথায় থাকিয়া ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধির নিয়মানুসারে কটক প্রদেশ এবং বরদা নদীর পশ্চিমদিকস্থ সমস্ত ভূভাগ ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল। (১৮০৩)

এ দিকে সিন্ধিয়ার আর্য্যাবর্ত্তস্থিত সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত কর্ণেল লেক্ তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। পেরণ নামক একজন ফরাসী সিন্ধিয়া-সেনার অধিপতি ছিলেন। লেক্ আলিগড়ের নিকটে তাঁহার সহিত এক যুদ্ধ করিয়া জয়ী হয়েন। পেরণের পর লুইস্ নামক আর একজন ফরাসি তৎপদে অধিরূঢ় হইলেন; লেক্ তাঁহারও সহিত দিল্লী নগরে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন এবং সিন্ধিয়ার হস্তগত সম্রাট সাহ আলমকে উদ্ধার করিলেন। এই সময় হইতেই উক্ত বাদসাহ কোম্পানির বৃত্তিভোগী হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

তৎকালে সিন্ধিয়া স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করিতেছিলেন; আর্য্যাবর্ত্তের দুরবস্থার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তথায় কতকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহারাও ইঙ্গরেজ সেনাপতির নিকট পরাজিত হইল; বুন্দেলখণ্ড ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল; বরা-

রেশ্বর রঘুজী ভোঁসলাও ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া দৌলতরাও ভগ্নোৎসাহ হইলেন, এবং ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। তদনুসারে সন্ধি হইল—ইঙ্গরেজেরা বারৌচ, আহম্মদনগর গঙ্গাযমুনার দোয়াব এবং দিল্লী, আগরা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি অনেক স্থান প্রাপ্ত হইলেন। (১৮০৩)।

সিন্ধিয়া ও বরাররাজের সহিত যখন যুদ্ধ হয়, তখন যশোবন্তরাও হুলকার তূষ্ণীম্ভূত ছিলেন। কিন্তু ইংরেজদিগের সহিত বিরোধ করিতে তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ ছিল, এজন্য তিনি ১৮০৪ অব্দের প্রারম্ভেই ইংরেজদিগের প্রতিকূলে চক্রান্ত করিতে এবং তাঁহাদিগের মিত্ররাজ্যমধ্যে উপদ্রব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং তাঁহাকে দমন করিবার জন্য লর্ড লেক্ সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। হুলকার যখন জয়পুরে উপদ্রব করেন, তখন লেক্ কর্ণেল মন্সনকে সৈন্যসমেত তথায় পাঠাইয়া দেন। মন্সন পথিমধ্যে যশোবন্তের যুদ্ধোদ্যম দেখিয়া ভীত হইলেন এবং পলায়ন পূর্ব্বক আগরায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হুলকারও বরাবর তাঁহার অনুসরণ করিলেন। পরে তিনি দিল্লীর সমীপবর্ত্তী হইলে তত্রত্য রেসিডেণ্ট অক্টরলোনি সাহেব প্রভৃত পরাক্রমসহকারে নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সেনাপতি লেক্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে দীর্ঘনগর ও ফরাক্কাবাদে দুই কয়েকটী যুদ্ধ হইল, তাহাতে হুলকারই পরাজিত হইলেন। সুতরাং তিনি ভীত হইয়া নিজমিত্র ভরতপুরের রাজার দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঐ দুর্গ অতিশয় দৃঢ়; সুতরাং ইঙ্গরেজেরা উহা জয় করিতে না পারিয়া রাজার সহিত সন্ধি করিলেন।

সন্ধির নিয়মানুসারে হুলকারকে ঐ দুর্গ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল এবং রাজার এক পুত্র ইঙ্গরেজদিগের নিকট প্রতিভূস্বরূপ রহিলেন। (১৮০৫)।

এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া উক্ত অব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড ওয়েলেস্লি স্বদেশযাত্রা করিলেন। ইনি সমুদায়ে ৭ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ইহাঁর ন্যায় বুদ্ধিমান, সাহসিক, রাজনীতিকুশল গবর্ণর জেনেরেল্ অতি অল্পই এ দেশে আসিয়াছিলেন; তথাপি সমরস্পৃহা ইহাঁর নিতান্ত বলবতী থাকায় ডিরেক্টরেরা ইহাঁর প্রতি প্রীত হন নাই।

কর্ণওয়ালিস্ ও বার্লো।

১৮০৫—১৮০৭।

ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের সহিত বিবাদবিসংবাদে লিপ্ত না হওয়া, রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি না করা, ব্যয়লাঘব করা এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত বিবাদের একেবারে নিষ্পত্তি করা, এক্ষণে ডিরেক্টরদিগের অভিমত হইয়াছিল। অতএব তাঁহারা তৎসম্পাদনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া কর্ণওয়ালিসকে পুনর্ব্বার গবর্ণর জেনেরেল করিয়া পাঠাইলেন। তিনি ১৮০৫ অব্দের ৩০এ জুলাই কলিকাতায় পৌঁছিয়া লর্ড ওয়েলেস্লির অনুমোদিত রাজনীতির পরিবর্ত্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তৎকালে তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও রুগ্ন হইয়াছিলেন; অতএব কলিকাতা হইতে বারাণসী যাত্রাকালে পথিমধ্যে গাজীপুরে ঐ অব্দেরই ৫ ই অক্টোবরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

সর জর্জ বার্লো এই সময়ে কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর ছিলেন;

সুতরাং তাঁহারই উপর শাসনভার পতিত হইল। কর্ণওয়ালিস জীবিত থাকিলে যেরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিতেন; তিনি সেই-রূপ প্রণালীই অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিলেন। সিন্ধিয়ার সহিত কোন কোন বিষয়ে যাহা কিছু মনোমালিন্য ছিল, তাহা মিটাইয়া ফেলিলেন এবং হুলকারের সহিত সন্ধি করিলেন। হুলকার চর্ম্মণ্বতীর দক্ষিণ ভাগস্থ সমস্ত ভূভাগে আধিপত্য করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মাদ্রাজের গবর্ণর ছিলেন। তিনি সমস্ত সিপাহীকে এক প্রকার টুপি মাথায় দিতে আদেশ করেন। ইহাতে অজ্ঞ সিপাহীরা বোধ করে যে, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক খৃষ্টান করা হইবে। এই জন্য ১৮০৬ অব্দের ১০ই জুলাই রাত্রিতে বেলোর দুর্গস্থিত ১৫০০ সিপাহী বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং অনেক ইউরোপীয়ের প্রাণবিনাশ করিল। অর্কট নগরে অবস্থিত কর্ণেল জিলেস্পাই এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র সত্বরে তথায় গমন করিয়া দণ্ডবিধান দ্বারা ঐ বিদ্রোহের নিবারণ করি-লেন। উক্ত বেলোর দুর্গস্থ টিপুর পরিবারেরাই এই বিদ্রোহের মূল, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে কলিকাতার অব্যবহিত উত্তরদিগ্বর্ত্তী চিৎপুরে লইয়া যাওয়া হইল; বেণ্টিঙ্ক স্বদেশগমনে অনুমত হইলেন; বার্লো তাঁহার পদ পাইলেন এবং লর্ড মিণ্টো গবর্ণর জেনেরেল হইয়া ১৮০৭ অব্দের জুলাই মাসে কলিকাতায় পৌছিলেন।

লর্ড মিণ্টো।

১৮০৭—১৩।

কর্ণওয়ালিসের ন্যায় লর্ড মিণ্টোরও, বিবাদ বিসংবাদ না করিয়া

কার্য্যনির্ব্বাহ করা সম্পূর্ণ অভিমত ছিল। কিন্তু শাসনভার গ্রহণ করিবার কিছু দিন পরেই তিনি বুঝিলেন যে, দেশীয় রাজাদিগের কোন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে রাজ্যরক্ষা করা কঠিন হয়, সুতরাং স্থলবিশেষে তাঁহাকে রাজগণের বিষয়ে অগত্যা হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল।

১৮০৯ অব্দে পাতিয়ালা ও ঝিন্দ প্রদেশের সর্দ্দারেরা লাহোরের শিখ-অধ্যক্ষ রণজিৎ সিংহের রাজ্যবৃদ্ধি লালসায় উৎপীড়িত হইয়া গবর্ণর সাহেবের নিকট অভিযোগ করিলেন। লর্ড মিণ্টো মেট্‌কাফ সাহেবকে দূতস্বরূপ পাঠাইয়া রণজিতের সহিত সন্ধি করিলেন যে, রণজিৎ শতদ্রু নদীর পশ্চিমতীরেই রাজ্য করিবেন —পূর্ব্বতীরে কখন হস্তক্ষেপ করিবেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, শিখেরা মোগলদিগের প্রাবল্যসময়ে তাড়িত হইয়া হিমালয়ের উপত্যকাদেশ আশ্রয় করে, পরে মোগলরাজ্যের উচ্ছেদসময়ে ক্রমে ক্রমে আসিয়া পঞ্জাবের নানা স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের এক এক জন সর্দ্দার স্বাধিষ্ঠিত প্রদেশের উপর কর্ত্তৃত্ব করিত। রণজিৎ সিংহ ঐরূপ এক সর্দ্দারের পুত্র। তিনি লাহোর প্রদেশে অধিষ্ঠান করিয়া বুদ্ধি, বিবেচনা, সাহসিকতা প্রভৃতির দ্বারা ঐ প্রদেশে বিলক্ষণ কর্ত্তৃত্ব করিতেন। আহম্মদ আবদালীর পৌত্র জেমান সা তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়া লাহোরে তাঁহাকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন। (পশ্চাৎ ইহাঁর বিষয় পুনর্ব্বার উল্লিখিত হইবে)।

ফরাসীদিগের অধিকৃত মরিসস, বোর্বোঁ প্রভৃতি দ্বীপের লোকেরা রণতরি লইয়া মধ্যে মধ্যে ইঙ্গরেজদিগের বাণিজ্যপোত লুণ্ঠন করিত। মিণ্টো সাহেব ১৮০৯ ও ১৮১০ অব্দে সৈন্য প্রেরণ

করিয়া ঐ কয়েক দ্বীপ অধিকার করিলেন। তন্মধ্যে মরিসস, অদ্যাপি ইঙ্গরেজদিগের অধিকারে আছে, বোর্বোঁ ১৮১৫ অব্দে ফরাসীদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। যব দ্বীপও ঐ সময়ে ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে অধিকৃত করা হয়।

ইঙ্গরেজ ও ফরাসীজাতির বিদ্বেষ চিরন্তন। ইঙ্গরেজরা এদেশে ফরাসীদিগকেই অধিক ভয় করিতেন। কোনরূপে ফরাসীরা ইহার মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হয়, ইহা তাহাদের ইচ্ছা ছিল না। নিজাম, সিন্ধিয়া, হুলকার প্রভৃতির সহিত পূর্ব্বে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল, ফরাসীদিগের ক্ষমতালোপ করাই সে সকল যুদ্ধের এক প্রধান কারণ। ফরাসীদিগেরও ভারবর্ষের প্রতি বরাবর লোভ। এই সময়ে নেপোলিয়ান নিতান্ত প্রবল হওয়ায় ইঙ্গরেজদিগের শঙ্কার আরও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং লর্ড মিণ্টো রণজিতের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া সিন্ধু, কাবুল ও পারস্যদেশে দূত প্রেরণপূর্ব্বক ঐ সকল দেশের অধিপতিদিগের সহিত এইরূপ সন্ধি করিলেন যে, তাঁহারা ইঙ্গরেজদিগের কোন শত্রুকে বিশেষতঃ ফরাসীদিগকে রাজ্যে স্থান দিবেন না।

১৮১৩ অব্দে লর্ড মিণ্টো ইঙ্গলণ্ড যাত্রা করিলেন বিচক্ষণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন গবর্ণর জেনেরেল বলিয়া সকলে তাঁহার নামকীর্ত্তন করে। ঐ বৎসরেই কোম্পানির বাণিজ্য করিবার জন্য (চার্টর) সনন্দ লইবার কাল পুনর্ব্বার উপস্থিত হয়। পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে ২০ বৎসরের জন্য সনন্দ দেওয়া হয়। পূর্ব্বে বাণিজ্যবিষয়ে কোম্পানির যে একচেটিয়া ছিল, নূতন সনন্দ দ্বারা ভারতবর্ষে তাহা উঠিয়া যায়—চীন দেশে থাকে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মার্কুইস হেষ্টিংস্।

১৮১৪—২৩।

মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস্, আরল অব্ মিণ্টোর পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮১৪ খৃঃ অব্দের অক্টোবরে কলিকাতায় পৌছিলেন। ইনি পূর্ব্বে লর্ড ময়রা নামে খ্যাত ছিলেন, নেপাল যুদ্ধের পর 'মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস' এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন; নেপালীয়-দিগের সহিত যুদ্ধ করাই ইঁহার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। 'গুর্খা' নামক এক প্রবল ও সমরপ্রিয় জাতি অনেক দিন হইতে নেপালে বাস নির্দ্দেশ করিয়াছিল, এবং বিজয়দ্বারা হিমালয়ের পাদদেশে অনেক দূর পর্য্যন্ত অধিকারবৃদ্ধি করিয়াছিল। ইহারা ঐ সময়ে দক্ষিণ দিকে ইঙ্গরেজদিগের রাজ্যে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হয় এবং ইঙ্গরেজাধিকৃত কয়েকটা স্থানে উপদ্রব করিয়া অনেকের প্রাণ সংহার করে। লর্ড মিণ্টো ভয়নিরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক এই উপ-দ্রবের নিবারণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক্ষণে লর্ড ময়রা অনন্যো-পায় হইয়া যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। তদনুসারে ১৮১৪ অব্দে ইঙ্গরেজসেনাদিগকে ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ৪ স্থান হইতে নেপাল আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

সেনাপতি অক্টরলোনি, জিলেস্পাই, উড ও মার্লে এই ৪ জন উক্ত চতুর্ধাবিভক্ত সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তন্মধ্যে উড ও মার্লে কিছুই করিতে পারিলেন না; জিলেস্পাই কলঙ্গের গিরি-দুর্গ অধিকার করিতে গিয়া নিহত হইলেন। আমীর সিংহ

গুর্খাদিগের অধিপতি ছিলেন। অক্টরলোনি ক্রমাগত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া কয়েকটী দুর্গ হস্তগত করিলেন—অবশেষে আমীর, মেলোনের দুর্গে বদ্ধ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। প্রথমে সন্ধির বিষয় সমুদয় স্থির হইলেও পরে আবার মত পরিবর্ত্তন হইল। তখন অক্টরলোনি * নেপালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজধানী কাটামুণ্ডের সমীপে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নেপালীয়েরা ভীত হইয়া সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিলেন (১৮১৬)। এই সন্ধি দ্বারা ইঙ্গরেজেরা যে সকল স্থান প্রাপ্ত হয়েন, তাহারই মধ্যে শৈলবিহারী সাহেবদিগের সিমলা, মুশৌরি, নাইনিতাল প্রভৃতি মনোহর নগর সকল অবস্থিত আছে।

বহুদিন হইতে পিণ্ডারি নামে একদল প্রভূত পরাক্রান্ত দস্যু ভারতবর্ষের মধ্যভাগে যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিয়া বেড়াইত। এই দলে নানাজাতীয় বদমাস লোক থাকিত। ইহাদের সঙ্খ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষীয় রাজারা যুদ্ধ কালে ইহাদিগকে সেনামধ্যে গ্রহণ করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে চেতু খাঁ ও করিম খাঁ ইহাদের দলপতি ছিল। তাহারা ক্রমে ক্রমে ইঙ্গরেজদিগের রাজ্যেও উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের উপদ্রব বর্গীর হাঙ্গামা অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ানক। নেপাল যুদ্ধ হইতে অবসর পাইয়া লর্ড ময়রা এই পিণ্ডারিদিগের উচ্ছেদ সাধনার্থ যত্নবান্ হইলেন এবং ১৮১৭ অব্দে বহুসঙ্খ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মালোয়া ও নর্ম্মদার পার্শ্বস্থ অন্যূন

* ১৮২৫ খৃঃ অব্দে মীরাটে ইঁহার মৃত্যু হইলে সাধারণে ইঁহার গুণ গ্রামে বিমোহিত হইয়া কলিকাতা গড়ের মাঠে এক স্মৃতিস্তম্ভ (মনুমেণ্ট) প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

২৫ হাজার পিণ্ডারিকে বেষ্টন করিলেন। পিণ্ডারিরা চারিদিক্ হইতে ইঙ্গরেজ সেনাদিগের কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভীত হইল এবং পলায়ন দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা যে দিকে পলাইতে লাগিল, ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধ করিতে করিতে সেই দিকেই তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাহারা হুলকারের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল; হুলকারের সহিত যুদ্ধ হইল। হুলকার পরাজিত হইয়া সন্ধি করিলেন। সেই সন্ধি অনুসারে ইঙ্গরেজেরা তাঁহার রাজধানীতে এক দল সৈন্য রাখিতে ও তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ খান্দেশ প্রভৃতি ভূভাগ অধিকার করিতে অনুমত হইলেন। অনন্তর পিণ্ডারিরা নানাস্থানী হইয়া পড়িল, তাহাদের প্রধানেরা কেহ পলায়িত কেহ বা বিনষ্ট হইল, তাহাদের অধিকাংশই যুদ্ধে নিহত হইল এবং অবশিষ্টেরা শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক নির্দিষ্ট বাসস্থান গ্রহণ করিল, ও কৃষিবাণিজ্যাদি অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল।

১৮০২ অব্দে বাসিনে সন্ধি হওয়ায় যদিও বাজীরাও পেশোয়া ইঙ্গরেজদিগের সাহায্যে পুনা নগরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার রাজধানীমধ্যে ইঙ্গরেজ রেসিডেণ্ট অবস্থিতি করায় তাঁহার বিলক্ষণ লাঘববোধ হইয়াছিল। তদবধি তিনি ইঙ্গরেজদিগের উক্তরূপ অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য বরাবর সচেষ্ট ছিলেন। ত্র্যম্বকজী নামক তাঁহার প্রিয়মন্ত্রী সর্ব্বদাই তাঁহাকে ইঙ্গরেজদিগের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিতে এবং পেশোয়াদিগের পূর্ব্ব গৌরব বজায় রাখিতে পরামর্শ দিতেন। মধ্যে গুইকুমারের রাজদূত কোন কার্য্যসাধনের জন্য পুনায় আগমন করিলে ত্র্যম্বকজীর চক্রান্তে তাঁহার প্রাণ-

নাশ হয়। গুইকুমার ইঙ্গরেজদিগের অনুগত; অতএব ইঙ্গ-রেজেরা কুপিত হইয়া ত্র্যম্বকজীকে কারাবদ্ধ করিলেন। বাজী-রাও তাঁহাকে ইঙ্গরেজদিগের অজ্ঞাতসারে মুক্ত করিয়াদিলেন। এই সময় হইতে পুনর্ব্বার পেশোয়ার সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়। বিগতিক দেখিয়া মধ্যে পেশোয়া একবার সন্ধিও করেন। অনন্তর পিণ্ডারিদিগের সহিত ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছেন, এই সুযোগ ধরিয়া পেশোয়া ১৮১৮ অব্দে ইঙ্গরেজদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিলেন। ইঙ্গরেজ সেনাপতি স্মিথ সাহেব বলবিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পুনানগরের সন্নিহিত হইলে, পেশোয়া ভীত হইয়া ঐ নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। সুতরাং পুনা সহজেই ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল। অনন্তর পেশোয়া ভগ্নসাহস হইয়া কোম্পানির সহিত পুনর্ব্বার সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধি অনুসারে ইঙ্গরেজেরা পেশোয়ার সমস্ত রাজ্য গ্রহণ করিয়া উহার কিয়দংশ সেতারার শিবজী বংশীয় এক রাজাকে প্রদান করিলেন। পেশোয়াকে কেবল বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তিভোগী হইয়া কানপুরের সন্নিহিত বিথুরে বাস করিতে হইল। বলজী বিশ্বনাথের সময় হইতে ঐ বংশের যে গৌরব ও স্বাধীনতা হইয়াছিল, তাহার একবারে লোপ হইল। (১৮১৮)।

বরাররাজ রঘুজী ভোঁসলার মৃত্যু হইলে পরশুজী তৎপদে অধিরূঢ় হয়েন, কিন্তু তৎপিতৃব্যপুত্র অপা সাহেব তাঁহাকে নিহত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন। ইঙ্গরেজদিগের সহিত অপা সাহেবের সন্ধি ছিল, তথাপি তিনি, পেশোয়াকে ইঙ্গরেজদিগের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার

সহিত যোগ দিয়াছিলেন। সুতরাং ইঙ্গরেজেরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করেন, এবং রঘুজী ভোঁসলার পৌত্রকে পিতামহেরই নাম প্রদান পূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহিত করেন। (১৮১৮)।

১৮২৩ অব্দের ১লা জানুয়ারি লর্ড ময়রা স্বদেশযাত্রা করিলেন। তাঁহার পত্নী এতদ্দেশীয়দিগের ইঙ্গরেজিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বারাকপুরে একটী ইঙ্গরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। লর্ড ময়রারই সময়ে কলিকাতার বিশপকালেজ সংস্থাপিত হয়; এবং শ্রীরামপুরস্থ কেরি, মার্সমান প্রভৃতি মিশনরিগণ অনেক গুলি বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন, বহুসঙ্খ্যক বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত করেন, এবং ১৮১৮ অব্দে 'সমাচারদর্পণ' নামক সর্ব্ব প্রথম সংবাদপত্র প্রচারিত করেন। লর্ড ময়রার সময়ে রাজকোষ প্রচুর অর্থে পরিপূর্ণ ছিল।

লর্ড আমহার্ষ্ট।

১৮২৩—২৮।

লর্ড আমহার্ষ্ট সাহেব গবর্ণর জেনেরেল হইয়া ১৮২৩ অব্দের আগষ্ট মাসে কলিকাতায় আগমন করেন। ইহার পূর্ব্বে কয়েক মাস কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর আড়াম সাহেব গবর্ণর জেনরেলের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ে কয়েকটী কঠিন নিয়ম প্রচারিত করায় ইনি লোকের বড়ই অপ্রিয় হইয়াছিলেন।

অনেক দিন পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয়েরা আরাকান, আসাম প্রভৃতি কয়েকটী প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা মনে মনে

এরূপ বোধ করিয়াছিল যে, ইঙ্গরেজদিগের রাজ্য গ্রহণ করা বড় কঠিন কার্য্য নহে। ঐ সকল প্রদেশ অধিকার করায় ব্রহ্মরাজ্যের এবং বাঙ্গালার সীমা লইয়া বিবাদ হইবার উপক্রম হয়। আমহার্ষ্ট কয়েক মাস উক্ত বিবাদের নিবারণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে যখন (১৮২৩) ব্রহ্মদেশীয়েরা চট্টগ্রামের সন্নিহিত সাহাপুরা নামক দ্বীপ অধিকার করিয়া ইঙ্গরেজদিগের তত্রস্থ লোকদিগকে নিহত ও তাড়িত করিয়া দিল, তখন ব্রহ্মীয়দিগের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। সুতরাং গবর্ণর জেনেরেলের আদেশানুসারে ১৮২৪ অব্দে উহাদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষিত হইল। আর্কিবাল্ড কাম্বেল সাহেব এক দল সেনা লইয়া বহু কষ্টে রেঙ্গুনের সমীপে উপনীত হইলেন। রেঙ্গুনের লোকেরা ইঙ্গরেজদিগের কর্ত্তৃক অতর্কিতরূপে আক্রান্ত হওয়ায় ভীত হইয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। সুতরাং ঐ নগর অনায়াসেই ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল, কিন্তু ঐ সময়ে অত্যন্ত বর্ষা, জল বায়ুর দোষ এবং খাদ্য দ্রব্যের অভাবনিবন্ধন ইংরেজসেনাদিগকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইল, এবং রোগভোগ করিয়া অনেক সৈন্য মরিয়া গেল। তথাপি ইঙ্গরেজেরা ঐ দেশে অনেক যুদ্ধ করিলেন এবং জয়লাভ করিয়া অনেকগুলি ব্রহ্মীয়নগর অধিকার করিলেন। ১৮২৫ অব্দে দনাবু নগরের যুদ্ধে বিখ্যাত ব্রহ্মীয় সেনাপতি মহাবন্ধুলা নিহত হইলেন। অনন্তর যখন ইঙ্গরেজেরা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া রাজধানী আবা নগরের দুই ক্রোশ অন্তরবর্ত্তী যেন্দাবুনগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ব্রহ্মরাজ অগত্যা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সেই সন্ধি দ্বারা তিনি আসাম, কাছাড়, জয়ন্তী, আরাকান, তানাসিরাম প্রভৃতি কয়ে-

কটী প্রদেশ এবং যুদ্ধের ব্যয় ১ কোটি টাকা ইঙ্গরেজদিগকে প্রদান করিলেন। (১৮২৬)।

এই যুদ্ধোপলক্ষে বারাকপুরস্থ ৪৭ গণিত সিপাহীদিগের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়া রেঙ্গুনে যাইতে সিপাহীদিগের আন্তরিক ইচ্ছা ছিলনা, এ নিমিত্ত তাহারা দ্রব্যসামগ্রী লইয়া যাইবার জন্য পাথেয় প্রার্থনা করে, এবং ডবলভাতা না পাইলে রেঙ্গুন যাইবনা এই কথা বলিয়া বিদ্রোহী হয়। প্রধান সেনাপতি পেজেট্ সাহেব কলিকাতা হইতে এক দল গোলন্দাজ সৈন্যসমেত ঐ স্থানে যাইয়া গোলাবর্ষণ দ্বারা বিদ্রোহ দমন করিলেন।

ভরতপুরের রাজা বলদেব সিংহ ১৮২৫ অব্দে প্রাণত্যাগ করায় তাঁহার শিশুপুত্র তৎপদে আরোহণ করেন, কিন্তু ঐ শিশুর পিতৃব্য দুর্জ্জয়শাল তাহাকে পদচ্যুত করিয়া সিংহাসনারূঢ় হয়েন। ইঙ্গরেজেরা ঐ শিশু রাজার সহায় ছিলেন, এজন্য তাঁহার অনুকূলে অস্ত্রগ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। কর্ণেল লেক্ ১৮০৫ অব্দে ভরতপুরের দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই, এজন্য ঐ দুর্গ একান্ত দুর্জ্জয় বলিয়া দেশীয় লোকদিগের সংস্কার হইয়াছিল। সেই সংস্কারের অপনয়ন করিয়া ইঙ্গরেজদিগের শৌর্য্য প্রকাশ করাও এ যুদ্ধের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক সেনাপতি লর্ড কম্বরমিয়ার সৈন্যসমেত ভরতপুরে গমন করিয়া তত্রত্য দুর্গ জয় করিলেন। অনন্তর শিশুরাজা পুনর্ব্বার স্বপদস্থ হইলেন। (১৮২৬)।

অতঃপর লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। ইহাঁর সময়েই কলিকাতার ন্যায় বোম্বে নগরেও একটী সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক।

১৮২৮—৩৫।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক পূর্ব্বে মাদ্রাজের গবর্ণর ছিলেন ; এক্ষণে তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল হইয়া ১৮২৮ অব্দের জুলাই মাসে কলিকাতায় উপনীত হইলেন। তৎপূর্ব্ব কয়েক মাস বটর্ওয়ার্থ বেলি সাহেব প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরেল ছিলেন। বেণ্টিঙ্কের সময় যুদ্ধ বিগ্রহাদি কোন প্রকাণ্ড ঘটনা উপস্থিত হয় নাই ; কিন্তু বিদ্যা প্রচার, সামাজিক রীতিশোধন, রাজ্যের ব্যয়লাঘব, প্রভৃতি কার্য্যেই তাহার অধিকারকাল অতিবাহিত হইয়াছিল এবং সেই সকল কার্য্য দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, কার্য্যদক্ষতা ও উদারতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এমন কি অনেকের বিবেচনায় তাঁহার তুল্য সদ্গুণশালী গবর্ণর জেনেরেল ভারতবর্ষে আর কেহই আইসেন নাই।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের অধিকারকালে ১৮৩১ অব্দে বারাসতে তিতুমিয়ার লড়াই এবং ১৮৩২ অব্দে বাঙ্গালার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলস্থ কোল নামক অসভ্য জাতীয়দিগের উপদ্রব হয়। গবর্ণর সাহেব অল্পেই উক্ত উপদ্রবদ্বয় নিবারণ করিয়া দেন। মহীশূরের সুদক্ষ রাজমন্ত্রী পূর্ণিয়ার মৃত্যু হওয়ার পর উক্ত রাজ্যে রাজকার্য্যের বড় গোলযোগ ঘটিয়াছিল—এজন্য গবর্ণর সাহেব ১৮৩৩ অব্দে এক জন ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীর উপর ঐ রাজ্যের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া ভবিষ্যৎ রাজবংশীয়দিগের জন্য বৃত্তিনির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

মহীশূরের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী কুর্গরাজ্য ইঙ্গরেজদিগের সহিত

মিত্রভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু ঐ রাজ্যের তাৎকালিক অধীশ্বর বীররাজ অতিশয় নিষ্ঠুর ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। তিনি একদা রূঢ়বাক্যে মান্দ্রাজের গবর্ণরকে পত্র লেখায় ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার মানস করিলেন। ১০ দিন যুদ্ধের পর কুর্গ অধিকৃত হইয়া কোম্পানির রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইল (১৮৩৩)।

লর্ড হেষ্টিংস ও লর্ড ময়রার সময়ে রাজকোষ যে অর্থে পরিপূর্ণ ছিল, আমহার্ষ্টের সময়ে নানারূপ যুদ্ধ বিগ্রহে সে অর্থ ব্যয়িত হইয়া আরও অনেক ঋণ দাঁড়াইয়াছিল। বেণ্টিঙ্ক সাহেব এই অর্থকৃচ্ছ্রের নিবারণের জন্য অনেক বিষয়ের ব্যয়লাঘব ও আয় বৃদ্ধি করিলেন। এই সময়ে সিবিলিয়ানদিগের ভাতা ও বেতনের কিয়দংশ ন্যূন করা হইল—এবং বিনা দলিলে যে সকল ভূমি নিষ্কররূপে উপভুক্ত হইত, তাহা বাজেয়াপ্ত করায় রাজস্বের অনেক বৃদ্ধি হইল। এই সময়েই পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি প্রধান প্রধান গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

১। হিন্দু শাস্ত্রমতে নববিধবাদিগের মৃত স্বামীর সহিত জ্বলচ্চিতারোহণের বিধি আছে। কিন্তু এই বিধি প্রতিপালন না করিলে যে কোন প্রত্যবায় আছে—শাস্ত্রে এরূপ নির্দ্দেশ নাই। লোকের প্রবর্ত্তনাতেই হউক, গৌরবলাভার্থই হউক, বা কেবল পারলৌকিক সুখলাভের অভিলাষেই হউক, প্রতিবর্ষে অনেক অবলা স্বামীর সহিত সহমৃতা হইত। এই সহমরণ প্রথা অনেক দিন হইতে নিবারিত হইবার কথা হইতেছিল—কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে সকল কথার কোন কাজ হয় নাই। এক্ষণে লর্ড বেণ্টিঙ্ক, ইউরোপীয় ও দেশীয় অনেক প্রধান প্রধান লোকের মত গ্রহণপূর্ব্বক ১৮২৯ অব্দে আইন করিয়া উক্ত সতীদাহপ্রথা

রহিত করিয়া দেন। আস্তিক হিন্দুসম্প্রদায় এ বিষয়ের জন্য অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার কোন ফল হয় নাই।

২। ঠগ্ নামে এক সম্প্রদায় দুষ্ট লোক ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে বিশেষতঃ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বদা, দৌরাত্ম্য করিত। ইহারা কালীপূজা করিয়া দলে দলে বাহির হইত এবং পথিক বেশে পথিকদিগের সহিত মিশিয়া সুযোগক্রমে তাহাদের গলায় ফাঁস দিয়া প্রাণসংহার পূর্ব্বক সর্ব্বস্ব হরণ করিত। এইরূপে মনুষ্যহত্যা তাহাদের জীবিকার উপায় এবং ধর্ম্মকার্য্যেরও অঙ্গ ছিল। ১৮২৯ অব্দে শ্লিমান সাহেব, গবর্ণর সাহেব কর্তৃক ঠগী নিবারণে নিযুক্ত হইয়া প্রায় দুই সহস্র ঠগের বিনাশ-সম্পাদন পূর্ব্বক উহাদের উপদ্রব হইতে পথিকদিগের প্রাণরক্ষা করেন।

৩। রাজপুত জাতীয়দিগের কন্যা বিবাহে অনেক ব্যয় হয় এবং কন্যাদানের যোগ্য ঘরও সহজে মিলে না, এজন্য কন্যা-সন্তান হইলে নানাবিধ উপায়ে তাহাদের প্রাণনাশ করা ঐ জাতির মধ্যে একটী চিরাচরিত প্রথা হইয়া দাড়াইয়াছিল। গবর্ণর সাহেব এই নৃশংস প্রথার নিবারণের জন্য মনোযোগী হয়েন এবং ১৮৩৮ অব্দে উইলকিন্সন এবং উইলোবি সাহেবের দ্বারা নানা স্থানস্থ প্রধান প্রধান রাজপুতগণকে সমবেত করিয়া সুহৃদ্ভাবে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ঐ রীতির অনেকাংশে নিবারণ করেন।

৪। উড়িষ্যাস্থিত খন্দ নামক বর্ব্বরেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রের শস্যোৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবার জন্য নরহত্যা করিয়া দেবী পূজা করিত। ১৮৩৫ অব্দে গবর্ণর সাহেব উহা নিবারণ করেন। ঐ সময়েই গুম্সরের বিদ্রোহী রাজার রাজ্য কোম্পানির অধিকার ভুক্ত হয়।

৫। পূর্ব্বে দেশীয় লোকেরা সামান্য সামান্য রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন—মুন্সেফ ও সদর আমীনের পদই তাঁহাদের উর্দ্ধ-দৃষ্টির চরম সীমা ছিল। বেণ্টিঙ্ক সাহেব ডেপুটি কলেক্টর এবং প্রধান সদর আমীন বা সদর আলা এই দুই পদের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে দেশীয় লোকদিগকেই অধিকাংশ নিযুক্ত করেন। ইহা দ্বারা দেশীয় লোকদিগের মঙ্গল সাধন হয়, এবং ঐ সকল কার্য্যের নির্ব্বাহার্থ ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করায় যে অধিক ব্যয় হইত, তাহারও হ্রাস হয়।

এই সময়ে পূর্ব্বস্থাপিত প্রবিন্সিয়াল কোর্ট সকল অকর্ম্মণ্য বোধ হওয়ায় রহিত হয়; কয়েকটী জেলা লইয়া এক এক চক্র (ডিবিজন) হয়, ও এক এক চক্রে এক এক জন রেবিনিউ কমিশনর নিযুক্ত হয়েন। মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা জজদিগের হস্ত হইতে কালেক্টরের উপর অর্পিত হয়, জজদিগের উপর কেবল দেওয়ানি ও মধ্যে মধ্যে দায়রার মোকদ্দমা করিবার ভার থাকে; আদালত সকলে পারসী ভাষার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা প্রভৃতি তত্তৎপ্রদেশীয় ভাষার প্রচলন আরম্ভ হয়; এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সুবিধার জন্য কলিকাতার ন্যায় আলাহাবাদেও একটী সদর আদালত ও রেবিনিউ বোর্ড সংস্থাপিত হয়। ঐ প্রদেশে বাঙ্গালার ন্যায় জমীদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই—তথায় বেণ্টিঙ্কের সময়েই রাজার সহিত প্রজাদিগের সাক্ষাৎ করদাতৃত্বসম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত হয়।

৬। ১৮১৩ অব্দের চার্টর পরিবর্ত্তের সময়ে দেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে ১ এক লক্ষ টাকা প্রদানের অনুমতি হইয়াছিল, ঐ টাকা এ পর্য্যন্ত সংস্কৃতকালেজ, মাদ্রাসা ও পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়েই পর্য্যবসিত হইত—ইংরেজী শিক্ষার জন্য

উহার প্রায় কিছুই দেওয়া হইত না। এক্ষণে গবর্ণর সাহেব লর্ড মেকলে, সর চার্লস্ ট্রিবিলিয়ান প্রভৃতি বিজ্ঞমহোদয়বর্গের মতানু-বর্ত্তী হইয়া যাহাতে দেশ মধ্যে ইংরেজি বিদ্যাশিক্ষার প্রাচুর্য্য হয়, তদর্থ যত্নশীল হইয়া স্থানে স্থানে ইংরেজি বিদ্যালয় সকল সংস্থা-পন করেন, এবং তাঁহারই যত্নে ১৮৩৫ অব্দে কলিকাতার মেডিকাল কালেজ সংস্থাপিত হয়।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়াই ইংলণ্ডে যাইবার পথ ছিল; লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে লোহিত ও ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া ঐ পথ অবলম্বিত হয়। লর্ড আমহার্ষ্ট দিল্লীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরাই এক্ষণে ভারতবর্ষের সম্রাট্; তাঁহারা তৈমুরলঙ্গবংশীয়দিগকে এখন আর সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করেন না। এ কথায় দিল্লীপতি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া পূর্ব্বতন সম্মান বজায় করিবার জন্য লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে রাজা রামমোহন রায়কে উকীল স্বরূপ করিয়া ইঙ্গলণ্ডে প্রেরণ করেন। রামমোহন রায় ব্রাহ্মণ; তৎপূর্ব্বে কোন হিন্দু সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে সমুদ্রযাত্রাস্বীকার পূর্ব্বক ইংলণ্ডে গমন করেন নাই। রামমোহন রায় হইতেই বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতনরূপে প্রচলন হইতে আরম্ভ হয়। রামমোহন রায় বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ ও বহুভাষাজ্ঞ ছিলেন। ইঙ্গলণ্ডে তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি যে উদ্দেশে গিয়া-ছিলেন, তাহা সিদ্ধ হয় নাই—কিন্তু দিল্লীশ্বরের বৃত্তিবিষয়ে কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছিল। ইঙ্গলণ্ডেই রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়।

১৮৩৩ অব্দে কোম্পানি বাহাদুর পুনর্ব্বার ২০ বৎসরের জন্য নূতন সনন্দ গ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সনন্দে চীনদেশে

কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার বিধি ছিল, এবারে সে বিধিও রহিত হইল—শুদ্ধ সে বিধিই কেন, কোম্পানির বাণিজ্য-সংস্রব একেবারে নিবারিত হইল। পূর্ব্বে মাদ্রাজ, বোম্বে ও বাঙ্গালা তিনটী প্রেসিডেন্সি ছিল, এক্ষণে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মধ্য হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশকে পৃথক করিয়া আগরা প্রেসি-ডেন্সি করা হইল। ঐ নূতন প্রেসিডেন্সিতেও মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সির ন্যায় একজন গবর্ণর ও তিন জন কৌন্সিলের মেম্বর নিযুক্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরেই অর্থাৎ ১৮৩৫ অব্দে এ নিয়মের পরিবর্ত্ত হইল এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশকে একজন লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের অধীন করা হইল। এতদ্ভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মভেদ বিবেচনা না করিয়া উপযুক্ত হইলেই সকলকে সকল প্রকার পদ দিবার বিধি হইল এবং ব্যবস্থাপক সভাসংক্রান্ত কতকগুলি নূতন নিয়ম হইল।

১৮৩৫ অব্দের মার্চ্চ মাসে লর্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেব এতদ্দেশে, চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি ও যশোরাশি রাখিয়া এবং এতদ্দেশীয়দিগের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সমভিব্যাহারে লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন।

বেণ্টিঙ্কের পর সর্ চার্লস্ মেট্‌কাফ্ সাহেব প্রায় এক বৎসর গবর্ণর জেনেরেলের প্রতিনিধিতা করিয়া ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা যাহা ইচ্ছা লিখিতে পারিতেন না—গবর্ণমেন্টের নিয়োজিত কর্ম্মচারীরা পরীক্ষা করিয়া অনুমতি না দিলে কোন প্রস্তাবই প্রকাশিত হইতে পাইত না। মেট্‌কাফ্ সাহেব ১৮৩৬ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। এই কার্য্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ দেশীয় লোকেরা কলিকাতায় 'মেট্‌কাফ্ হল' প্রস্তুত করিয়া তাঁহার নাম স্থায়ী রাখিয়াছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

——ঃ০ঃ——

লর্ড অকলাণ্ড।

১৮৩৬—৪২।

লর্ড অকলাণ্ড ১৮৩৬ অব্দের মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় পৌছেন এবং কাবুলের যুদ্ধেই সমস্ত শাসন কাল অতিবাহিত করেন। ইতিপূর্ব্বে কাবুলের অধিপতি মহম্মদআবদালীবংশীয় সাহ্‌স্জা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রথমে রণজিৎ সিংহের সমীপে, অনন্তর ইঙ্গরেজদিগের আশ্রয়ে লুধিয়ানায় বাস করিয়াছিলেন। দোস্ত মহম্মদ নামক অপর এক ব্যক্তি কাবুলের অধিপতি হইয়াছিলেন। এই সময়ে রণজিৎসিংহ কাশ্মীর, মূলতান, লিয়া, পেশোয়ার প্রভৃতি প্রদেশ সকল হস্তগত করেন। তন্মধ্যে পেশোয়ার প্রদেশ দোস্ত মহম্মদের ভ্রাতার অধিকৃত ছিল। দোস্ত মহম্মদ পেশোয়ারের পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টায় কৃতকার্য্য না হওয়ায় ইঙ্গরেজদিগকে বিবাদভঞ্জনার্থ মধ্যস্থ মানেন। লর্ড অকলাণ্ড রণজিৎসিংহের বিরাগোৎপত্তিভয়ে মধ্যস্থতাবলম্বন অস্বীকার করিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে প্রভুত্ব প্রদর্শক ভাষায় দোস্ত মহম্মদকে এক পত্র লিখিলেন। ইহার পুর্ব্বে ইঙ্গরেজদূত বর্ণিস সাহেব দোস্তের নিকট যাইয়া সন্ধিকরণার্থ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু দোস্ত ঐ পত্রপাঠে কুপিত হইয়া ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি করিবার আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারস্যরাজের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহা দেখিয়া ইংরেজেরা ভীত হইলেন; যেহেতু তৎকালে রুসিয়ার রাজদূত পারস্যে অবস্থিত থাকিয়া পারস্যরাজের সহিত সন্ধ্যাদি করিতে-

ছিলেন। ইহাতে ইঙ্গরেজেরা ভাবিলেন হয়ত, রুসিয়েরা পারস্য-রাজ ও কাবুলরাজকে সহায় করিয়া ক্রমে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন। যাহা হউক,তথন অক্‌লাণ্ড অনন্যোপায় হইয়া আফ্‌গান স্থানে সাসুজাকে পুনঃ স্থাপিত করিয়া ঐ দেশ আপনা-দিগের আয়ত্ত রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। কারণ আফ্‌গান-স্থান ভেদ না করিয়া রুসিয়দিগের ভারতবর্ষে আসিবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল চিন্তা করিয়া অক্‌লাণ্ড সাহেব দোস্ত মহম্মদের সহিত যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন এবং রণজিৎ সিংহকে আহ্বান করায় তিনিও সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। ১৮৩৮ অব্দের জুন মাসে কোম্পানি, রণজিৎ ও সাসুজা এই তিন পক্ষের সন্ধি অবধারিত হইলে, সমরসজ্জা আরম্ভ হইল।

১৮৩৮ অব্দের নবেম্বর মাসে সৈন্য সকল সিন্ধুদেশ দিয়া কাবু-লের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সর জন কীন সেনাপতি এবং উইলোবি, কটন, সেল, পটিঞ্জর প্রভৃতি তাঁহার সহকারী এবং ম্যাকনাটন রাজদূত হইয়া চলিলেন। সৈন্য সকল পার্ব্বত্যপথে বহু কষ্ট পাইয়া অনেকদিনের পর আফ্‌গানস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে কান্দাহার—পরে গজনী—অনন্তর কাবুল নগর জয়লব্ধ করিল। দোস্ত মহম্মদ প্রথমে পলায়ন করিলেন, পরে সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক কয়েকটী যুদ্ধ করিলেন; অনন্তর ইঙ্গরেজদিগের শরণাগত হইয়া ভারতবর্ষের মুশোরিনগরে আগমন পূর্ব্বক বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া বাস করিতে লাগিলেন (১৮৪০)। এই সময়ে সাসুজা স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সুতরাং রুসিয়দিগের হইতে আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না; অতএব ঐ সময়ে কাবুল ত্যাগ করিয়া আসাই ইঙ্গরেজ-

দিগের উচিত ছিল, কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া সৈন্যসমেত ঐ দেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। বলবান্ ও স্বাধীনতাপ্রিয় কাবুলবাসীরা বিদেশীয় জাতিকে কর্ত্তৃত্ব করিতে ও উদ্ধতব্যবহারে নগরমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইল, সুতরাং পুরাতন রাজা সাহ্‌জাকে পুনর্ব্বার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াও তাঁহার প্রতি অনুরাগসম্পন্ন হইল না। ঐ সময়ে দোস্তের পুত্র আকবর খাঁ পৈতৃক পদ বজায় রাখিবার জন্য সৈন্যসংগ্রহ করিতেছিলেন। কাবুলবাসীরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ১৮৪১ অব্দের নবেম্বরে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

ইঙ্গরেজেরা ইতিপূর্ব্বে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই অথবা বুঝিয়াও মনোযোগ করেন নাই। এক্ষণে তাঁহাদিগকে অবিমৃষ্যকারিতার ফল বিলক্ষণ ভোগ করিতে হইল। সর্ব্বাগ্রে বর্ণিস সাহেব নিহত হইলেন। আকবর খাঁ সৈন্যসমেত নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইঙ্গরেজদিগের আহারীয় প্রাপ্তির একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের দুর্গতি ও কষ্টের পরিসীমা রহিল না, সুতরাং তাঁহারা সন্ধির প্রস্তাব না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। সাহ্‌জাকে ভারতবর্ষে লইয়া গিয়া দোস্ত মহম্মদকে কাবুলে ফিরিয়া আসিতে দিবার প্রস্তাব হইল। ইঙ্গরেজেরা তাহাতেই সম্মত হইয়া কাবুল ত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ইতিমধ্যে মেকনাটন সাহেব আকবর কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। যাহা হউক ১৮৪২ অব্দের জানুয়ারি মাসে ইঙ্গরেজদিগের ৪৫০০ সৈনিক ও ১১,০০০ অপর লোক ভারতবর্ষে যাত্রা করিল; কিন্তু তুষারাবৃত পার্ব্বত্য পথ দিয়া আসিবার সময়ে দুর্দান্ত কাবুলিয়দিগের কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া

সকলেই যমালয়ে গমন করিল—কেবল কতকগুলি স্ত্রী ও বালক বন্দী হইল, আর ব্রাইডন নামক একজন ইঙ্গরেজ ও ২০ জন সিপাহী জেলালাবাদে পৌছিয়া তত্রত্য ইঙ্গরেজদিগকে এই দুঃসংবাদ প্রদান করিল। ভারতবর্ষে আসিয়া ইঙ্গরেজদিগের এরূপ অপমান ও দুর্গতি বোধ হয় আর কখন ঘটে নাই।

লর্ড অক্‌লাণ্ড কাবুল যুদ্ধের পরিণামদর্শনে দুঃখিত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া ১৮৪২ অব্দের মার্চ্চ মাসে লর্ড এলেন্‌বরার হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

লর্ড এলেন্‌বরা।

১৮৪২—৪৪।

কাবুল নগরস্থিত সৈন্যেরাই আসিবার সময়ে পথিমধ্যে কুর্দ্ধকাবুল নামক গিরিসঙ্কটে পূর্ব্বোক্তরূপে নিহত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন জেলালাবাদে সেল সাহেব, গজনীতে পামর সাহেব এবং কান্দাহারে নট সাহেব সৈন্য সমেত তখনও অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই ঘোর বিপদে পড়িয়াও আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল পামর সাহেব অবসন্ন হইয়া কাবুলীয়দিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন।

ইহার পূর্ব্বে সেনাপতি পলক সাহেব সেনাসমেত জেলালাবাদে গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে গবর্ণর সাহেব জেলালাবাদস্থিত সেল ও পলক্‌কে এবং কান্দাহারস্থিত নটকে কাবুলে যাত্রা করিয়া ইঙ্গরেজ বন্দীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। সেল ও পলক যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে শত্রুদিগের কর্ত্তৃক গুরুতর

রূপে আক্রান্ত হইলেও সকল বাধা অতিক্রম করিয়া কাবুলে উপস্থিত হইলেন। নটও পথিমধ্যে গজনী নগর উৎসন্ন করিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। এক্ষণে তিন জন সেনাপতি নগর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন আকবর খাঁ পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছেন এবং সাসুজা বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে ইঙ্গরেজ বন্দীদিগকে মুক্ত করাই সেনাপতিদিগের প্রধান কার্য্য হইল। বন্দীগণের মধ্যে সেল সাহেবের পত্নী ও কন্যা ছিলেন। সেল পরমাগ্রহের সহিত তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। অনন্তর সেনাপতিরা কাবুল ও কাবুলবাসীদিগের উপর মনের সাধে অত্যাচার করিয়া বৈরনির্য্যাতন করিলেন; এবং ঐ দেশ স্ববশে রাখায় লাভ নাই বিবেচনা করিয়া, উহার দুর্গাদি সমভূমি করণান্তর মহা আড়ম্বরের সহিত ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর দোস্ত মহম্মদ স্বরাজ্যে গমন করিতে অনুমত হইলেন। কাবুলযুদ্ধে ইঙ্গরেজদিগের কিছু মাত্র লাভ হয় নাই—উহাতে কেবল ধনক্ষয় বলক্ষয়—ও অপমানের একশেষ হইয়াছিল।

বেলুচিস্থানের এক মুসলমান সম্প্রদায় ১৭৮৬ অব্দে সিন্ধুদেশ জয় করিয়াছিল। উহাদের বংশীয়েরা আমীর নামে খ্যাত হইয়া ঐ প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্বাধীন রূপে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইঙ্গরেজদিগের সহিত আমীরদিগের যে প্রকার সন্ধি ছিল, তাহাতে সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া ইঙ্গরেজদিগের সেনাদি লইয়া যাইবার কথা ছিল না। লর্ড অক্‌লাণ্ড কাবুল যুদ্ধে ঐ দেশ দিয়া সৈন্য প্রেরণ করায় আমীরেরা মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েন, এবং ঐ যুদ্ধে ইঙ্গরেজদিগের দর্পচূর্ণ হইল দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহা-

দের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন। সিন্ধুদেশস্থ রেসিডেণ্ট আউট্‌রাম এই বিষয় গবর্ণর জেনেরেলের গোচর করায় তিনি ১৮৪২ অব্দে সেনাপতি সর চার্লস নেপিয়ারকে সিন্ধুদেশে পাঠাইয়া দিলেন। নেপিয়ারের অনুসন্ধানে প্রধান আমীর রস্তমজী দোষী বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। রস্তমের ভ্রাতা আলিমোরদ নেপিয়ারের সাহায্যে রস্তমকে পদচ্যুত করিয়া তদীয় পদে অধিরোহণ করিলেন। অপরাপর আমীরেরা আউটরামের নিকট গমন করিয়া রস্তমের নির্দ্দোষতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাকে পদস্থ করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু নেপিয়ারের ঔদ্ধত্যে বিফলপ্রযত্ন হইয়া ১৮৪২ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আউটরামকে আক্রমণ করিলেন। আউটরাম নেপিয়ারের সহিত মিলিত হইয়া মেয়ানি নামক স্থানে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন; যুদ্ধ হইল। আমীরেরা পরাজিত হইলেন। সুতরাং সিন্ধুরাজ্য ইঙ্গরেজদিগের অধিকারভুক্ত হইল। সর চার্লস নেপিয়ার ঐ প্রদেশের প্রধান কমিশনর নিযুক্ত হইলেন। উহা আপাততঃ কোন প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভূত না হইয়া নিয়মবহির্ভূত প্রদেশ হইয়া রহিল। (১৮১৩)।

সিন্ধুদেশীয় যুদ্ধব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া গবর্ণর জেনেরেলকে গোয়ালিয়ার রাজ্যের গোলযোগে মনোনিবেশ করিতে হইল। দৌলতরাও সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে তদীয় দত্তকপুত্র জঙ্কজী অনেক দিন রাজত্ব করেন। তাঁহারও সন্তান ছিল না। সুতরাং ১৮৪৩ অব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করিলে তদীয় বিধবা মহিষী এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। এই মহিষী ও তাঁহার পোষ্যপুত্র উভয়েই অল্পবয়স্ক; এজন্য রাজ্যের তত্ত্বাবধানার্থ জঙ্কজীর মাতা মহারাণী ও পিতৃব্য মামা সাহেব ইহাঁদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত

হইল। ইঙ্গরেজেরা মামা সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সুতরাং মহারাণীর সহিত তাঁহাদের বিরোধ ঘটিল।

এই সময়ে পঞ্জাবের শিখ সেনারা অতিশয় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। পাছে গোয়ালিয়ারের মহারাষ্ট্রীয় সেনারা উহাদের সহিত যোগ দেয়, এই শঙ্কায় গবর্ণর জেনেরেল মহারাষ্ট্রীয়দিগকে অগ্রে বশীভূত করিবার মানস করিলেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত সূত্র অবলম্বন করিয়া সেনাপতি সর হিউ গফের সহিত গোয়ালিয়ার রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মহারাজপুরে ইঙ্গরেজ ও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা পরস্পর সম্মুখীন হইল। ঐ স্থানের যুদ্ধে যদিও ইঙ্গরেজদিগের অনেক অপচয় হইয়াছিল, তথাপি পরিশেষে তাঁহারাই জয়ী হইলেন (১৮৪৩ ডিসে)। ঐ দিবসেই পনিয়ার গ্রামের নিকটে সেনাপতি গ্রে আর একদল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যকে পরাজিত করেন। এই দুই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা ভগ্নোৎসাহ হইলেন এবং বশ্যতাস্বীকার করিলেন। গবর্ণর জেনেরেল ঐ রাজ্যের স্বাধীনতা লোপ করিয়া এবং উহাকে করপ্রদরাজ্যমধ্যে নিবিষ্ট করিবার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

১৮৪৪ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি শুনিলেন যে, ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জকে তৎপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ডিরেক্টরদিগের সহিত এলেন্‌বরার পূর্ব্বাবধি অবনিবনাও ছিল; এজন্য তিনি সমুচিত সম্মান সহকারে তাঁহাদিগকে পত্রাদি লিখিতেন না, তাঁহাদের আদেশ অমান্য করিয়া নিরন্তর সমরকার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছিলেন, এবং এতদ্দেশস্থ সিবিলিয়ানদিগের প্রতি নিতান্ত উৎ-

পীড়ন করিয়া সাহেব মহলে সকলের বিরাগভাজন হইতেছিলেন। এই সকল কারণেই তাঁহার পদচ্যুতি হইল;—ঐ অব্দেরই আগষ্ট-মাসে তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিলেন। ইহাঁর অধিকারকালে পুলিস কর্ম্মচারিগণের বেতন বর্দ্ধিত হয়; ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদের সৃষ্টি হয়; গবর্ণমেণ্টের সুরতি খেলায় নানাবিধ অনিষ্ট-সংঘটন হইতেছে দেখিয়া, তাহা রহিত করা হয়, এবং চিরপ্রচলিত দাসত্ব প্রথা বিধিবলদ্বারা প্রতিষিদ্ধ হয়। কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর বর্ড সাহেবের প্রযত্নেই এই কয়েকটী শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

লর্ড হার্ডিঞ্জ।

১৮৪৪—৪৭।

লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ অব্দে এদেশে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি বিখ্যাত ওয়াটারলুর যুদ্ধে ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের অধীনে যোদ্ধৃকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ যুদ্ধে তাঁহার একটী হস্ত কাটা-গিয়াছিল, এজন্য এদেশের সকলে তাঁহাকে হাতকাটা গবর্ণর বলিত। এ দেশে পদার্পণ করিবার পরেই শিখদিগের সহিত তাঁহাকে সমরকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইল।

পঞ্জাবাধিপতি রণজিৎসিংহ কিছুমাত্র লেখা পড়া জানিতেন না; কিন্তু অতিশয় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও সর্ব্বকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার অধীনে খালসা নামে খ্যাত প্রায় ৮০ হাজার দুর্দ্ধর্ষ সেনা ছিল; তথাপি তিনি ইঙ্গরেজদিগের সহিত কখন বিরোধ করেন নাই। ইঙ্গরেজেরাই ভারতবর্ষের সম্রাট হইবেন, ইহা তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই তিনি কোন

সময়ে ভারতবর্ষের ভূচিত্রে ইঙ্গরেজাধিকৃত প্রদেশ সকল লাল-চিহ্নে চিহ্নিত দেখিয়া "কালক্রমে সমুদয় লাল হইয়া যাইবে" এই কথা বলিয়াছিলেন। ১৮৩৯ অব্দে রণজিতের মৃত্যু হয়। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ খড়্গসিংহ সিংহাসনারূঢ় হইয়া কয়েক মাস পরেই দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুদিবসেই তৎপুত্র নৌনেহাল সিংহ গেট চাপা পড়িয়া মারা পড়েন। অনন্তর রণজিতের মধ্যমপুত্র সের সিংহ রাজত্ব লাভ করিয়া পিতার প্রিয় মন্ত্রী ধ্যানসিংহকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত রাখেন। কিয়দ্দিন পরে মন্ত্রী ও রাজার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে মন্ত্রী রাজা ও তৎপুত্রকে নিহত করেন (১৮৪৩); এবং পরিশেষে নিজেও অপর কর্ত্তৃক হত হয়েন। সুতরাং এক্ষণে কনিষ্ঠ পুত্র দলীপ সিংহ সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন, এবং ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহ তাঁহার মন্ত্রিত্বে বৃত রহিলেন। এই সময়ে দলীপের বয়ঃক্রম ৫ বৎসরের অধিক ছিল না, এজন্য তাঁহার মাতা চন্দ্রাবতী (বা ঝিন্দা) সমুদয় কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে হীরাসিংহ অত্যাচার আরম্ভ করায় নিহত হইলেন এবং ১৮৪৫ অব্দে তেজসিংহ সেনাপতি এবং রাণীর প্রীতিপাত্র লালসিংহ মন্ত্রী হইলেন। ফলতঃ এই সময়ে পঞ্জাবরাজ্যে গোলযোগের পরিসীমা ছিল না।

রণজিতের মৃত্যুর পর হইতেই খালসা সেনারা বড় চঞ্চল ও দুর্দম্য হইয়া উঠে। তাহাদিগকে কার্য্যে ব্যাপৃত না রাখিতে পারিলে রাজ্যের অমঙ্গল ঘটিবে—এই বোধে শিখ সর্দ্দারেরা চিন্তিত হইলেন, সুতরাং খালসারা ইঙ্গরেজাধিকার আক্রমণ করিতে অভিলাষী হইলে, তাঁহারা তাহাতে অনুমোদন করিলেন। হার্ডিঞ্জ সাহেব যুদ্ধ না করিয়া সামোপায় দ্বারা উঁহার নিবারণের

চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু আপনাদের রাজ্যের প্রান্তভাগে শতদ্রু ও নীরটের মধ্যে কয়েকস্থানে অনেক ইঙ্গরেজসেনা রাখিয়া দিলেন। শিখেরা ক্ষান্ত হইল না—১৮৫৪ অব্দের ১১ই ডিসেম্বরে শতদ্রু পার হইয়া ইঙ্গরেজরাজ্য আক্রমণ করিল। সুতরাং হার্ডিঞ্জ যুদ্ধঘোষণা করিয়া দিয়া ঐ দেশে স্বয়ং যাত্রা করিলেন। শিখেরা ফেরোজপুর অধিকার করিবার চেষ্টা পাইল; তন্নিবন্ধন ঐ নগরের ১০ ক্রোশ অন্তরবর্ত্তী মুদ্‌কি নামক স্থানে প্রথম যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজ সেনাপতি সর হিউ গফের অধীনে ১১,০০০ এবং শিখদিগের অধীনে ৩০,০০০ সেনা ছিল, তথাপি ইঙ্গরেজেরা জয়ী হইয়া বিপক্ষদিগের ১৭টা কামান কাড়িয়া লইলেন। জেলালাবাদের খ্যাত্যাপন্ন বীর সেলসাহেব ঐ দিনের যুদ্ধে হত হইলেন ১৮৪৫—১৮ই ডিসেম্বর।

ইহার পর মুদ্‌কি ও ফেরোজপুরের মধ্যবর্ত্তী ফেরোজ সহরে প্রায় ৫০ হাজার শিখসেনা সমবেত হইল—তাহাদের সহিত প্রায় ১০০ কামান ছিল। গবর্ণর জেনেরেল সাহেব সর্ হিউ গফের অধীন হইয়া ঐ স্থানে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। সেনাপতি লিট্‌লারও ৫ হাজার সৈন্যসমেত ফেরোজপুর হইতে আসিয়া উঁহাদিগের সহিত যোগ দিলেন। ২১এ ডিসেম্বর সন্ধ্যার প্রাক্কালে যুদ্ধারম্ভ হইল; সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ চলিল; অন্ধকারে উভয়পক্ষ মিশ্রিত হওয়ায় মহাগোলযোগ ঘটিল; ইঙ্গরেজ সৈন্যেরা শীতে ও অনাহারে অতিশয় কাতর হইল। যাহা হউক, প্রাতঃকালে গফ্ ও হার্ডিঞ্জ প্রভৃতি পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষদিগকে ফেরোজ সহর হইতে দূরীকৃত করিলেন এবং তাহাদের ৭৩টী কামান হস্তগত করিলেন। এই সংগ্রামে শিখেরাও সামান্য

বলবীর্য্য প্রকাশ করেন নাই—ইঙ্গরেজদিগের সমস্ত সেনার প্রায় সপ্তমাংশ হত ও আহত হইয়াছিল। দিবাভাগে শিখসেনাপতি তেজসিংহ আর এক দল নূতন সৈন্য লইয়া আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া হঠিয়া গেলেন। ইঙ্গরেজেরা ঐ সময়ে এত ক্ষীণ হইয়াছিলেন যে, বিপক্ষদিগের অনুসরণ করিতে পারিলেন না, সুতরাং তাহারা নির্ব্বিবাদে শতদ্রু পার হইয়া গেল।

ইহার পর প্রায় এক মাস ইঙ্গরেজেরা অকর্ম্মণ্যবৎ হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে শিখেরা বহুসৈন্যসমেত পুনর্ব্বার শতদ্রু পার হইয়া আইসে—সেবার গোলাবসিংহ তাহাদের সেনাপতি থাকেন। স্মিথ সাহেব তাহাদের বিরুদ্ধে গমন করিলেন—কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত শিখদিগের কামানের মুখে অনেক সৈন্য হারাইলেন। ইহাতে শিখেরা আপনাদিগকে জয়ী মনে করিল। স্মিথ্ সাহেব পুনর্ব্বার অধিক সৈন্যসহ যাত্রা করিয়া ১৮৪৬ অব্দের ২৮এ জানুয়ারি আলিওয়াল নামক স্থানে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন এবং সেবার জয়ী হইলেন। ইহার পর সোব্রায়ন নামক স্থানে আর এক যুদ্ধ হয়—তথায় স্মিথ ও গফ সাহেব উভয়ে মিলিত হইয়া শিখদিগকে পরাস্ত করেন। অনন্তর ইঙ্গরেজেরা শতদ্রুর পরপারস্থ কসুর নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশন করিলেন, এবং পঞ্জাবে রীতিমত শাসন প্রণালী অবলম্বিত হইবে বলিয়া, গবর্ণর জেনেরেল এক ঘোষণা দিলেন। শিখসর্দ্দারেরা গোলাবসিংহকে মধ্যস্থ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। নিম্নলিখিত নিয়মে সন্ধি হইল—

(১) শতদ্রু ও বিপাশা (বেয়া) নদীর মধ্যবর্ত্তী জলন্দর দোয়াব ইঙ্গরেজদিগের হইবে। (২য়) শিশু দলীপ সিংহ পঞ্জা-

বের রাজা থাকিবেন এবং তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ইঙ্গরেজ রেসিডেণ্টের পরামর্শানুসারেই সমুদয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে। (৩) শিখদিগকে যুদ্ধের ব্যয় দিতে হইবে। (৪) ঐ নূতন রাজ্য রক্ষার্থে লাহোরে একদল ইঙ্গরেজ সেনা থাকিবে। ইত্যাদি—তৎকালে যুদ্ধের ব্যয় শোধ করা শিখরাজের পক্ষে অসুবিধাজনক হওয়ায় তৎপরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজেরা কাশ্মীর প্রদেশ গ্রহণ করিলেন এবং পরিশেষে জম্মুর গোলাবসিংহ ১ কোটি টাকা পণ দিয়া ঐ রাজ্য ক্রয় করিয়া লইলেন ১৮৪৬ ডিসেম্বর।

এইরূপে শিখসংগ্রাম আপাততঃ শেষ হইল। এই সংগ্রাম বিষয়ে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, ইঙ্গরেজেরা শিখদিগের কোন কোন সর্দ্দারের সহিত গোপনে যোগ করিয়াছিলেন এবং শিখসর্দ্দারেরা বিশ্বাসঘাতকতা করাতেই ইঙ্গরেজদিগের জয়লাভ হয়। যাহা হউক এই যুদ্ধের জয়লাভে আহ্লাদিত হইয়া ইঙ্গলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষেরা গবর্ণর জেনেরেল এবং সেনাপতি উভয়কেই সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিলেন এবং সেনাদিগকেও ১২ মাসের ভাতা পুরস্কার দিলেন।

এই যুদ্ধে বিশ্রাম পাইয়া লর্ড হার্ডিঞ্জ ঠগ্‌দিগের অত্যাচার, শিশুহত্যা, সতীদাহ, নরবলি প্রভৃতি নিষ্ঠুরকার্য্যের নিবারণে যত্নবান হইলেন। যদিও লর্ড ওয়েলেস্‌লি, লর্ড বেণ্টিঙ্ক প্রভৃতি গবর্ণর জেনেরেলদিগের সময়ে এই সকল নৃশংসাচারের প্রতিষেধ হইয়াছিল, তথাপি তখনও স্থানে স্থানে উহার বিলক্ষণ প্রচলন ছিল—বিশেষতঃ উড়িষ্যাস্থিত খন্দদিগের নরবলি এবং নানাদেশস্থ রাজপুতজাতীয়দিগের কন্যাহত্যা প্রথা প্রবল ছিল। গবর্ণর জেনেরেল কাপ্তেন মেকফারশন সাহেবের সাহায্যে উহার

উন্মূলন করিলেন। প্রধান প্রধান নগরে বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে, পূর্ব্বে যে শুল্ক দিতে হইত, লর্ড হার্ডিঞ্জ তাহা রহিত করিলেন এবং তাজমহল প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তি সকলের সংরক্ষণবিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইলেন।

১৮৪৮ অব্দের প্রারম্ভেই লর্ড হার্ডিঞ্জ স্বদেশযাত্রা করিলেন। তিনি সকল লোকেরই অনুরাগভাজন ছিলেন।

লর্ড ডালহৌসি।

১৮৪৮—৫৬।

লর্ড হার্ডিঞ্জের পর লর্ড ডালহৌসি গবর্ণর জেনেরেল হইয়া ১৮৪৮ অব্দের জানুয়ারি মাসেই কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হইয়া দেশমধ্যে শান্তিস্থাপনই ডালহৌসির অভিমত ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিলনা—অবিলম্বেই তাঁহাকে কয়েকটী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তন্মধ্যে মূলতানযুদ্ধ প্রথম।

রণজিতের সময় হইতে মূলতানরাজ্য শিখদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। ১৮৪৮ অব্দে মূলরাজ নামক এক জন শিখ ঐ দেশের শাসনকর্ত্তা হয়েন লাহোরের দরবার তাঁহার স্থানে আয় ব্যয়ের হিসাব চাহিলে, তিনি পদত্যাগের ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন, সুতরাং খাঁসিংহ নামক একজন লাহোরবাসী শিখ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন। খাঁসিংহ মূলতানগমনের সময়ে ভান্স্ আগ্নিউ ও আণ্ডার্-সন্ নামক দুইজন ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীকে সমভিব্যাহারে লইলেন, কিন্তু মূলতানে পৌছিবামাত্র মূলরাজের চক্রান্তে ঐ দুই কর্ম্মচারী নিহত হইলেন এবং মূলরাজ স্পষ্টরূপ বিদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাপতি হুইস্ ভাওলপুরের নবাবের সহায়তা পাইয়া

বিদ্রোহীদিগের সহিত বিস্তর যুদ্ধ করিলেন এবং মূলরাজকে পরাস্ত করিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করাইলেন। পরিশেষে নানা যুদ্ধের পর মূলরাজকে ইঙ্গরেজদিগের নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। তিনি বন্দী হইলেন এবং মূলতানে একদল ইংরেজসেনা সংরক্ষিত হইল—১৮৪৯ জানুয়ারি।

যৎকালে মূলতানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন ইঙ্গরেজদিগকে নিহত ও দেশ হইতে দূরীকৃত করিবার অভিপ্রায়ে শিখরাজ্যের নানাস্থানে ঘোরতর চক্রান্ত হইতেছিল। মহারাণী এই চক্রান্তের মধ্যে ছিলেন বুঝিয়া, ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে কাশীধামে প্রেরণ করেন। অপরাপর চক্রান্তকারীদিগের মধ্যে হাজারাপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছত্রসিংহ ও তৎপুত্র সেরসিংহ প্রধান ছিলেন। সেনাপতি গফ্ সাহেব এই ব্যাপার অবগত হইয়া তাঁহাদের প্রতিকূলে প্রয়াণকরত বিপাশা নদীর তীরবর্ত্তী চিলিয়ানওয়ালা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থানেই সেরসিংহ-চালিত সেনাদিগের সহিত সংগ্রামারম্ভ করিলেন। শিখেরা কিরূপ রণপণ্ডিত এবং তাহাদের গোলাবর্ষণ কিরূপ ভয়ঙ্কর—গফ্ সাহেব পূর্ব্ববারের যুদ্ধে তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন এবং এবারের যুদ্ধেও জানিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহাদের বিলক্ষণ বলক্ষয় হইল। ইহার পর (১৮৪৯ অব্দের ২১এ ফেব্রু) গুজরাট নামক নগরে একটী ঘোরতর সংগ্রাম হইল; হুইস্ প্রভৃতি বীরেরা মূলতানে জয়লাভ করিয়া এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। ইহাতে ইঙ্গরেজেরা সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন। ৮ই মার্চ্চে সেরসিংহ আত্মসমর্পণ করিলেন।

২৮এ মার্চ্চ দলীপসিংহ এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া পঞ্জাব-

রাজ্য, বিখ্যাত কোহিনুর মণির সহিত ইঙ্গরেজদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং ৫ লক্ষ মুদ্রার বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক ইঙ্গলণ্ডে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আগ্নিউ ও আণ্ডরসনের হত্যানিবন্ধন মূলরাজের বিচার হইয়া তাঁহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হইল। পঞ্জাবদেশকে নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের মধ্যে পরিগণিত করিয়া এক বোর্ড অর্থাৎ সভার অধীনে স্থাপন করা হইল। সর্ হেন্রি লরেন্স্ ও তদনুজ জন লরেন্স্ ঐ সভায় প্রধানপদাধিষ্ঠিত ছিলেন। এই যুদ্ধাবসানে ডালহৌসি সম্মানসূচক উপাধি পাইলেন।

পঞ্জাব সংগ্রামের পর ৩ বৎসরকাল গবর্ণমেণ্ট শান্তিসুখভোগ করিয়াছিলেন। তৎপরেই ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ১৮৫১ অব্দে রেঙ্গুণের শাসনকর্ত্তা কয়েকজন ইঙ্গরেজের উপর উপদ্রব করায় এবং একজনকে ধরিয়া লইয়া গিয়া অতিশয় অপমান করায় গবর্ণর জেনেরেল কুপিত হইলেন। প্রথমে তিনি একজন দূত পাঠাইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী না হওয়ায় ১৮৫২ অব্দের এপ্রিল মাসে কামোডোর লাম্বার্ট ও গড্উইন্ সাহেবের অধীনে জল ও স্থলপথে সৈন্য প্রেরণ করিয়া সংগ্রামারম্ভ করিলেন। এই সংগ্রামে ইঙ্গরেজেরা জয়ী হইয়া সমস্ত পেগুপ্রদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মরাজ্যের সহিত সন্ধি করিলেন ১৮৫৩। এক্ষণে ঐ প্রদেশ ব্রিটিশবর্ম্মা নামে খ্যাত হইয়া একজন কমিশনরের দ্বারা শাসিত হইতেছে।

বরারের রাজধানী নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় রাজা রঘুজী ভোঁসলা (২য়) ১৮৫৩ অব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্রাদি না থাকায়

মহিষীরা দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে চাহিলেন। ডালহৌসি তাহা করিতে না দিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিলেন এবং ঐ দেশ কোম্পানির রাজ্যান্তর্ভূত করিয়া লইলেন।

অযোধ্যা ইঙ্গরেজদিগের মিত্ররাজ্য ছিল। ১৮০১ অব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময়ে যে পুনঃ সন্ধি হয়, তাহাতে উহার পূর্ব্বতন নবাব সাদতআলী আপন রাজ্য সুশাসনে রাখিবেন, এরূপ অঙ্গীকার করেন। কিন্তু পরে ঐ রাজ্যে যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খলা ঘটে। উহার তাৎকালিক নবাব ওয়াজিদ্ আলীর সময়ে ঐ বিশৃঙ্খলার আরও বৃদ্ধি হয়। তিনি স্বনির্ম্মিত কৈসরবাগ নামক প্রাসাদে আমোদ আহ্লাদেই কালযাপন করিতেন—এদিকে শাসনের অভাবে প্রজাদিগের ধন, মান, প্রাণ কিছুরই রক্ষা হইত না। ঐ সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেক দিন হইতেই, প্রথমে ইঙ্গরেজ রেসিডেন্ট কর্ণেল স্লিমান ও তৎপরে সর্ জেম্‌স আউটরাম অযোধ্যার আভ্যন্তরিক অবস্থা সকল বিশেষরূপে কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিতেছিলেন। ডালহৌসি ঐ রাজ্যের বন্দোবস্ত করিবার অভিপ্রায়ে ইঙ্গলণ্ডে জানাইলেন; তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের আদেশানুসারে ১৮৫৬ অব্দে অযোধ্যা কোম্পানি-রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। পদচ্যুত নবাব ওয়াজিদ আলীকে বৃত্তি দিয়া কলিকাতায় রাখা হইল এবং পঞ্জাবের ন্যায় ঐ রাজ্যকেও নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের মধ্যে পরিগণিত করিয়া কমিশনর দ্বারা উহার শাসনকার্য্যের বন্দোবস্ত করা হইল।

পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্জাব, পেগু, নাগপুর ও অযোধ্যা এই ৪টী বৃহৎ প্রদেশ অধিকার করিয়াই লর্ড ডালহৌসির রাজ্যবৃদ্ধি-লালসা পরিতৃপ্ত হয় নাই—তিনি হায়দরাবাদের নিজামের নিকট

হইতে রাইকড় দোয়াব প্রভৃতি কতিপয় স্থান এবং সিকিমরাজের নিকট হইতে সিকিম ও মোরঙ্গ গ্রহণ করেন; তদ্ভিন্ন অযোধ্যার ন্যায়, কটকের সন্নিহিত অঙ্গুলরাজ্যও কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া লয়েন।

এইরূপে ৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া লর্ড ডালহৌসি ১৭৫৬ অব্দের মার্চ্চ মাসে কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অধিকার সময় কেবল রাজ্যবৃদ্ধিকার্য্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল এমত নহে, ঐ সময়ে সাধারণহিতকর অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তন্মধ্যে রেলওয়ে সর্ব্বপ্রধান। অনেক দিন হইতেই ভারতবর্ষে রেলওয়ে করিবার চেষ্টা হইতেছিল—কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা ফলবতী হয় নাই। ডালহৌসির উদ্যোগে ১৮৫১ অব্দে রেলওয়ে কোম্পানি স্থাপিত হয় এবং ১৮৫৪ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বর অবধি হাবড়া হইতে রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ করে। এক্ষণে রেলওয়ে ভারতবর্ষের বহুদূর ব্যাপিয়াছে ও ব্যাপিতেছে; ইহাদ্বারা গমনাগমন বিষয়ে লোকের যে কতদূর সুবিধা হইয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। রেলওয়ের কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছু দিতে হয় না, কিন্তু ঐ কোম্পানির অংশীদারেরা আপনাদিগের প্রদত্ত টাকার শতকরা ৫) টাকা হিঃ যে সুদ প্রাপ্ত হয়েন, গবর্ণমেণ্ট ঐ সুদের জন্য প্রতিভূ হইয়াছেন;—রেলওয়ের আয় হইতে ঐ সুদের যাহা কিছু অকুলান হয়, গবর্ণমেণ্টকে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হয়, এই জন্য প্রতিবৎসর রেলওয়েহিসাবে গবর্ণমেণ্টের এখনও অনেক ব্যয় হইতেছে।

রেলওয়ের সঙ্গেই ইলেক্‌ট্রিক্ টেলিগ্রাফ অর্থাৎ তাড়িতবার্ত্তাবহ সংস্থাপিত হইয়াছে এই দুইটি যেমন সাধারণের সুবিধা-

জনক, তেমনি বিস্ময়কর ব্যাপার। কলের গাড়ী দেখিয়া ও তারের খবরের গল্প শুনিয়া ইঙ্গরেজদিগের বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে জনসাধারণের অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ের আবির্ভাব হইয়াছে।

পূর্ব্বে ডাকের পত্রের দূরত্ব অনুসারে মাশুলের তারতম্য ছিল। ডালহৌসির চেষ্টাতেই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই একবিধ মাশুলে পত্রপ্রেরণ করিবার নিয়ম এবং অর্থ দ্বারা মাশুল দিবার পরিবর্ত্তে চিঠিতে টিকিট অাঁটিয়া দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাতে পত্রাদি প্রেরণ বিষয়ে লোকের বড়ই সুবিধা হইয়াছে।

লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৪ অব্দে ইঙ্গলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অভিমতি লইয়া শিক্ষাকার্য্যের নূতনরূপ বন্দোবস্ত করেন। সেই বন্দোবস্ত অনুসারেই শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ও স্কুল ইনস্পেক্টরগণের নিয়োগ হয় এবং সাহায্যদানপ্রথার প্রবর্ত্তনদ্বারা পল্লীগ্রামমধ্যেও ইঙ্গরেজী ও দেশীয় উভয়বিধ বিদ্যারই সম্যক্ অনুশীলন হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়েই কলিকাতা কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর মহাত্মা বেথুন সাহেব কলিকাতায় একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া দেশীয় বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষায় শুভ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যান।

রেলওয়ের আরম্ভ হওয়ার পর উহার ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরা রাজমহল প্রভৃতি স্থানস্থ সাঁওতাল নামক বন্যজাতীয়দিগের উপর অত্যন্ত উপদ্রব করিয়াছিল। সেই উপদ্রবে এবং বাঙ্গালী মহাজনদিগের অতিরিক্ত সুদ গ্রহণে উৎপীড়িত হইয়া সাঁওতালেরা ১৮৫৬ অব্দে একবার বিদ্রোহ করিয়াছিল। সেই বিদ্রোহ বহুদূর ব্যাপক না হইলেও লর্ড ডালহৌসি তাহাদিগের যথোচিত দণ্ডবিধান করিয়া কিয়ৎকালের মধ্যেই তাহার নিবারণ করিয়া-

ছিলেন। ঐ বিদ্রোহের পর সাঁওতাল পরগণা নিয়মবাহির্ভূত প্রদেশের মধ্যে পরিগণিত হয়।

লর্ড ডালহৌসির, সময়েই ১৮৫৩ অব্দে কোম্পানি বাহাদুরকে শেষ সনন্দ গ্রহণ করিতে হয়; ইহাতে এই কয়েকটী প্রধান নিয়ম হয়।—(১) ডিরেক্টর সভার সদস্থ ৩০ জনের পরিবর্ত্তে ১৮ জন হইবেন, তন্মধ্যে ৬ জন রাজ্ঞীকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। (২) সিবিল কর্ম্মের নিয়োগ হেলিবরি কালেজের ছাত্রদিগের একচেটিয়া থাকিবে না—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সকলেই পাইতে পারিবে (৩) মেকলে সাহেবের প্রবর্ত্তিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রবর্ত্তিত হইবে (৪) বাঙ্গালাদেশ একজন লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের অধীন থাকিবে (৫) মহারাণীর সুপ্রীমকোর্ট ও কোম্পানির সদর দেওয়ানি আদালত সকল সংযোজিত হইবে। ইত্যাদি—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

লর্ড ক্যানিঙ্।

১৮৫৬—৬২।

লর্ড ডালহৌসির পর লর্ড ক্যানিঙ্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল হইলেন এবং খৃঃ ১৮৫৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতায় পৌছিলেন। পারসিকেরা রুসিয়দিগের সহযোগে ১৮৩২ অব্দে হিরাট নগর আক্রমণ করিয়া ইঙ্গরেজদিগের প্রতিবন্ধকতায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেই জন্ত বরাবর তাঁহাদের ইঙ্গরেজদিগের প্রতি দ্বেষ ছিল। সেই দ্বেষ

রুষিয় সম্রাটের কৌশলে ক্রমশঃ প্রবল হওয়ায় এক্ষণে উভয়জাতির মধ্যে যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। সর জেম্‌স আউট্‌রাম ঐ যুদ্ধে প্রেরিত হইয়া জয়লাভ করিলেন। ১৮৫৭ অব্দের ৪ঠা মার্চ্চে যে সন্ধি হইল, তাহাতে পারসীকেরা ইঙ্গরেজদিগের যে সকল অপমান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেন এবং হিরাট ও আফ্‌গানস্থানের উপর আপনাদের সমুদয় দাওয়া ত্যাগ করিলেন।

প্রায় এই সময়েই বাণিজ্য-সম্পর্কে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় চীনেরা ইঙ্গরেজদিগের অপমান করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিশোধ দিবার জন্য লর্ড এলগিন ইঙ্গলণ্ড হইতে সৈন্য সমেত ঐ দেশে প্রেরিত হইলেন এবং সমরে কৃতকার্য্য হইয়া চীনেশ্বরের সহিত সন্ধি করিয়া আপনাদিগের বাণিজ্যবিষয়ক অধিকার সকল লাভ করিলেন। এস্থলে এ বিষয়ের উল্লেখ করিবার প্রধান প্রয়োজন এই যে, লর্ড এল্‌গিন চীনযাত্রা সময়ে ভারতবর্ষের সিপাহীবিদ্রোহ নিবারণের নিমিত্ত আপনার সেনার কতক অংশ দিয়া গিয়াছিলেন।

এক্ষণে সিপাহীবিদ্রোহের বিষয়ই বর্ণনীয়।—সিপাহীবিদ্রোহের এই ৩টী কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় (১) ১৮৫৬ অব্দে গবর্ণমেণ্টের আদেশ হয় যে, সিপাহীরা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিমিত্ত নিযুক্ত হইতে পারিবে না; প্রয়োজন হইলে—কি ভিন্ন দেশ, কি সাগরপারস্থ দেশ - সর্ব্বত্রই তাহাদিগকে যাইতে হইবে। সমুদ্রযাত্রা হিন্দুশাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ, সুতরাং এই আদেশে হিন্দুসিপাহীদিগের মনে বিলক্ষণ অসন্তোষ জন্মিয়া থাকে;—(২) নাগপুর, সেতারা, ঝাঁন্সি, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্যের গ্রহণনিবন্ধন ইঙ্গরেজ-

দিগের কার্য্যের প্রতি লোকের অত্যন্ত অবিশ্বাস জন্মে এবং সকলেই ভীত হয় ;—(৩)"গরু ও শূকরের চর্ব্বি সহযোগে এক প্রকার টোটা প্রস্তুত হইয়াছে, সেই টোটা সিপাহীদিগকে দন্তদ্বারা ছিঁড়িয়া রাইফেল নামক নূতনবিধ বন্দুকে ব্যবহার করিতে হইবে, এইরূপ করাইয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই জাতিনাশ করিয়া সকলকে খৃষ্টান করাই. ইঙ্গরেজদিগের অভি-প্রেত" এই এক কিম্বদন্তী দেশমধ্যে প্রচারিত হয় ;—প্রধানতঃ এই তিন কারণেই সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়। প্রথমে বহরমপুরস্থ ১৭ গণিত সেনারা অভ্যুত্থান করে, অনন্তর বারাকপুরেও বিদ্রোহ-লক্ষণ লক্ষিত হয়। এই উভয় স্থানের সৈনিকদিগকে নিরস্ত্র ও কর্ম্মচ্যুত করিয়া বিদায় দেওয়া হইল।

ইহার পর মীরাটে ভয়ঙ্কররূপে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। ১৮৫৭ অব্দের ১০ই জুন কতিপয় সৈনিক পূর্ব্বোল্লিখিত টোটা কাটিতে অসম্মত হওয়ায় কারারুদ্ধ হয়। তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য দেশীয় সৈনিকেরা সকলেই বিদ্রোহী হইল—সকল ইঙ্গ-রেজকেই নষ্ট করিল—নগর লুঠ ও দগ্ধ করিল, এবং অনন্তর দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিল। পর দিবস অর্থাৎ ১১ই জুন দিল্লীরও ঐরূপ দুর্দ্দশা করিয়া উক্ত নগর হস্তগত করিল। প্রাচীন রাজধানী দিল্লী হস্তগত হইয়াছে শুনিয়া, সর্ব্ব স্থানের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করিল। ফিরোজপুর, বেরেলি, কানপুর, ঝাঁসি, বারাণসী, আলাহাবাদ প্রভৃতি অনেক স্থান হই-তেই ভয়ানক বিদ্রোহবার্ত্তা আসিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে প্রকাশ হইল যে, দিল্লীর মোগল রাজবংশীয় মহম্মদ বাহাদুর, সেতারার রাণীর দত্তকপুত্র নানাসাহেব, তাঁহার বন্ধু আজিমউল্লা,

অযোধ্যার বেগম, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই, জগদীশপুরের (সাহাবাদ) কুমার সিংহ, দাক্ষিণাত্যের এক জন সামান্য মহারাষ্ট্র দোকানদার তান্তিয়াটোপী. ইহারা এবং ব্রিটিশরাজ্যের প্রতি নানা কারণে বিরক্ত অপরাপর সর্দ্দারেরা এই বিদ্রোহের অধ্যক্ষতা করিতেছেন।

নানা সাহেব বা ধুন্ধুপন্থ কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্রোহীরা ৬ই জুন হইতে ২৭এ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া কানপুর হস্তগত করিল, এবং নিতান্ত নিষ্ঠুরতা সহকারে তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের বালক বণিতা সমেত প্রায় সকলকেই বিনষ্ট করিল। অনন্তর সেনাপতি হাবেলক্ ও কর্ণেল নীল ১৬ই জুলাই সংগ্রাম করিয়া কানপুর উদ্ধার করিলেন এবং সিপাহীদিগের কৃত নিষ্ঠুরাচরণের ষোল আনাই শোধ দিলেন।

ইহার পর হাবেলক্ লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন। সর হেন্‌রি-লরেন্স বহু দিন ঐ স্থান রক্ষা করিয়াছিলেন। ২রা জুলাই গোলা ফাটিয়া তাঁহার মৃত্যু হইলে অপরেরাও রক্ষাকার্য্যে বিলক্ষণ ব্যাপৃত ছিলেন। অনন্তর হাবেলক্ তথায় উপস্থিত হইয়া অনেক যুদ্ধ করিলেন; পরিশেষে ২৫এ সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌ পুনরধিকৃত হইল। সাহসিক কর্ণেল এই যুদ্ধে হত হয়েন।

লক্ষ্ণৌ অধিকৃত হইবার ৫ দিবস পূর্ব্বে বিদ্রোহীদিগের প্রধান আড্ডা দিল্লীনগর সেনাপতি উইল্‌সন সাহেবের রণনৈপুণ্যে পুনরধিকৃত হইয়াছিল। এ স্থানেও ইঙ্গরেজেরা নিষ্ঠুরাচরণের শোধ দিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহার কয়েক মাস পরে প্রাচীন সম্রাট মহম্মদ বাহাদুরকে ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাসিত করা হয় এবং সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

দিল্লী অধিকৃত হইবার পর হইতেই বিদ্রোহীরা বল ও সাহস হীন হইল। ইহার পর বিদ্রোহীদিগকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া ও তাহাদের প্রতি অতি নিষ্ঠুর দণ্ড প্রয়োগ করাই ইঙ্গরেজদিগের প্রধান কার্য্য হইল। সর কোলিন্ কাম্বেলের সমরকৌশলে ১৮৫৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে লক্ষ্ণৌ নগর সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব হইল।

১৮৫৮ অব্দের অক্টোবরে গোয়ালিয়রে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ১৮৫৮ অব্দের প্রথমেই সর হিউ রোজ বোম্বে হইতে ত্বরিতপদে ঐ প্রদেশে গমন করিয়া প্রথমে ঝাঁসির দুর্গ অধিকার করিলেন। রাণী পলাইয়াছিলেন, কিন্তু গোয়ালিয়র আক্রমণের সময়ে হত হইলেন। জুন মাসে গোয়ালিয়র পুনরধিকৃত হইল, তান্তিয়াটোপী পলাইয়াছিল, কিন্তু পরে ধৃত হইল। কানপুর হত্যার অপরাধে তান্তিয়াটোপীর বিচার হইয়া ১৮৫৮ অব্দে ফাঁসি হয়। নানা সাহেবের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

গোয়ালিয়র অধিকারের পর হইতেই বিদ্রোহ এক প্রকার নিবৃত্ত হয়—অধ্যক্ষেরা কেহ হত, কেহ বা পলায়িত হওয়ায় বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে ভগ্নসাহস হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের সময়ে লর্ড ক্যানিঙ্ বাহাদুরের উদারতাদর্শনে দেশীয় লোকেরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালে সংবাদপত্রের ইঙ্গরেজ সম্পাদকেরা ভারতবর্ষীয় সমস্ত লোককেই বিদ্রোহী স্থির করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে নিতান্ত বিরক্ত করিয়াছিলেন, এজন্য ক্যানিঙ্ বাহাদুর কিয়ৎকালের নিমিত্ত মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বন্ধ করিয়া দেন। কলিকাতাবাসী সকল সাহেবই ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষীয়ের প্রতি যেরূপ খড়্গাহস্ত

হইয়াছিলেন, ক্যানিঙ বাহাদুর সেরূপ হন নাই। তিনি এই বিদ্রোহকে সিপাহীদিগের বিদ্রোহ ভিন্ন, ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের বিদ্রোহ মনে করেন নাই। এজন্য তিনি কেবল বিদ্রোহীদিগেরই দণ্ডবিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যেও যাহারা কেবল স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকেই দণ্ড দিয়া অপর সকলকে ক্ষমা করিতেও সম্মত হইয়াছিলেন। লর্ড ক্যানিঙের এতাদৃশ উদারতার প্রকাশ সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের বিদ্রোহসংক্রান্ত কঠিন আইন অনুসারে ১১ মাসের মধ্যে ৩ সহস্রেরও অধিক বিদ্রোহীর ফাঁসি হইয়াছিল।

সিপাহীদিগের বিদ্রোহ দর্শনে ইঙ্গলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা ভীত হইলেন এবং এতাদৃশ বিশাল সাম্রাজ্য একদল বণিকের হস্তে রাখা আর কর্ত্তব্য নহে, স্থির করিলেন। তদনুসারে ১৮৫৮ অব্দের ২রা আগষ্ট মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে এই রাজ্যের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। এতন্নিবন্ধন রাজকার্য্যব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হইল। ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ কার্য্যের পরিদর্শনার্থ ইঙ্গলণ্ডে একজন ষ্টেট সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন; ১৫ জন সদস্য সমেত তাঁহার এক কৌন্সিল অর্থাৎ সভা হইল—ভারতবর্ষে অন্ততঃ ১০ বৎসর কার্য্য করিয়াছেন, এরূপ ৮ জন সদস্য ঐ সভায় অবশ্য থাকিবেন, এরূপ নিয়ম হইল। লর্ড ক্যানিঙ বাহাদুরই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতবর্ষীয় প্রথম ভাইসরয় (রাজ-প্রতিনিধি) হইলেন। মহারাণী স্বহস্তে ভারতরাজ্যের ভারগ্রহণ সময়ে এক ঘোষণা দিলেন; ঐ ঘোষণা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ১৮৫৮ অব্দের ১লা নবেম্বরে নানা স্থানে পঠিত হইল। ঐ ১লা নবেম্বরের রাত্রিতে কলিকাতা

প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর সকল আলোকমালায় মণ্ডিত হইয়াছিল।

বিদ্রোহদমন ও রাজস্বসংগ্রহের ব্যাঘাত প্রভৃতি নানা কারণে এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অর্থকৃচ্ছ্র হইয়া পড়িল—এবং সেই কৃচ্ছ্রের অপনয়নের নিমিত্ত নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইল। ১৮৬০ অব্দে অর্থশাস্ত্রবিদ উইলসন্ সাহেব ভারতবর্ষের কোষাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়া আসিয়া ৫ বৎসরের নিমিত্ত আয়-কর [ইনকমটাক্স] সংস্থাপিত করিলেন, ও বাণিজ্য দ্রব্যের উপর কিছু কিছু শুল্ক বৃদ্ধি করিলেন। ইহার পর লেঙ সাহেবের কোষাধ্যক্ষতার সময়ে গবর্ণমেণ্টের 'করেন্সি নোট' অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়া অনেক আয়বৃদ্ধি করিল; অনেক টাকার ঋণগ্রহণ করা হইল; সৈন্যসঙ্খ্যা কমাইয়া দেওয়ায় অনেক ব্যয়সংক্ষেপ হইল। এইরূপ বিবিধ উপায় দ্বারা রাজ্যের আয়বৃদ্ধি ও ব্যয়লাঘব করিয়া লেঙ দেখাইলেন যে, ১৮৬০। ৬১ অব্দে গবর্ণমেণ্টের আয় ও ব্যয় উভয়ই প্রায় ৪১ কোটি টাকা।

যশোহর, নবদ্বীপ, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি কয়েকটী জেলায় বহুদিন হইতে নীলের চাষ হইতেছিল। ইউরোপীয়-দিগের কর্তৃত্বাধীনেই ঐ চাষ নির্ব্বাহিত হইত। প্রজারা নীল কর সাহেবদিগকে রাজশক্তিসম্পন্ন মনে করিত, এজন্য সহস্র উৎপীড়িত হইলেও তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন কথা কহিত না। এই সময়ে সকলেই জানিতে পারে যে, নীলের চাষ করা প্রজা-দিগের ইচ্ছাধীন এবং গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য তাহাদের প্রতি কেবল জেদ করেন না। ইহাতে অনেকে নীলের দাদন লওয়া বন্ধ করিল। তাৎকালিক লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেবের চেষ্টায়

অনেক নীলকরের কৃত ভূরি ভূরি ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল ; বঙ্গদেশ মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল ; কিন্তু তাহার পর হইতেই নীলসংক্রান্ত অত্যাচারের কতক নিবৃত্তি হইল

লর্ড ক্যানিঙের সময়ে ১৮৬১ অব্দে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন আগরা প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। ঐ দুর্ভিক্ষের সময় হইতেই ঐ প্রদেশস্থ ভূমির রাজস্বসংগ্রহ বিষয়ে নূতনবিধ ব্যবস্থা করিবার সঙ্কল্প হয় ; ঐ সময়েই ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে সদস্য করা অভিমত হয় ; ঐ সময়েই ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া, (ভারতনক্ষত্র) নামক নূতনবিধ রাজ-সম্মান সৃষ্ট হইয়া প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে দিতে আরম্ভ করা হয় ; এবং ডাল-হৌসি বাহাদুর মিত্ররাজগণের দত্তকপুত্রগ্রহণে বাধা দিয়া যে বিরাগ উৎপাদন করিয়াছিলেন, ঐ সময়েই এক ঘোষণাপত্রদ্বারা তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়া সে বিরাগের অপনয়ন করা হয়। এই সকল কার্য্যের সমাধান করিয়া লর্ড ক্যানিঙ্ মহোদয় ১৮৬২ অব্দের মার্চ্চ মাসে স্বদেশযাত্রা করিলেন।

লর্ড এল্‌গিন্।

১৮৬২—৬৩।

লর্ড ক্যানিঙের পর লর্ড এলগিন্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনে-রেল হইলেন, এবং ১৮৬২ অব্দের মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় পৌছি-লেন। ইনিই পূর্ব্বে চীনদেশে যুদ্ধযাত্রাকালে সিপাহীবিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত কতক সৈন্য কলিকাতায় দিয়া গিয়াছিলেন।

লর্ড ডালহৌসির অধিকারের শেষ সময়ে কলিকাতায় সুপ্রীম-কোর্ট ও সদর দেওয়ানি সমবেত হইয়া হাইকোর্ট হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, এক্ষণে ১৮৬২ অব্দে তাহা কার্য্যে পরিণত হইল।

এই সময়ে আমেরিকদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়ায় ঐ দেশ হইতে ইঙ্গলণ্ডে যে তূলা যাইত, তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে মাঞ্চেষ্টারের লোকদিগের অতিশয় কষ্ট হয় এবং এদেশেও বস্ত্র অগ্নিমূল্য হইয়া উঠে। লর্ড এলগিন্ ইহার নিবারণের জন্য এ দেশেও যাহাতে প্রচুর পরিমাণে তূলা জন্মিতে পারে, তদর্থ অনেক চেষ্টা করিলেন। ঐ সময়েই কৃষিকার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বীডন সাহেব আলিপুরস্থ নিজভবনে কৃষিপ্রদর্শনী একটা মেলা করিবার উদ্যোগ করিলেন। ১৮৬৪ অব্দের জানুয়ারিতে উহার প্রদর্শনক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

এই সময়ে সিন্ধুনদের পরপারস্থ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমায় সিতানা নামক স্থানে একটা গোলযোগ উপস্থিত হয়। ওয়াবী নামক এক মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায় ঐ প্রদেশে অবস্থিত হইয়া তত্রত্য পার্ব্বতীয়দিগের সহযোগে ইঙ্গরেজদিগের অধিকারমধ্যে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং ইঙ্গরেজেরা উহাদিগের দমনের জন্য ঐ প্রদেশে সেনা প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধ বিলক্ষণ চলিতেছে, এমন সময়ে লর্ড এলগিন্ হঠাৎ পীড়িত হইয়া ১৮৬১ অব্দের নবেম্বর মাসে হিমালয়ের উপত্যকাস্থ ধর্ম্মশালা নামক স্থানে প্রাণত্যাগ করিলেন।

সর্ জন্ লরেন্স্।

১৮৬৪—৬৮।

সিতানার পার্ব্বতীয় জাতির সহিত যুদ্ধে ইঙ্গলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষেরা কাবুলযুদ্ধের কষ্ট স্মরণ করিয়া, কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন, এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে সর জন লরেন্স্ ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া বহুল ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকেই তৎকালের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি ১৮৬১ অব্দের জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় পৌছিলেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই মাদ্রাজের গবর্ণর ডেনিসন সাহেব কয়েক মাস প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরেল হইয়াছিলেন; তাঁহার সময়েই সিতানার যুদ্ধানল সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল; লরেন্স সাহেবকে আসিয়া তজ্জন্য আর কিছু করিতে হয় নাই।

এই সময়ে বোম্বে প্রদেশে তূলার বাণিজ্যে অতিশয় লাভ হইতে থাকে; এই জন্য অনেকেই ঐ বাণিজ্যে অর্থপ্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ অর্থ প্রয়োগের নিমিত্ত এত রৌপ্যমুদ্রার প্রয়োজন হয় যে, দেশমধ্যে রৌপ্যমুদ্রার অনটন হইয়া পড়ে; ঐ অনটন নিবারণের জন্য স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনের প্রস্তাব হয়, কিন্তু নানা কারণে সে প্রস্তাব সফল হইল না।

১৮২৫ অব্দে আসাম দেশ জয় করিবার সময়ে ভোটানের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী 'দুয়ার' নামক সঙ্কীর্ণ একটী ভূভাগ ইঙ্গরেজেরা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ভোটানীয়দিগকে শান্ত রাখিবার জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ কর উহাদিগকে

প্রদান করিতেন। কিন্তু ভোটানীয়েরা ইহাতে ক্ষান্ত না থাকিয়া মধ্যে মধ্যে ইঙ্গরেজদিগের রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গ্রাম লুণ্ঠন, অধিবাসীদিগকে বন্দীকরণ প্রভৃতি নানা উপদ্রব করিত। ইহার নিবারণের জন্য ১৮৬৪ অব্দে ঈডেন সাহেবকে ঐ দেশে দূতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়, কিন্তু অসভ্য ভোটানীয়েরা আপনাদের কোষ্ঠে পাইয়া ঈডেন সাহেবের যথোচিত অবমাননা করে, এবং অত্যন্ত অপমানজনক এক সন্ধিপত্রে বল পূর্ব্বক তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া লয়; সুতরাং ইহার পরই ভোটানীয়দিগের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইল। প্রায় দুই বৎসর সংগ্রাম চলিয়াছিল। অনন্তর ভোটানীয়েরা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সন্ধি করিতে সম্মত হইল। ১৮৬৫ অব্দে সন্ধি হইল—ভোটানীয়েরা দুয়ার প্রদেশের সমুদয় দাওয়া ছাড়িয়া দিল এবং ইঙ্গরেজেরা প্রতিবর্ষে উঁহাদিগকে ৫০,০০০ টাকা দিতে সম্মত হইলেন।

১৮৬৪ অব্দের অক্টোবর মাসে একটী প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হওয়ায় বঙ্গদেশ একবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল; আবার ১৮৬৫ অব্দে উড়িষ্যাদেশে প্রয়োজনানুরূপ বৃষ্টি না হওয়ায় তৎপর বর্ষে ঐ প্রদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, এবং ন্যূনাধিক ১০ লক্ষ লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিল। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উপযুক্ত সময়ে ইহার নিবারণের কোন চেষ্টা করেন নাই। যখন চতুর্দ্দিকে অনল জ্বলিয়া উঠিল, তখন তাঁহাদের চেষ্টায় কোন ফল দর্শিল না।

মহীশূরের রাজা রাজ্যপালনে অপারগ বলিয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক তাঁহার নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া এক জন ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীর উপর সমর্পণ করিয়াছিলেন। রাজা ঐ

রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবার জন্য সকল গবর্ণর জেনেরেলের নিকটেই আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। এক্ষণে তিনি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার এবং সেই দত্তককে আপন সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী করিবার প্রার্থনায় আবেদন করিলেন। ১৮৬৭ অব্দে ষ্টেট্ সেক্রেটারী নর্থকোট সাহেব ঐ আবেদন গ্রাহ্য করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন যে, দত্তক প্রাপ্তবয়স্ক হইলে আপন রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন।

দেবমাতৃক ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য লরেন্স বাহাদুর প্রতি প্রেসিডেন্সিতে প্রচুর পরিমাণে খাল খনন করিবার নিমিত্ত অতিশয় চেষ্টাবান্ হইয়াছিলেন এবং কোথায় কিরূপ খাল খনন করিতে হইবে, তাহার এক ব্যবস্থাও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে গবর্ণমেণ্টের অর্থকৃচ্ছ্রবশতঃ সে সকল প্রস্তাব কার্য্যকর হইতে পারে নাই। ১৮৬৯ অব্দের প্রথমেই লরেন্স সাহেব স্বদেশ যাত্রা করিলেন এবং তথায় যাইয়া সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

লর্ড মেয়ো।

১৮৬৯—৭২।

সর্ জন্ লরেন্সের পর লর্ড মেয়ো ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল হইয়া ১৮৬৯ অব্দের প্রথমেই কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। কাবুলের অধিপতি দোস্ত মহম্মদ খাঁ বরাবর ইঙ্গরেজদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিয়াছিলেন। ১৮৬৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজ্য লইয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়। তিনি স্বয়ং সের-আলি নামক পুত্রকে রাজ্যভার দিবেন মানস করিয়াছিলেন।

সের আলিও প্রথমে সিংহাসনে আরোহণ করেন, পরে তথা হইতে তাড়িত হয়েন, অনন্তর পুনর্ব্বার উহা অধিকার করিয়া লয়েন; এই সকল অন্তর্বিবাদে যখন দেশ উৎসন্ন হইয়া যায়, তখন গবর্ণর জেনেরেল লরেন্স বাহাদুর এ বিষয়ে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ না করিয়া সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। লর্ড মেয়ো কাবুলের প্রতি ঐরূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শন অযুক্ত বোধ করিলেন এবং ১৮৬৯ অব্দের ২৫ এ মার্চ্চ অম্বালায় এক প্রকাণ্ড দরবার করিয়া তথায় আমীর সের আলীকে আহ্বান করিলেন;—বহু সমাদরের সহিত তাঁহাকে কাবুলের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা সাহায্য দিবার এবং আবশ্যক হইলে অস্ত্র প্রদান করিবারও অঙ্গীকার করিলেন।

লর্ড মেয়োর অধিকারকালে গবর্ণমেণ্টের নিজ ব্যয় হইতে কয়েকটী রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হয়। ইহাঁর সময়েই বাঙ্গালার লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব কয়েকটী কালেজের মস্তক চূর্ণ করায় জনসাধারণের অন্তঃকরণে এইরূপ এক সংস্কার জন্মিয়া যায় যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের উচ্চশিক্ষা আর ভাল বাসেন না।

মেয়ো সাহেব আন্দামান দ্বীপশ্রেণী পরিদর্শনে গমন করিয়া ১৮৭২ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি পোর্টব্লেয়ার নামক দ্বীপে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত সের আলি নামক একজন মুসলমান কারাবাসিকর্ত্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েন। এই হত্যার কারণ কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। দুরাত্মা যে স্বকর্ম্মের সমুচিত শাস্তি পাইয়াছে সে কথা বলা বাহুল্য।

লর্ড নর্থব্রুক্।

১৮৭২—৭৬।

লর্ড মেয়োর মৃত্যুর পর সর চার্লস্ নেপিয়র কয়েক মাস কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। অনন্তর লর্ড নর্থব্রুক্ বাহাদুর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল হইয়া ১৮৭২ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে এ দেশে উপনীত হইলেন। নর্থব্রুক বড় ধনী লোক; তিনি এ দেশের কেবল মঙ্গলার্থই আসিয়াছেন, এই বোধে অনেকেই তাঁহার নিকট হইতে শুভ ফলের আশা করিতে লাগিল, এবং তিনিও ১৮৭৩ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে বিদ্বিষ্ট ইন্‌কম ট্যাক্স উঠাইয়া দিয়া সেই আশার মূলবন্ধন করিলেন।

১৮৭২ অব্দে বাঙ্গালার সর্ব্বস্থানে সুবৃষ্টি ও ভাল শস্য জন্মে নাই, আবার ১৮৭৩ অব্দের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে কিছু-মাত্র বারিপাত না হওয়ায় দেশের কোথাও কোথাও দুর্ভিক্ষ হইয়া উঠিল। ১৮৭৪ অব্দের মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে প্রায় সর্ব্বত্র তণ্ডুল টাকায় ১০। ১১ সের মাত্র হইল। ইহার পর কয়েক বৎসর হইতে অনেক স্থলেই সংক্রামক জ্বর এবং ১৮৭২ অব্দ হইতে ডেঙ্গু বা থেঙ্গু নামক অপর এক প্রকার জ্বরে দেশের শ্রমজীবী লোক সকল জর্জ্জরিত হইয়াছিল, তাহার উপর আবার এই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় ক্লেশের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট যথোচিত বদান্যতা ও উদারতা প্রকাশ করিলেন। চাঁদার দ্বারা বিস্তর অর্থ সংগৃহীত হইল, ইঙ্গলণ্ডে ভারতবর্ষীয় ষ্টেট্ সেক্রেটারী ডিস্‌রেলি সাহেব এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ১০ কোটী টাকা পর্য্যন্ত ঋণ করিতে অনুমত

হইলেন ; গবর্ণর জেনেরেল এবং বাঙ্গালার লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কাম্বেল ও তৎপরে তৎপদাধিষ্ঠিত সর রিচার্ড টেম্পল—ইহাঁরা সকলেই বিশেষ রূপে যত্নবান্ হইলেন। নর্থ-ষ্টেট্ রেলওয়ে ও শোণ খাল খনন আরম্ভ করা, নানাস্থানে রথ্যানির্ম্মাণ করা, ভিন্ন দেশ হইতে তণ্ডুল আনয়ন করা, প্রজাদিগকে আবশ্যক মত ঋণ দেওয়া, স্থানে স্থানে অন্নসত্র করা ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা কষ্টের অনেক নিবারণ হইল। এই সময়ে দেশীয় জমিদার ও অপরাপর সম্পন্ন লোকেরাও অনেকেই দয়াবশম্বদ হইয়া দুঃখি-লোকের বিস্তর সাহায্য করিলেন।

কলিকাতার নিম্নবর্ত্তিনী গঙ্গায় সেতুবন্ধনের জন্য কয়েক বৎসর হইতে চেষ্টা ও আরম্ভ হইয়াছিল, এক্ষণে ঐ কার্য্য সমাপ্ত হওয়ায় ১৮৭৪ অব্দের নবেম্বর মাসে ঐ সেতু সাধারণের গতি-বিধি জন্য খোলা হইল।

লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে বরদা রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপার একটী প্রধান ঘটনা। বরদারাজ মূলহররাও গুইকুমারের রাজ্যে সুশাসন হয় না বলিয়া, অনেক দিন হইতে আন্দোলন হইতেছিল। ইতিমধ্যে গবর্ণর জেনেরেল তাঁহাকে ১৮ মাস সময় দিয়া সাব-ধান হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই বরদা-রাজের নামে এই অভিযোগ হইল যে, তিনি নিজরাজ্যস্থ রেসি-ডেণ্ট ফেয়ার সাহেবকে বিষপান করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই অভিযোগের বিচারের নিমিত্ত গবর্ণর জেনেরেল কয়েক জন দেশীয় রাজা ও কয়েক জন ইঙ্গরেজ রাজপুরুষকে নিযুক্ত করিলেন এবং বিচারনিষ্পত্তি পর্য্যন্ত মূলহররাওকে পদচ্যুত করিয়া বন্দীভাবে রাখিলেন। ১৮৭৫ অব্দের ২৩এ ফেব্রুয়ারি

হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত বিচার চলিয়াছিল। বিচারকদিগের মধ্যে দেশীয়েরা মূলহররাওকে নিরপরাধ এবং ইঙ্গরেজেরা অপরাধী স্থির করিলেন। কিন্তু গবর্ণর জেনেরেল স্বদেশীয়দিগের অভিপ্রায়েই আস্থাবান্ হইয়া মূলহররাওকে একবারে পদচ্যুত করিলেন এবং গুইকুমারবংশীয় অপর এক ব্যক্তিকে ঐ পদ প্রদান করিলেন। লর্ড নর্থব্রুকের প্রতি সর্ব্ব-সাধারণের যেরূপ ভক্তি ছিল, এই কার্য্যের জন্য তাহার কতক অপগত হইল। যাহা হউক, লর্ড ডালহৌসির সময়ে অযোধ্যা-রাজ্য যেরূপ ব্রিটিশরাজ্য-ভুক্ত হইয়াছিল, বরদারাজ্যও যে এই হাঙ্গামে সেইরূপ হইল না, তাহাই আহ্লাদের বিষয়।

লর্ড মেয়োর অধিকারকালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মধ্যম-পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা এদেশে আসিয়া কিয়দ্দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভাবী ভূপাল প্রিন্‌স অব্ ওয়েল্‌স ১৮৭৫ অব্দের ৮ই নবেম্বরে এদেশে উপস্থিত হইয়া ১৮৭৬ অব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া-ছিলেন। তিনি বোম্বে, কলিকাতা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, লাহোর, কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশ সকল সন্দর্শন করেন। তাঁহার আগমনে কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথ-সন্নিহিত অট্টা-লিকা সকল যেরূপ সুসজ্জিত হইয়াছিল, যেরূপ আলোকমালা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাঁহার তুষ্টিসাধনার্থ নানাস্থানে যেরূপ আড়ম্বর ও মহোৎসব হইয়াছিল, দেশীয় রাজগণের যেরূপ সমাগম হইয়া-ছিল, বোধ হয় এরূপ আর কখনই হয় নাই। এমন কি তাঁহার আগমন মহোৎসবকে কেহ কেহ 'কলির রাজসূয় যজ্ঞ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের কয়েকস্থানে সূত্র ও বস্ত্র প্রস্তুত করিবার যন্ত্র ব্যবহৃত হওয়ায় মাঞ্চেষ্টরের বণিক্‌সম্প্রদায় স্বার্থহানির সম্ভাবনা করিয়া ইঙ্গলণ্ড হইতে এদেশে প্রেরিত বস্ত্রের শুল্ক উঠাইবার চেষ্টা করেন। লর্ড নর্থব্রুক তাহার প্রতিবাদ করিলেন। অনেকে অনুমান করেন, এই উপলক্ষে ষ্টেট্‌ সেক্রেটারী লর্ড সালিস্‌বরির সহিত মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় তিনি আপনার পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ১৮৭৬ অব্দের মার্চ্চ মাসে ইঙ্গলণ্ড যাত্রা করিলেন।

লর্ড নর্থব্রুকের অধিকারকালে দেশমধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় উপস্থিত হয় নাই। আসামের উত্তরসীমাস্থ ডফ্‌লা নামক বন্য-জাতীয়েরা ইঙ্গরেজদিগের রাজ্য হইতে মানুষ ধরিয়া লইয়া যাইত, এইজন্য এবং শ্রীহট্ট প্রদেশস্থ নাগারা নাগাপাহাড়ে জরীপকারী হল্‌কোম্ব সাহেবকে বধ করিয়াছিল, এইজন্য উক্ত দুই জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে যুদ্ধ অতি সামান্য।

লর্ড লিটন।

১৮৭৬—৮০।

লর্ড লিটন ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ১১ই মার্চ্চে লর্ড নর্থব্রুকের হস্ত হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ইঙ্গলণ্ডের তাৎ-কালিক প্রধান মন্ত্রী লর্ড বীকন্সফীল্ডের বিশেষ অনুগত এবং প্রীতিপাত্র ছিলেন। এইজন্য তাঁহার অধিকারের সময়ে মন্ত্রি-বর ভারতবর্ষসম্বন্ধে একটী অতি প্রধান কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

গত সিপাহীবিদ্রোহের পর ১৮৫৮ অব্দের ২রা আগষ্ট মহারাণী বিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষের কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে 'ভারতেশ্বরী' (এম্প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া) এই উপাধি তাঁহার গ্রহণ করা হয় নাই। এক্ষণে ১৮৭৭ অব্দের ১লা জানুয়ারি দিল্লীতে মহাড়ম্বরের সহিত ঐ উপাধিগ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হইল। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের গবর্ণরগণ, মহারাজ, রাজা, সর্দ্দার, নবাব, বেগম প্রভৃতি দেশীয় ও ইউরোপীয় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকই দিল্লীর মহাদরবারে আহূত ও উপস্থিত হইলেন। লর্ড লিটন বিশেষ দক্ষতা সহকারে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিলেন—সকলেরই যথোচিত সম্মানরক্ষা করিলেন—এবং অতি সুশৃঙ্খলরূপে সমস্ত কার্য্যের সমাধা করিলেন। যে দিন দিল্লীতে ঐ মহাদরবার হয়, সেই দিন ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান প্রধান স্থানেও এক একটী দরবার হইয়াছিল, এবং মহারাণীর ঘোষণাপত্র এতদ্দেশীয় ভাষাতেও পঠিত হইয়াছিল। 'এম্প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া' এই নূতন নামে মুদ্রিত টাকা ঐ দিনেই প্রচারিত হইল। দিল্লীতে রাজগণের সমাগম দেখিয়া দেশীয় লোকদিগের মনে উঠে যে, যে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজেরা সেই স্থানেই আবার রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন। এই সময়ে ইউরোপে রুস ও তুরুস্ক জাতির মহাসংগ্রাম হয়।

ঠিক এই সময়েই মাদ্রাজে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৭৪ অব্দের বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পেল সাহেব অতিশয় দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এজন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকেই ঐ দুর্ভিক্ষের দমনার্থ তথায় প্রেরণ করিলেন। তিনি

বাঙ্গালায় যেরূপ মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া দুর্ভিক্ষের প্রতীকার করিয়াছিলেন, মাদ্রাজে সেরূপ করেন নাই, এজন্য বাঙ্গালায় তাঁহার যেরূপ যশঃ হইয়াছিল, মাদ্রাজে সেরূপ হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমস্ত প্রদেশে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও ন্যূনাধিক পরিমাণে অন্নকষ্ট হয়।

দুর্ভিক্ষনিবন্ধন বিস্তর ব্যয় হওয়ায় ১৮৭৮ অব্দে লাইসেন্স ট্যাক্স, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভূমির করবৃদ্ধি এবং দাক্ষিণাত্যে লবণের শুল্কবৃদ্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্টকে আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইল। এই নবপ্রবর্ত্তিত লাইসেন্স ট্যাক্স লইয়া সুরাটের লোকেরা একটী ক্ষুদ্র বিদ্রোহ করে এবং সেই বিদ্রোহে লিপ্ত বলিয়া অনেক ভদ্রলোককে অনেক দিন পর্য্যন্ত মহাকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

রুসিয়া হইতে ভারতবর্ষকে নিরাপদ রাখিবার জন্য কাবুলের আমীরকে হস্তগত করিয়া রাখা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের চিরকালের চেষ্টা। আমীরের সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার অভিপ্রায়ে লর্ড লিটন কাবুলে দূত প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, আমীর সে দূতকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু তৎপরেও রুসিয়ার রাজদূতকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। এই প্রধান সূত্র অবলম্বন করিয়া ১৮৭৮ অব্দের ২১এ নবেম্বরে কাবুলের আমীর সের আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। এই যুদ্ধে আফগানেরা সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ করিলেও ইঙ্গরেজেরাই বরাবর জয়লাভ করিলেন। যুদ্ধকালে সের আলী পলায়িত হইয়া আফগানস্থানের প্রান্তভাগে গমন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন। ইঙ্গরেজেরা তদীয় পুত্র ইয়াকুব খাঁর সহিত

সন্ধি করিয়া তাঁহাকেই কাবুলের সিংহাসনাধিকার প্রদান করিলেন, কিন্তু ইয়াকুবের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশিত হওয়ায় তিনি সপরিবারে ভারতবর্ষে আনীত হইলেন। অনেক দিন কাবুল এক প্রকার অরাজক অবস্থাতেই ছিল। তত্রত্য সর্দ্দারদিগের সহিত মৈত্রীবন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের দ্বারাই রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা করা হয়, ইঙ্গরেজদিগের এই অভিপ্রায় ছইল।

ইঙ্গলণ্ডের মন্ত্রিপরিবর্ত্তনের সঙ্গেই ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের পরিবর্ত্তন প্রায় ঘটিয়া থাকে। ১৮৮০ অব্দের এপ্রিল মাসে ইঙ্গলণ্ডের মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্ত হওয়ায় গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী এবং মার্কুইস অব্‌ হার্টিংটন ভারতবর্ষের ষ্টেট্‌ সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন, এবং সেই সঙ্গে লর্ড লিটন পদ পরিত্যাগ করিলেন।

লর্ড লিটনের অধিকার কালে যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হয়, তন্মধ্যে দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতালোপ, সাধারণের শস্ত্রব্যবহার প্রতিষেধ এবং বিলাতিকাপড়ের আমদানি হইতে কতক শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া, এই কার্য্য গুলি লোকের প্রীতিকর হয় নাই; ইহাঁরই সময়ে কয়েক জন দেশীয় লোক ইঙ্গলণ্ডে গমন না করিয়াও সিবিল সার্ব্বিস কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

লর্ড রিপন।

১৮৮০—১৮৮৪।

লর্ড রিপন ১৮৮০ খৃঃ অব্দের জুন মাসে লর্ড লিটনের হস্ত হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রেই বিশৃঙ্খল কাবুলরাজ্যের

সুশৃঙ্খলাস্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন; তিনি দোস্ত মহম্মদ-বংশীয় আবদর রহমান খাঁকে কাবুলের আমীররূপে অঙ্গীকার করিয়া সেই বন্ধুর হস্তে ঐ রাজ্যের ভার সমর্পণপূর্ব্বক ১৮৮১ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে ইঙ্গরেজ সৈন্যদিগকে কাবুল হইতে প্রত্যানয়ন করিলেন। ইহার পরেই তিনি বাঙ্গালা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রদান করিলেন। লর্ড লিটনের সময় হইতে ঐ স্বাধীনতা বিলুপ্ত হওয়ায় দেশীয় লোকেরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। লর্ড রিপন সেই দুঃখের অপনয়ন করায় তাঁহারা তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরক্ত হইলেন, এবং তাঁহাকে আপনাদের পরম বন্ধু জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে লণ্ডনস্থ ডিরেক্টর সভা হইতে সাধারণ শিক্ষাকার্য্যের নিমিত্ত যে অভিমতিপত্র আইসে, সেই পত্রের মর্ম্মানুসারে শিক্ষাকার্য্য কতদূর হইয়াছে, এবং আরও কিরূপ হইলে ভাল হয়, তাহার বিচার ও মীমাংসার নিমিত্ত ১৮৮১ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় এক শিক্ষাসমিতি [এডুকেশন কমিসন] সংস্থাপিত হয়। বাঙ্গালা, বোম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেশস্থিত অনেক বহুজ্ঞ দেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যক্তিবর্গ ঐ সভার সদস্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিচারকালে অনেক কৃতবিদ্য বহুদর্শী লোকের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রায় দুই বৎসর কাল ঐ সভার কার্য্য চলিয়াছিল। সভা হইতে যে বিবরণী বহির্গত হইতেছে, ক্রমে তদনুসারে কার্য্যারম্ভ হইবে।

ইউরোপীয় অপরাধীদিগের বিচার কার্য্য ইউরোপীয় ভিন্ন দেশীয়বিচারকদিগের নিকটে হইবার বিধি নাই। এক্ষণে যে সকল দেশীয় ব্যক্তি বিলাতে যাইয়া সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার হইতে পারিবে, এই উদ্দেশে লর্ড রিপনের প্রবর্ত্তনায় ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য ইলবার্ট সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি সমর্পণ করেন। এই ইলবার্ট বিল সন্দর্শনে এতদ্দেশস্থ ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় মহাশয়দিগের অনেকেই সাতিশয় কুপিত হয়েন, এবং স্থানে স্থানে সভাদি স্থাপনপূর্ব্বক যাহাতে ঐ আইন বিধিবদ্ধ না হয়, তদর্থ যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেন। এই সূত্রে ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের মনোমালিন্য বিলক্ষণরূপে বর্দ্ধিত হয় এবং লর্ড রিপণ অনেক ইউরোপীয়ের চক্ষুঃশূল এবং দেশীয়দিগের পরম প্রীতিভাজন হয়েন। কিন্তু ইলবার্ট বিলটী দেশীয়দিগের অনুকূলরূপে বিধিবদ্ধ হয় নাই।

এই সময়ে লর্ড রিপন আর একটা কার্য্যের দ্বারা দেশীয়দিগের পরম বন্ধুরূপে পরিচিত হয়েন। সেই কার্য্যের নাম "লোকাল সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট" অর্থাৎ স্থানীয় আত্মশাসন প্রণালী। এক্ষণে রাজশাসনসংক্রান্ত সর্ব্ববিধ কার্য্যই গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কর্ম্মচারী দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। লর্ড রিপন তাহা না রাখিয়া শিক্ষা, পবলিক্ ওয়ার্ক, স্বাস্থ্যরক্ষা, টীকাদান, লোকসঙ্খ্যা গ্রহণ, দুর্ভিক্ষে সাহায্যদান, হাঁসপাতাল, পশুরোগ প্রভৃতি কতকগুলি সামান্য সামান্য রাজকার্য্য দেশীয় লোকদিগের দ্বারাই যাহাতে সম্পাদিত হয়, তাহার প্রস্তাব করেন। ঐ প্রস্তাব তাঁহার অধিকারকাল মধ্যে ভারতবর্ষের সর্ব্ব-প্রদেশে কার্য্যে পরিণত না হউক, তদ্দারাও দেশীয় লোকেরা তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরাগসম্পন্ন হইলেন।

লর্ড রিপনের সময়েই ১৮৮৩ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (ইণ্টরন্যাসনাল একজিবিশন) প্রদর্শিত হয়। ঐ মহামেলায় নানা স্থান হইতে নানাজাতীয় প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পজাত মনোরম ও কৌতুকোৎপাদক দ্রব্য সকল সমাহৃত হইয়াছিল। তিন মাসকাল এই মহামেলা অবস্থিত ছিল; ঐ সময়ের মধ্যে স্ত্রী পুরুষে বিস্তর লোক উহা দর্শন করিয়া চক্ষু চরিতার্থ করিয়াছিলেন।

লর্ড রিপনের ন্যায় কোন গবর্ণর জেনেরেলই ভারতবর্ষীয়-দিগের অনুরাগভাজন হইতে পারেন নাই। স্বদেশযাত্রার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি এদেশের যেখানে যেখানে গমন করিয়া-ছেন, সেইখানকারই প্রধান প্রধান লোকেরা পরম সমাদর ও বহ্বাড়ম্বরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি পশ্চিমদেশ হইতে যে দিন কলিকাতায় আইসেন, সে দিন কলিকাতার রাজপথের সুসজ্জার সীমা ছিল না। তৎপরেও এক রাত্রিতে তাঁহার গৌরবের জন্য বাঙ্গালী মহলের প্রত্যেক ভবনই রমণীয়রূপে আলোকিত, এবং সর্ব্বত্রই "লর্ড রিপনের জয়" এই শব্দ উদ্ঘোষিত হইয়াছিল। তাঁহার স্বদেশযাত্রার দিবসে বিদ্যালয়ের বালকেরা পর্য্যন্ত পতাকা ধারণ করিয়া হাবড়ার ষ্টেশনে গমন করিয়াছিল।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দের ১৫ই ডিসেম্বরে লর্ড রিপন স্বদেশযাত্রা করেন।

লর্ড ডফ্‌রিন।

১৮৮৪—৮৮।

লর্ড ডফ্‌রিন্ ১৮৮৪ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসের ১৩ই তারিখে এদেশে অবতীর্ণ হইয়া লর্ড রিপনের হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন; পূর্ব্বে প্রজারা অনেক দিন জমির ভোগ দখল করিলেও জমীদারেরা ইচ্ছা করিলেই তাহাদের সেই জমী অনায়াসে কাড়িয়া লইতে পারিতেন। লর্ড রিপন্ এই ব্যবহারের অন্যথা করিবার জন্য "রেণ্টল" অর্থাৎ প্রজাদিগের দখলী স্বত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি করিয়াছিলেন, এক্ষণে নূতন গবর্ণর জেনেরেল সর্ব্বপ্রথমেই সেই আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। এই আইন দ্বারা বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যা দেশের প্রজাদিগের দখলীস্বত্ব বিষয়ে বিস্তর সুবিধা হইয়াছে। কি কি উপায়ে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের সর্ব্ববিধ শুভসাধন হইতে পারে, তদ্বিষয়ের বিবেচনার্থ কতিপয় কৃতবিদ্য লোকের উদ্‌যোগে "ন্যাসন্যাল কংগ্রেস" অর্থাৎ জাতীয় সমিতির অনুষ্ঠান হয় এবং ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বে নগরে ঐ সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। তৎপরে ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতায়, ১৮৮৭ অব্দে মাদ্রাজে, ও ১৮৮৮ অব্দে এলাহাবাদে ঐ সমিতির এক একবার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় নানা প্রদেশীয় অনেক ভদ্রলোকের ঐ সকল সমিতিতে সমাগম হইয়াছিল।

রুসীয়েরা রাজ্যবিস্তার করিতে করিতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, এজন্য তাঁহাদিগের প্রতি ইঙ্গরেজদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং রুসিয়া ও আফগানস্থানের সীমা

নির্দ্ধারণের প্রয়োজন বোধ হয়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে লর্ড ডফ্রিন রাউলপিণ্ডীর মহাদরবারে কাবুলের আমীর আবদর রহমানের সহিত বন্ধুতার যে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহার বলে এবং অপর নানাবিধ চেষ্টায় সীমানির্দ্ধারণ কার্য্য সম্পন্ন হইল।

ব্রহ্মরাজ থিব কতকগুলি ইঙ্গরেজ প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার কুশাসননিবন্ধন রাজ্যমধ্যে শান্তিরক্ষা হইত না, এই বিষয় তাঁহাকে জানাইয়া প্রতীকারের জন্য অনুরোধ করা হয়; তিনি সে অনুরোধ রক্ষা না করায় ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে তাঁহার সহিত যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে থিব পরাজিত, রাজ্যচ্যুত, ভারতবর্ষে আনীত ও বন্দীকৃত হইলেন এবং ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে ব্রহ্মরাজ্য ইঙ্গরেজ রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইল।

ইঙ্গলণ্ডের রাজারা অবিচ্ছেদে পঞ্চাশৎ বর্ষ রাজত্ব করিলে তাঁহাদের সমভিনন্দনের জন্য জুবিলি নামে মহোৎসব হইয়া থাকে। ইতিহাসে দেখা যায় ৩য় এড্ওয়ার্ড ও ৩য় জর্জ্জের রাজত্বকাল পঞ্চাশত বৎসরের অধিক হইয়াছিল। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব পঞ্চাশৎ বর্ষের অধিক হওয়ায় ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার জুবিলি মহোৎসব সম্পাদিত হয়। ঐ দিনে নগরে নগরে নৃত্য, গীত, সঙ্কীর্ত্তন ও রজনীতে প্রাসাদমণ্ডলী আলোকমালায় মণ্ডিত হইয়াছিল, এবং অনেক বন্দীও রাজপ্রসাদে কারা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পাইয়াছিল।

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমায় দুর্গাদি নির্ম্মাণ করায় এবং ব্রহ্মদেশীয় সমরে অতিরিক্ত ব্যয় হওয়ায় রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়, এজন্য ১৮৮০ খৃঃ অব্দের ১লা এপ্রিল হইতে 'আয়কর' পুনঃ

প্রবর্ত্তিত এবং লবণ ও কেরোসিনের শুল্ক বর্দ্ধিত হয়। ব্যয় লাঘব দ্বারা আয়ব্যয়ের সমতা বিধান করার চেষ্টা তদবধি হইতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার ফল কিছুই হয় নাই। বাণিজ্য-কার্য্য লইয়া তিব্বতের সহিত একটী সামান্যরূপ যুদ্ধ হওয়াও রাজকোষের অর্থশূন্যতার একটী কারণ। ঐ যুদ্ধে ইঙ্গরেজদিগেরই জয় হইয়াছে এ কথা বলা বাহুল্য।

এই সকল কার্য্য সামাধান করিয়া ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড ডফ্‌রিন স্বদেশযাত্রা করিলেন।

লর্ড ল্যানস্‌ডাউন।

১৮৮৮—১৮৯৩।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দের ৮ই ডিসেম্বরে লর্ড ল্যান্সডাউন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। চীনরাজের মধ্যস্থতায় তিব্বতের সহিত সীমাসংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি হয়।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা কাশ্মীররাজের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া তথাকার শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হন।

আসামের অন্তঃপাতী মণিপুর নামক ক্ষুদ্র রাজ্যটী অত্যন্ত প্রাচীন। প্রবাদ আছে যে, ৩য় পাণ্ডব অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া তথাকার রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক বভ্রুবাহন নামক এক পুত্র লাভ করেন। মণিপুরের রাজারা আপনাদিগকে বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রহ্মরাজ মণিপুর আক্রমণ

করিতে আরম্ভ করিলে, মণিপুর-রাজ তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হন।

১৮২৬ অব্দে প্রথম যুদ্ধের অবসানে যান্দাবুর সন্ধিপত্রে ব্রহ্ম-রাজ মণিপুরকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন। তদবধি মণি-পুররাজ ইংরেজদিগের অনুগত ভাবে রাজ্যশাসন করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৮৭ অব্দে রাজা চন্দ্রকীর্ত্তির মৃত্যু হয়, এবং তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শূরচন্দ্র রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু ১৮৯০ অব্দে শূরচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা টীকেন্দ্রজিৎ তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বকীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর কুলচন্দ্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। শূরচন্দ্র কলিকাতায় পলায়ন করিয়া লর্ড ল্যান্‌সডাউনের শরণাপন্ন হয়েন।

লর্ড ল্যান্‌সডাউন টীকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করিবার জন্য আসা-মের চীফ কমিসনর কুইণ্টন সাহেবকে আদেশ দেন। কুইণ্টন কতিপয় গুর্খা সৈন্য ও অনুচরবর্গ সহ ১৮৯১ অব্দের মার্চ্চ মাসে মণিপুরে উপস্থিত হয়েন ও টীকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করিবার প্রয়াস পান। এই ব্যাপারে মণিপুরবাসিগণ উত্তেজিত হইয়া ইংরাজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এবং কুইণ্টন, ইংরাজ দূত গ্রীম-উড প্রভৃতি অনেক প্রধান কর্ম্মচারীকে হত্যা করে, কেবল গ্রীমউড-পত্নী ও কয়েকজন যোদ্ধা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন।

অতঃপর টীকেন্দ্রজিৎকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য ত্বরায় তিন দল ইংরাজ সৈন্য মণিপুর অভিমুখে ধাবিত হয় এবং সামান্য যুদ্ধের পর রাজধানী ইম্‌ফল নগর অধিকার করিয়া কিয়দ্দিনের মধ্যে টীকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতিকে বন্দী করে।

কুলচন্দ্র দ্বীপান্তরিত, টীকেন্দ্রজিৎ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, শূরচন্দ্র অনুপযুক্ত বোধে অপসারিত এবং চূড়চন্দ্র নামক এক রাজবংশধর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির ষষ্ঠ, নাগপুরে সপ্তম, পুনর্ব্বার আলাহাবাদে অষ্টম, এবং লাহোরে নবম অধিবেশন হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ভাইস চান্সেলার" অর্থাৎ সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হওয়ায় হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারপতি শ্রীযুত ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পদে নিয়োজিত হয়েন। ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় আর কেহ এইরূপ পদে নিয়োজিত হয়েন নাই।

১৮৯১ অব্দে জুলাই মাসে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল বিদ্যাবুদ্ধিতে পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। অসামান্য পরোপকারে ও দেশহিতৈষিতায় অস্মদ্দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমকক্ষ ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না। ইঁহারা উভয়েই জন্মভূমির গৌরবস্থল ছিলেন।

লর্ড এল্‌গিন।

১৮৯৪—।

১৮৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে লর্ড ল্যান্সডাউনের কার্য্যকাল শেষ হইলে পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনেরেল লর্ড এল্‌গিনের পুত্র লর্ড এল্‌গিন তৎপদে নিয়োজিত হইয়াছেন।

প্রথম পরিশিষ্ট

রাজশাসন-সম্পৃক্ত বর্ত্তমান প্রদেশ বিভাগ।

রাজশাসন সম্পর্কে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রদেশভাগ সাধারণতঃ ৩ প্রকার—(১) ব্রিটিশরাজ্য, (২) করদ ও মিত্ররাজ্য, এবং (৩) স্বাধীন রাজ্য।

(১) যে ভাগের রাজশাসন কার্য্য ইঙ্গরেজেরা সাক্ষাৎ সম্পাদন করেন তাহাকে ব্রিটিশ রাজ্য বা ব্রিটিশ ভারতবর্ষ বলা যায়। এই ভাগের ভূমির পরিমাণফল প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার বর্গক্রোশ এবং অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ১৭ কোটি। ভারতবর্ষীর গবর্ণর জেনেরেল ইহার উপর প্রধানরূপে কর্ত্তৃত্ব করেন।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষ প্রথমতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত, যথা—[ক] বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি, [খ] মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, [গ] বোম্বে প্রেসিডেন্সি, এবং [ঘ] কমিসনরী (বা নিয়মবহির্ভূত) প্রদেশ। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মধ্যে আবার ৩টি বিভাগ বা গবর্ণমেণ্ট আছে। যথা (১) বাঙ্গালা বিভাগ, (২) উত্তর পশ্চিম বিভাগ এবং (৩) পঞ্জাব বিভাগ। মান্দ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সির কোন অবান্তর ভাগ নাই। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির তিন বিভাগে এক এক জন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এবং বোম্বে ও মান্দ্রাজে এক এক জন গবর্ণর আছেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগ ও প্রদেশ সকলে অনেকগুলি করিয়া জেলা, মহকুমা ও থানা আছে। কমিসনর, জজ, মাজিষ্ট্রেট, সদর আমীন, মুন্সেফ্, ডেপুটী

মাজিষ্ট্রেট, দারোগা প্রভৃতি বহুবিধ রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা ঐ সকল জেলাস্থিত প্রজাদিগের বিচার, শান্তিরক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়।

(ক) বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি—(১) বাঙ্গালা বিভাগ। এই বিভাগের মধ্যে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, ও ছোটনাগপুর এই ৪টী প্রদেশ আছে। কলিকাতা, ঢাকা মুরশিদাবাদ, পাটনা, কটক, রাঁচি প্রভৃতি এ বিভাগের প্রধান নগর এবং গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এই দুইটী প্রধান নদী। এই বিভাগের অন্তর্গত ছোট-নাগপুর প্রদেশ, জলপাইগুড়ি, দারজিলিঙ্গ ও সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি কয়েকটী প্রদেশকে বেবন্দবস্তী মহল বা নিয়মবহির্ভূত প্রদেশ কহে। ইহাতে কমিসনর, ডেপুটী কমিসনর প্রভৃতি দ্বারাই প্রজাদিগের বিচার শান্তিবক্ষা প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেবন্দবস্তী মহল প্রায় সকল বিভাগেই কিছু না কিছু আছে। এই বিভাগস্থ সমস্ত ভূমির পরিমাণফল প্রায় ৫২ হাজার বর্গক্রোশ এবং অধিবাসীব সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ৫২ লক্ষ। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালা বিভাগে প্রথম লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার প্রধান স্থান কলিকাতা।

(২) উত্তরপশ্চিম বিভাগ। বারণসী, আলাহাবাদ, আগরা, রোহিলখণ্ড, কুমায়ন, মিরট ও ঝাঁসি এই সাতটী প্রদেশ লইয়া উত্তর পশ্চিম বিভাগ সংগঠিত। ইহাতে গঙ্গা ও যমুনা প্রধান নদী। ইহার ভূমির পরিমাণফল প্রায় ২০ হাজার বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সঙ্খ্যা ৩ কোটিরও অধিক। এই বিভাগে অনেক বিখ্যাত নগর আছে, তন্মধ্যে আগরা, আলাহা-বাদ ও বারাণসী প্রধান। ১৮৩৫ অব্দ হইতে এই বিভাগে

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত আছেন। এক্ষণে আলাহাবাদ ইহার প্রধান কর্ম্মস্থান।

(৩) পঞ্জাব বিভাগ। পেশোয়ার, লিয়া, রাউলপিণ্ডি, লাহোর, মূলতান জলন্দর, অমৃতসহর, অম্বালা, দিল্লী ও হিসার এই ১০ টী প্রদেশ পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত। এই বিভাগে সিন্ধু এবং তচ্ছাখা শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এই ৬টী প্রধান নদী। সমস্ত পঞ্জাব বিভাগের পরিমাণফল প্রায় ৫,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ২ কোটি। ইহার প্রধান নগর লাহোর, মূলতান, দিল্লী, অমৃতসহর প্রভৃতি। পঞ্জাব বিভাগের প্রায় অর্দ্ধেক ভূমি করদ ও মিত্র রাজগণের অধিকৃত। ১৮৪৮ অব্দে পঞ্জাব অধিকৃত হইয়া এক বোর্ডের (সভার) অধীনে স্থাপিত হয়; ১৮৫৩ অব্দে উহাকে প্রধান কমিশনরের অধীন এবং ১৮৫৯ অব্দে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অধীন করা হয়। এক্ষণে পঞ্জাবের প্রধান কর্ম্মস্থান লাহোর।

(৪) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি। উড়িষ্যার দক্ষিণ হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী সমুদয় স্থান এবং পশ্চিম উপকূলেরও কিয়দংশ এই প্রেসিডেন্সির অধীন। ইহাতে উত্তর সরকার, উত্তর ও দক্ষিণ কর্ণাট, কোইম্বাটুর, মলবার ও কানারা, এই কয়েকটী প্রদেশ আছে। ইহার মধ্যে কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী, তুঙ্গভদ্রা ও তুন্নার এই কয়েকটী নদী বর্ত্তমান। এই বিভাগের পরিমাণফল ৪৬ হাজার বর্গক্রোশ; অধিবাসীর সঙ্খ্যা ৩ কোটির অধিক। মৎস্যপত্তন, আর্কট, মাদ্রাজ প্রভৃতি ইহার প্রধান নগর। এই প্রেসিডেন্সির গবর্ণর

মাদ্রাজে অবস্থিতি করেন; তথায় তাঁহার এক কৌন্সিল আছে।

(গ) বোম্বে প্রেসিডেন্সি। সিন্ধু দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের প্রায় সমগ্র পশ্চিম উপকূল এই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। ইহাতে সিন্ধু, গুজরাট, খান্দেশ, কঙ্কণ, আহম্মদনগর পুনা ও সেতারা এই কয়েকটী প্রদেশ আছে। সকল প্রদেশের সমস্ত অংশই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নহে; কোন কোন প্রদেশের কিয়দংশে দেশীয় রাজাদিগের অধিকার আছে। ইহাতে নর্ম্মদা, সবর্ম্মতী, মাহী ও তাপ্তী এই ৪টী প্রধান নদী। এই বিভাগের পরিমাণফল প্রায় ৩৯ হাজার বর্গক্রোশ; অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ। পুনা, সেতারা, আহম্মদনগর, সুরাট বোম্বে প্রভৃতি ইহার প্রধান নগর। কৌন্সিলের সহিত গবর্ণর সাহেব বোম্বে নগরে অবস্থিতি করেন।

(ঘ) কমিশনরী প্রদেশ। যে সকল প্রদেশ পূর্ব্বোল্লিখিত কোন প্রেসিডেন্সির অন্তর্নিবিষ্ট নহে—যাহা গবর্ণর জেনেরেলের সাক্ষাৎ অধীন—যাহাতে ইঙ্গরেজ বাহাদুরদিগের প্রবর্ত্তিত সাধারণ আইনকানুন সকল প্রচলিত নাই যেখানে গবর্ণর বা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের প্রায় তুল্যক্ষমতাপন্ন এক জন চীফ্ অর্থাৎ প্রধান কমিশনর থাকেন এবং যাঁহার কি দেওয়ানী, কি ফৌজদারী, কি করসংগ্রহণ, সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যই উক্ত কমিশনর ও তাঁহার সহকারিগণের দ্বারা সম্পাদিত হয়—সেই সকল প্রদেশকে নন্‌রেগুলেশন প্রবিন্স—বেবন্দবস্তী মহল—বা কমিশনরী প্রদেশ কহে। ক্রমশঃ উহাদের নামোল্লেখ হইতেছে।

(১) আসাম প্রদেশ।—বাঙ্গালার পূর্ব্বোত্তর সীমায় ব্রহ্ম-

পুত্রের অববাহিকার মধ্যে কামরূপ, নওগাঁ, দুরঙ্, শিলহট্ট (শ্রীহট্ট) প্রভৃতি জনপদ লইয়া এই প্রদেশ সংগঠিত হইয়াছে। ইহার পরিমাণফল প্রায় ১০ হাজার বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সঙ্খ্যা ৪০ লক্ষ। ইহার প্রধান নগর শিলঙ, গৌহাটী প্রভৃতি। পূর্ব্বে এই প্রদেশ বাঙ্গালার লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের অধীন ছিল। ১৮৭৪ অব্দে ইহাকে স্বতন্ত্র করিয়া এক জন চীফ্ কমিশনরের অধীন করা হইয়াছে। শিলঙ্ তাঁহার কর্ম্মস্থান হইয়াছে।

(২) অযোধ্যা প্রদেশ।—এই প্রদেশে লক্ষ্ণৌ, ক্ষীরাবাদ, বাস্তবরা ও ব্যারেচ এই ৪টী বিভাগ আছে। সমুদায়ের পরিমাণফল ৬ হাজার বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ। ইহার প্রধান নগর লক্ষ্ণৌ, প্রতাপগড়, ফিজাবাদ প্রভৃতি। ফিজাবাদের সমীপেই সরযূতীরে প্রাচীন অযোধ্যা নগরী। ১৮৫৬ অব্দে অযোধ্যা প্রদেশ অধিকার করিয়া চীফ কমিশনরের অধীন করা হইয়াছে। গোমতী-তীরস্থ লক্ষ্ণৌ নগর চীফ্ কমিশনরের প্রধান কর্ম্মস্থান।

(৩) মধ্যপ্রদেশ।—সাগর, নর্ম্মদাপ্রদেশ ও নাগপুর এই তিন রাজ্য একত্র করিয়া মধ্যপ্রদেশ নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরিমাণফল প্রায় ২০ হাজার বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সঙ্খ্যা ৮০ হাজারেরও অধিক। এই দেশমধ্যে গোদাবরী, নর্ম্মদা, মহানদী, উইন্গঙ্গা, বরদা, (ওয়ার্দা) সিউ প্রভৃতি নদী সকল প্রবাহিত আছে। এই প্রদেশ এক্ষণে নাগপুর, জব্বলপুর, নর্ম্মদা ও ছত্রিশগড় এই ৪ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রতিভাগে এক এক জন কমিশনর থাকেন। নাগপুর, জব্বলপুর, সাগর, নরসিংহপুর, সম্বলপুর, প্রভৃতি ইহার প্রধান নগর। এই প্রদে-

শের মধ্যে সাগর ও নর্ম্মদা রাজ্য ১৮১৮ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট হইতে গৃহীত হয় এবং নাগপুর রাজ্য তত্রত্য রাজার মৃত্যুর পর ১৮৫৩ অব্দে কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। ১৮৬১ অব্দে ঐ সমস্ত দেশ চীফ্ কমিশনরের অধীন হইয়াছে।

(৪) বরারপ্রদেশ।—হাইদরাবাদের নিজাম ১৮০২ ও ১৮৫৩ অব্দের বন্দোবস্ত অনুসারে নিজামরাজ্যের যে অংশ কোম্পানি বাহাদুরকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাই লইয়া বরার প্রদেশ সংগঠিত। ইহার পরিমাণফল প্রায় ৮ হাজার বর্গক্রোশ; অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ।

আজমীর ও কুর্গ এ দুইটী দেশও কমিশনরীপ্রদেশ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

এই সকল ভিন্ন ব্রিটিশ বর্ম্মা আন্দামান দ্বীপশ্রেণী প্রভৃতি আরও কয়েকটী কমিশনরীপ্রদেশ ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরেলের অধীনে আছে।

(৫) করদ ও মিত্ররাজ্য।—পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রিটিশরাজ্য ভিন্ন ভারতবর্ষে এরূপ কতকগুলি রাজ্য আছে, (কয়েকটী ভিন্ন) যাহাদের সমস্ত রাজকার্য্য তদ্দেশীয় রাজা বা নবাবদিগের কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয়। ঐ সকল রাজ্য এ অংশে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও ইঙ্গরেজদিগের অধীনতা হইতে একবারে নির্ম্মুক্ত নহে। ইঙ্গরেজদিগের এক জন কর্ম্মচারী রেসিডেণ্ট, এজেণ্ট, বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নামে ঐ সকল রাজ্যে অবস্থান করিয়া অধিপতিদিগের কৃত্য কার্য্যকলাপের নিয়ত পর্য্যবেক্ষণ করেন। অধিপতিদিগের মধ্যে কেহ সাক্ষাৎ কর দিয়া, কেহ সৈন্যব্যয়

দিয়া, কেহ বা অপর কোনরূপে, ইঙ্গরেজদিগের আনুকূল্য করেন। এই সকল রাজ্যকে করদ ও মিত্ররাজ্য কহে। সমুদায়ে ১৫৩টী করদ ও মিত্ররাজ্য আছে। এই রাজ্যসংক্রান্ত সমস্ত ভূমির পরিমাণফল প্রায় দেড় লক্ষ বর্গক্রোশ। নিম্নভাগে করদ ও মিত্ররাজ্যের কতকগুলির নামোল্লেখ হইতেছে।

বাঙ্গালা বিভাগের মধ্যে

খসিয়া পর্ব্বত।
ভৌয়াল, চেরাপুঞ্জি প্রভৃতি।
মণিপুর।
পার্ব্বত্য ত্রিপুরা।
কোচবিহার।
সিকিম।
ছোটনাগপুরস্থ সিরগুজা প্রভৃতি
উড়িষ্যান্তর্গত কিল্লা, তালচিয়ার ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি।

উত্তরপশ্চিম বিভাগে।

রামপুর (রোহিলখণ্ড)।
বারাণসী (কিয়দংশ)।
তিহরী।
গরহল প্রভৃতি।

পঞ্জাব বিভাগে।

কাশ্মীর।
পাতিয়ালা।
বহাবালপুর।
ঝিন্দ।
নাভা।
কর্পূরতলা।
সমুর।
বিলাসপুর।
বুসাহীর।
নলগড়।
চম্বা প্রভৃতি।

রাজপুতানা মধ্যে।

মেওয়ার (উদয়পুর)।
জয়পুর।
মাড়োয়ার (যোধপুর)।
বুন্দি।
কোটা।
বিকেনীর
কেরোলী
যশল্মীর,
আলোয়ার,

শিরোহী।

ডুঙ্গরপুর।

বাঁশবরা।

প্রতাপগড়।

ঝল্লবুর।

কৃষ্ণগড়।

ভরতপুর।

ধোলপুর।

টঙ্ক।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে।

গোয়ালিয়ার (সিন্ধিয়া রাজ্য)।

ইন্দোর (হোলকার রাজ্য)।

ভূপাল।

বঘেলখণ্ড (রেওয়া)।

বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত অনেকগুলি

হায়দরাবাদ (নিজামরাজ্য)

প্রভৃতি।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে।

মহীশূর।

কোচী।

ত্রিবাঙ্কুর।

পদুকাটা প্রভৃতি।

বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে।

ক্ষীরপুর।

বরদা (গুইকুমার রাজ্য)

কচ্ছ।

কাটিগড়।

গুজরাটের অন্তর্গত কতিপয়

ক্ষুদ্ররাজ্য।

সাবন্তবাড়ী।

কোলাপুর।

মহারাষ্ট্র জায়গীর প্রভৃতি।

এই সকল রাজ্যের মধ্যে যে সকল স্থানের রাজা অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বা রাজ্যরক্ষায় অক্ষম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট, কমিশনরের দ্বারা তত্তৎরাজ্যের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই জন্যই এক্ষণে কোচবিহার ও মহীশূর রাজ্য ইঙ্গরেজদিগের শাসনাধীন।

(৩) স্বাধীন রাজ্য।

নেপাল। ইহা হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ৪০—৫০ লক্ষ রাজধানী কাটামুণ্ড বা কাষ্ঠমণ্ডপ। রাজ্যেশ্বর গুর্খাজাতীয়।

ভোটান। ইহা আসামদেশের উত্তরে অবস্থিত। ইহার অধিবাসীর সঙ্খ্যা ২০–২৫ হাজার। রাজধানী তাসিসুদন। অধিবাসীরা বৌদ্ধ।

ফরাসীদিগের অধিকার পন্দীচরি, চন্দননগর, কারিকোল, মাহী এবং ইয়ানন এই কয়েকটী ফরাসীদিগের অধিকৃত। সমুদয়ের পরিমাণফল প্রায় ১২৫ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ২ লক্ষ।

পোর্তুগীজদিগের অধিকার—গোয়া, ডিউ ও ডমায়ন এই তিনটী স্থান পোর্তুগীজদিগের অধিকৃত। পরিমাণফল প্রায় তিন শত বর্গক্রোশ—অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ৫ লক্ষ।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

—:০:—

এই পুস্তকে যে সকল গ্রাম ও নগরের উল্লেখ আছে, ভুগোলকের বা ভূচিত্রের কিরূপ স্থলে তাহাদিগকে অঙ্কিত দেখা যাইবে, বা অঙ্কিত দেখিবার সম্ভাবনা, তাহারই নির্দ্দেশ করণার্থ এই প্রকরণে তাহাদের অক্ষান্তর ও দ্রাঘিমান্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

"ভূগোলিকের উপযোগিতা" নামক পুস্তকে ইহা বিশেষরূপে প্রতিপাদিত আছে যে, অক্ষান্তর ও দ্রাঘিমান্তর এই দুইটী জানা থাকিলেই যে কোন স্থান হউক অনায়াসে বাহির করিতে পারা যায়।

অক্ষান্তর দুই প্রকার—উত্তর ও দক্ষিণ। দ্রাঘিমান্তরও দুই প্রকার—পূর্ব্ব ও পশ্চিম। কোন স্থানের নির্দ্দেশ করিতে হইলে তাহার উত্তর কি দক্ষিণ অক্ষান্তর এবং পূর্ব্ব কি পশ্চিম দ্রাঘিমান্তর, তাহা বিশেষরূপে বলিয়া দিতে হয়, কিন্তু এ স্থলে তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ এ প্রকরণে কেবল ভারতবর্ষস্থিত কতিপয় স্থানেরই প্রধানতঃ নির্দ্দেশ থাকিবে;—ভারতবর্ষ নিরক্ষবৃত্তের উত্তরবর্ত্তী এবং [গ্রীণউইচ নগরে কল্পিত] প্রাথমিক দ্রাঘিমার পূর্ব্ববর্ত্তী ;—সুতরাং ইহার সর্ব্বস্থানেরই অক্ষান্তর উত্তর এবং দ্রাঘিমান্তর পূর্ব্ব ;—তদ্ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। অক্ষান্তর ও দ্রাঘিমান্তর সম্পৃক্ত এক এক অংশকে ভৌগোলিকেরা ৬০ ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন ; তাহার এক এক ভাগকে 'কলা' কহেন। অক্ষান্তর, কলা প্রভৃতির বোধনার্থ সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে। এ পুস্তকে সে সকল চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে না—ইহাতে এইরূপ লিখিত থাকিবে, যথা—"কলিকাতা ২২,২৩। ৮৮,১৭"। পাঠকগণ ইহার অর্থ এই বুঝিয়া লইবেন যে, কলিকাতার উত্তর অক্ষান্তর ২২ অংশ ২৩ কলা, এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তর ৮৮ অংশ ১৭ কলা।—এইরূপ সর্ব্বত্র। এক্ষণে অকারাদি ক্রমে অভিমত স্থান সকলের অক্ষান্তর ও দ্রাঘিমান্তর নিম্নভাগে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

সময়সম্বলিত সূচীপত্র।

পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দ — পত্রাঙ্ক

উপক্রমণিকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

খ্রীষ্টাব্দ		পত্রাঙ্ক।
১৪১৪—৪৯	সৈয়দবংশীয় রাজগণের অধিকারকাল	৪২
১৪১৪—৪৯	খিজির খাঁ, মবারিক, মহম্মদ, আলাউদ্দীন	৪২
১৪৪৯	আলাউদ্দীনের বদাউনপ্রস্থান	৪২
১৪৫০—১৫২৬	লোদি বংশীর রাজগণের অধিকারকাল	৪৩
১৪৫০—৮৮	বিলোলি লোদি	৪৩
১৪৮৮—১৫১৭	সেকেন্দর লোদি	৪৩
১৫১৭—২৬	ইব্রাহিম লোদি	৪৩
১৫২৬	সুলতান বাবর আহূত—পাঠানদিগের রাজত্বলোপ	৪৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

	বাবরের পূর্ব্ববৃত্ত	৪৪
১৫২৬	পানীপথে জয়লাভ	৪৪
	রাণাসঙ্গের সহ শিকরীতে যুদ্ধ	৪৪
	নানাদেশে যুদ্ধ ও জয়লাভ	৪৫
১৫৩০	বাবরের ৫০ বর্ষ বয়সে মৃত্যু—বাবরের চরিত্র	৪৫
ঐ	হুয়ায়ুনের সিংহাসনলাভ—তাঁহার ভ্রাতৃগণ	৪৬
	গুজরাটাধিপতি বাহাদুরসার সহ যুদ্ধ	৪৬
	সের খাঁর বিবরণ	৪৬
	সেরখাঁর বাঙ্গালা অধিকার—কনোজ অধিকার	৪৭
	হুমায়ুনের পরাজয় ও অমরকোটে পলায়ন	৪৭
১৫৪২	আকবরের জন্ম	৪৮
১৫৪৩	হুমায়ুনের পারস্থে প্রবেশ	৪৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।